পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২০২২

শেখ হাসিনার নির্দেশ
জলবায়ু সহিষ্ণু বাংলাদেশ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.
মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন অধিদপ্তর, দপ্তর, সংস্থার কাজের প্রামাণ্য দলিল এ প্রতিবেদন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে বর্তমান সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা করে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন দর্শন "অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন"-এর ভিত্তিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ও এ দর্শনকে ধারণ করে দায়িত্ব পালন করছে।

সরকার দেশের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণপূর্বক দেশবাসীকে বাসযোগ্য পরিবেশ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে বায়ুদূষণ, পানিদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন কার্যকরী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার রোধে রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাহাড় ও টিলা কর্তন এবং পুকুর ও জলাশয় ভরাট রোধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার্থে দেশজুড়ে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে, দেশের সংরক্ষিত ও প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের গাছ কাটার ওপর বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২ এর স্থলে ডিসেম্বর, ২০৩০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা ও মুজিব ক্লাইমেট প্রসপারিটি প্ল্যান প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি এন্ড একশন প্ল্যান হালনাগাদের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে এযাবৎ আটশত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন রোধে অবদান রাখতে ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন হালনাগাদ করা হয়েছে। আইন ও বিধি প্রণয়নের অংশ হিসেবে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' এবং 'বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২' জারি করা হয়েছে। 'বন আইন, ২০২১', 'বন সংরক্ষণ আইন, ২০২২' এবং 'পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২২' প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। এ ছাড়া, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০; চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮; বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ অধিকতর সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে দেশের প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে কাজ করার জন্য আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার অনুষঙ্গ হিসেবে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড ও সফলতার তথ্য সবার জন্য উন্মুক্ত করে মন্ত্রণালয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে একইসাথে অংশীজনদের সাথে সেতুবন্ধন তৈরীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মেধাশক্তি ব্যয়ে এ বার্ষিক প্রতিবেদন সংকলিত ও প্রকাশিত হয়েছে তাদের সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোঃ শাহাব উদ্দিন এম.পি.**)**

হাবিবুন নাহার এম.পি.
উপ-মন্ত্রী
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছরের কার্যক্রম সংবলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের পরিবেশ রক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য 'Water Pollution Control Ordinance, 1973' জারি করেন। তিনি ১৯৭৩ সালেই পানিদূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করেন মূলত এর মাধ্যমেই বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিশ্বজুড়ে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি গরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হচ্ছে। জাতির পিতার জন্মশতবর্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক এক কোটি গাছের চারা রোপণসহ বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার পরিবেশ ও প্রকৃতি সুরক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংবিধানে ১৮ (ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাংবিধানিক অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ ব্যবস্থা সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বেশ কিছু আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭, ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন আইন ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯), জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮, ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক পণ্য হইতে সৃষ্ট বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৯, জাতীয় তেল ও রাসায়নিক নিঃসরণ কনটিনজেন্সি পরিকল্পনা ২০২০, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ ইত্যাদি। এসব আইন প্রয়োগ ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এ মন্ত্রণালয় থেকে লাগসই ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রয়াসসমূহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের অনন্য ভাবমূর্তি সৃষ্টি করেছে।

পরিবেশ, বন ও জলাবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সর্ম্পকে জনগণ বিস্তারিতভাবে অবহিত হতে পারবে মর্মে আমি আশা রাখি। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২২ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

হাবিবুন নাহার

(হাবিবুন নাহার এম.পি.)

ড. ফারহিনা আহমেদ
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও বনভূমি সংরক্ষণ এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণপূর্বক দেশবাসীকে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ উপহার দেয়ার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের কর্মকাণ্ড বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং ব্যাপক শিল্পায়নের কারণে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। তা সত্ত্বেও বায়ুদূষণ, পানিদূষণ ও শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় ক্ষতিকর একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক সামগ্রীর ব্যবহার বন্ধে রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। পাহাড় ও টিলা কর্তনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে সরকারের সফলতায় দেশে বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বনভূমির অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করে পুনবনায়ন করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং রূপকল্প-২০৪১ সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে কাজ করছে। এ বার্ষিক প্রতিবেদন স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের একটি মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১-২০২২ প্রণয়ন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

(ড. ফারহিনা আহমেদ)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল:

অক্টোবর ২০২২

উপদেষ্টা:

ড. ফারহিনা আহমেদ

সচিব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

নির্দেশনায়:

ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন

অতিরিক্ত সচিব

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

সম্পাদনায়:

মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ড. সৈয়দ শাহজাহান আহমেদ, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ড. মোঃ মনসুর আলম, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

দেবময় দেওয়ান, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

আসমা শাহীন, উপসচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোছা: মোহছিনা আকতার বানু, সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

দীপংকর বর, সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোঃ ফাইজুর রহমান, সহকারী সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়:

রোসলিনা পারভীন, সিনিয়র সহকারী সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ খবির উদ্দিন খান, সিস্টেম এনালিস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

ডিজাইন:

রুবায়েত হোসেন

প্রকাশনা:

সরকারি মুদ্রণালয় (বি.জি.প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮)

সূচিপত্র

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	
ভূমিকা	২
পরিচিতি	২
ভিশন	২
মিশন	২
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	২
কর্মপরিধি	২
সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল	৩
বাজেট	৫
মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	৫
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ	৫
জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	৫
পরিবেশ সংরক্ষণে গৃহীত কার্যক্রম	৬
প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য, বনায়ন কার্যক্রম	৮
ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন	৯
তথ্য অধিকার	১১
অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা	১৩
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, গবেষণা	১৪
গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের বিবরণ, শুদ্ধাচার কৌশল	১৬
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি	১৭
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত অধিদপ্তর ও সংস্থা	
পরিবেশ অধিদপ্তর	২১-৪৯
বন অধিদপ্তর	৫০-৭৩
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট	৭৪-৮২
বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	৮৩-৯৪
বাংলাদেশ বন গবেষনা ইনস্টিটিউট	৯৫-১১১
বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম	১১২-১২৮
বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	১২৯-১৪০

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

১.১ ভূমিকা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি:মি: আয়তনের এদেশে প্রায় সাড়ে ষোল কোটি লোক বসবাস করে। স্বল্প আয়তনের এ ভূ-খন্ডে অধিক জনসংখ্যার মৌলিক চাহিদা পূরণ, শিল্পায়ন ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের অভীষ্ট অর্জনের জন্য গৃহীত কর্মকান্ডের ফলে এ দেশে পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর চাপ বাড়ছে। এছাড়া বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশ। দেশে ক্রমবর্ধমান পরিবেশ রক্ষার চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর। রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে সরকার সংবিধানে ১৮(ক) অনুচ্ছেদ সংযোজনের মাধ্যমে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং উন্নয়নকে সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়াও বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। উক্ত অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

১.২ পরিচিতি

১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত United Nations Conference on the Human Environment এর মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয়। স্বাধীনতা অর্জনের পরে বাংলাদেশের পরিবেশ ও প্রকৃতি সংরক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ জারি করে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করেন।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিভাগ এবং বন বিভাগ নামে দুটি বিভাগ সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ০৩ আগস্ট ১৯৮৯ তারিখ তৎকালীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে পরিবেশ অধিদপ্তর নামকরণ করে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তর সমন্বয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি বৃদ্ধি পাওয়ায় জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার বিষয়টি উপলব্ধি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ২০১৮ সালে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় নামে এ মন্ত্রণালয় পুনর্গঠন করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি উপলব্ধি করে এর নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘ পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক 'চ্যাম্পিয়ানস অব দ্যা আর্থ' পুরস্কারে ভূষিত হন।

১.৩ ভিশন

টেকসই পরিবেশ ও বন উন্নয়ন।

১.৪ মিশন

প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা, গবেষণা, উদ্ভিদ জরিপ এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ ও বন নিশ্চিতকরণ।

১.৫ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বিজ্ঞানভিত্তিক ও লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিতকল্পে মোট বনভূমির পরিমাণ সম্প্রসারণ, বন ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও সনাক্তকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, পরিবেশ দূষণরোধ, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও টেকসই পরিবেশ উন্নয়নই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।

১.৬ কর্মপরিধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রুলস অব বিজনেস এর এলোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধি নিম্নরূপ:

- Environment and Ecology.
- Matters relating to environment pollution control.
- Conservation of forests and development of forest resources (Government and Private), forest inventory, grading and quality control of forest products.
- Afforestation and regeneration of forest extraction of forest produce.

- Plantation of exotic cinchona and rubber.
- Botanical gardens and Botanical surveys.
- Tree plantation.
- Planning Cell Preparation of schemes and coordination in respect of forest.
- Research and training in Forestry.
- Mechanised forestry operations.
- Protection of wild birds and animals and establishment of sanctuaries.
- Matters relating to marketing of forest produce.
- Administration of BCS (Forest) Cadre.
- Liaison with International Organizations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry.
- All laws on subjects allotted to this Ministry.
- Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this ministry.
- Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

১.৭ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন একজন মন্ত্রী এবং একজন উপমন্ত্রী। রুলস অব বিজনেস অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় উপমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব পালন করছেন। মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে রয়েছেন সচিব। তিনি মন্ত্রণালয়ের প্রিন্সিপাল এ্যাকাউন্টিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রণালয়ের ০৫টি অনুবিভাগ রয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো নিম্নরূপ:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো

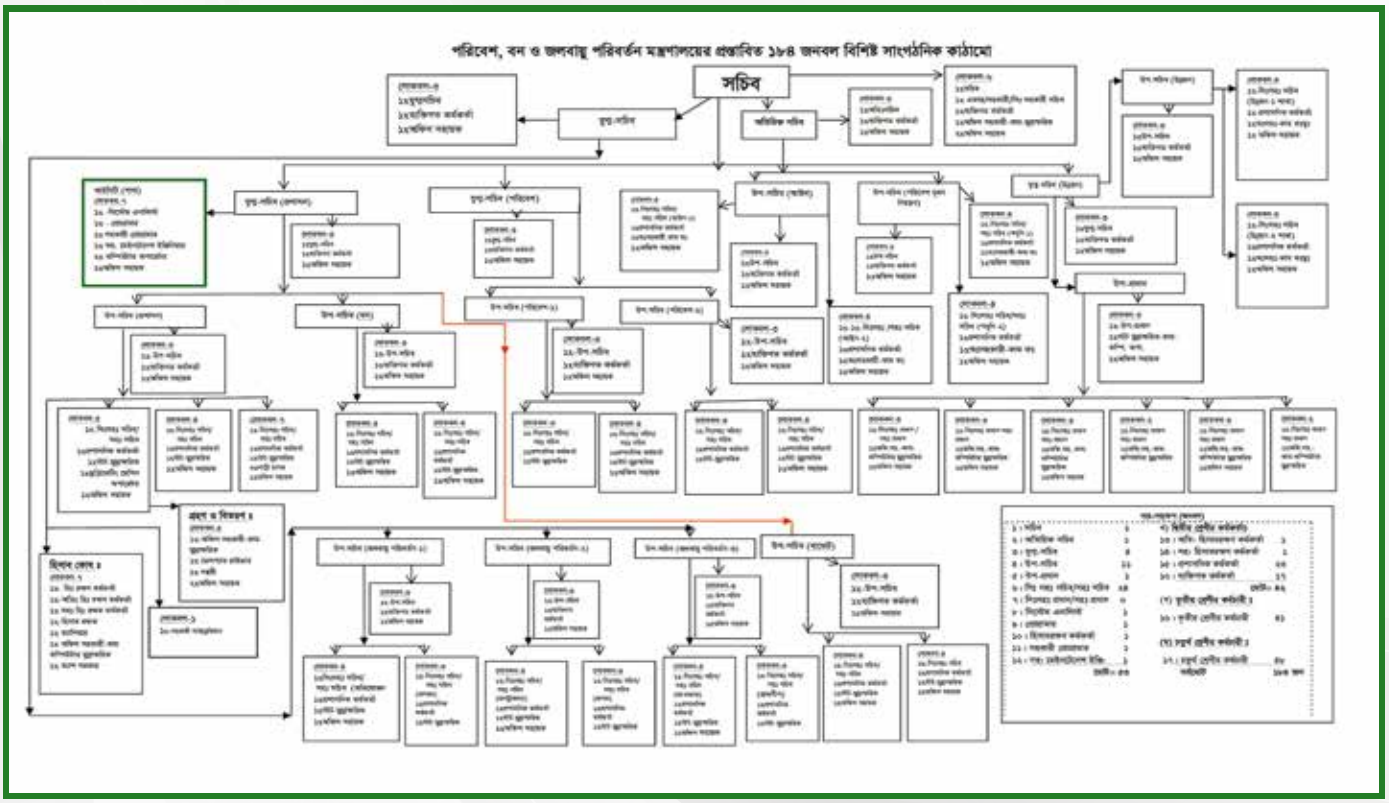

অনুমোদিত জনবল কাঠামো অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের মোট কর্মরত জনবল ও পদের বিবরণ নিম্নে ছকে দেখানো হলো :

ক্রমিক নম্বর	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূণ্যপদ
০১.	প্রথম শ্রেণি	৫৩	৩৭	১৬
০২.	দ্বিতীয় শ্রেণি	৪২	২৫	১৭
০৩.	তৃতীয় শ্রেণি	৪১	২৬	১৫
০৪.	চতুর্থ শ্রেণি	৪৮	৩৭	১১
	মোট =	**১৮৪**	**১২৫**	**৫৯**

চিত্র-১.২: স্কটল্যান্ডের গাসগোতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক COP 26 সম্মেলনে Bangladesh Pavillion-এ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন, মাননীয় উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদসদ্যগণ।

১.৮ বাজেট

মন্ত্রণালয়ের ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ নিম্নে ছকে উপস্থাপন করা হলো:

২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)			২০২১-২২ অর্থবছরের মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা)			২০২১-২২ অর্থবছরের অব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা)		
পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট	পরিচালন	উন্নয়ন	মোট
৬৭১,০৯.৩১	৫৫২,৬৯.০০	১২২৩,৭৮.৩১	৬৩৯,১০.০৪	৪৭১০১.৫৫৪	১১১,০১১.৫৯৪	৩১,৯৯.২৭	৮১৬৭.৪৪৬	১১,৩৬৬.৭১৬

১.৯ মানবসম্পদ উন্নয়ন/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

অভ্যন্তরীণ: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত মোট ৫২টি প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,২৮৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ অংশগ্রহণ করেন। এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইন-হাউজ ট্রেনিং, রিফ্রেসার্স ট্রেনিং, এনআইএস, এপিএ, উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কসপ আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বৈদেশিক: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১,২৮৭ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সেমিনার/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

১.১০ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ ০৭টি বিভাগ/দপ্তর রয়েছে যা নিম্নরূপ:

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিভাগ/দপ্তরসমূহ।

১.১১ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা দেশসমূহের মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কাজ করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরের ক্ষতিসমূহ এবং তা মোকাবিলায় সম্ভাব্য পন্থা আন্তর্জাতিক ফোরামে অর্থ্যাৎ United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) কর্তৃক আয়োজিত Conference of the Parties (COP) সম্মেলনে এ মন্ত্রণালয় যথাযথভাবে তুলে ধরেছে। উক্ত সম্মেলনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবরর্তন মন্ত্রণালয় ও এর আওতায়ধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের জলবায়ু বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। সেখানে বাংলাদেশের একটি Pavilion তৈরিসহ বাংলাদেশের জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন সাইট ইভেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয়ের অধীনে ইতোমধ্যে "বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট" প্রতিষ্টা করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তন নামে একটি অনুবিভাগ সৃজন করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রধানত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যাখ্যা ও স্বার্থ সংরক্ষণ, এ সংক্রান্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহ বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প অনুমোদন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা: জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্প্রতি Bangladesh Country Investment Plan প্রস্তুত করেছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন ইস্যুতে বাংলাদেশে বিনিয়োগের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে গৃহীত প্যারিস চুক্তির অধীনে UNFCC-তে বাংলাদেশ কর্তৃক বিগত ২৬ আগস্ট ২০২১ তারিখে Nationally Determined Contributions বা NDCS দাখিল করা হয়েছে। উক্ত updated NDCs অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে unconditionaly 6.73% এবং conditionaly (বৈদেশিক সহায়তা সাপেক্ষে) ১৫.১২% গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে।

National Adaptation Plan (NAP): জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক National Adaptation Plan (NAP) প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের অর্থায়নে ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা(NAP) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়। এই NAP প্রণয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে প্রাক প্রারম্ভিক কর্মশালা (Pre Inception workshop) ও প্রারম্ভিক কর্মশালা (Inception Workshop) আয়োজন এর পাশাপাশি সরকারি, বেসরকারি ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ সকল অংশীজনদের মাঝে Lmov NAP পেশ করা হয় এবং প্রতিটি Priority sector এর সাথে আলাদা আলাদাভাবে Sectoral Validation workshop করা হয়। মূল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারা দেশে জাতীয় পর্যায়ে, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩৫টির অধিক পরামর্শমূলক কর্মশালা, ১০০ টির অধিক দল ভিত্তিক আলোচনা ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাক্ষাৎকার আয়োজন করা হয়েছে। জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় (NAP) দেশে মোট ১৪ টি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্যোগ ও ১১ টি জলবায়ু সঙ্কটাপূর্ণ এলাকা (Climate Stress Area) চিহ্নিত করা হয়।

Nationally Determined Contribution (NDC): বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বিগত সেপ্টেম্বর ২০১৫-তে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়ন এবং হালনাগাদ (Update) করে আগস্ট ২০২১ মাসে UNFCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)-তে দাখিল করেছে। ৮টি বৈষয়িক খাতের ওপর দুর্যোগের ঝুঁকি এবং সামগ্রিকভাবে সম্পদ, অবকাঠামো, জীবিকা এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিরূপন করা হয়েছে। এ সকল ঝুঁকি নিরসনে সর্বমোট ১১৩ টি মধ্যমেয়াদী (২০৪১) ও দীর্ঘমেয়াদী (২০৫০) অভিযোজনের পদক্ষেপ প্রস্তাব করা হয়েছে যা আগামী ২০৫০ সাল নাগাদ (২৭ বছরে) বাস্তবায়ন করা হবে। আপডেটেড NDC-তে বিদ্যুৎ, জ্বালানী, শিল্প এবং পরিবহন খাত ছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস এন্ড প্রডাক্ট ইউজ (আইপিপিইউ), এগ্রিকালচার, ফরেস্ট্রি এ্যান্ড আদার ল্যান্ড ইউজ (AFOLU) এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেক্টর থেকে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2) এবং CO2 সমতুল্য গ্যাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। NDC-তে শর্তহীনভাবে অর্থ্যাৎ সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়ন ও সক্ষমতার ২০৩০ সাল নাগাদ ৬,৮৩% অর্থ্যাৎ ২৭.৫৬ মিলিয়ন টন CO2 গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে। শর্তযুক্তভাবে অর্থ্যাৎ আন্তর্জাতিক অর্থায়ন ও কারিগরি সহায়তা প্রাপ্তি সাপেক্ষে আরো ১৫.১২% অর্থ্যাৎ ৬১.৭ মিলিয়ন টন CO2 গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থ্যাৎ শর্তহীন ও শর্তযুক্তভাবে ২১.৮৫% অর্থ্যাৎ ৮৯.৩৬ মিলিয়ন টন CO2 গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সমন্বিত অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে Nationally Determined Contribution (NDC) প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং ২০০৯ সালে প্রণীত Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP) হালনাগাদ করা হচ্ছে।

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক কিছু জলাভূমি, নদী, উপকূলীয় এলাকা এবং সামুদ্রিক দ্বীপ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area-ECA/ইসিএ) ঘোষণা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে ২০০৯-২০১০ হতে অদ্যাবধি ০৯ টি জাতীয় উদ্যান, ১৮ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ০৩ টি ইকোপার্ক, ০১ টি উদ্ভিদ উদ্যান, ০২ টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া এবং ০২ টি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকাসহ মোট ৩৫ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে রক্ষিত এলাকার সংখ্যা মোট ৫১ টি।

শিল্প কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০২১ সাল পর্যন্ত ২২২০ টি শিল্প কারখানায় ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। সারা দেশে সিঙ্গেল ইউজ পাস্টিক ব্যবহার কমানো এবং এর বিকল্প ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

টেকসই পরিবেশ সৃষ্টিতে নতুন বনায়ন, বনভূমি সংরক্ষণ, সামাজিক বনায়ন বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০০৯-২০১০ হতে ২০২০-২০২১ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৯৫,২৬৫ হেক্টর ব্লক, ২৬,৪৫৩ সিডলিং কি.মি. স্ট্রিপ এবং ৬৮.১১৩ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান করা হয় এবং ১০ কোটি ৫৯ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপন করা হয়। ২০০৮-০৯ হতে ২০২০-২১ পর্যন্ত বিলুপ্তপ্রায় ১০৬ টি বনজ ও ২৪০ টি ঔষধি বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণ করা হয়েছে। নার্সারিতে আক্রমণকারী প্রধান ২৩ টি পোকামাকড় ও ১৭ টি রোগবালাই শনাক্তকরণ করা হয়েছে এবং তাদের দমন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। প্রচলিত আগর নিস্কাষন পদ্ধতি উন্নয়ন করে তেলের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে আগর তেলের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে।

GIS (Geographical Information System) প্রযুক্তির মাধ্যমে সংগৃহীত বৃক্ষ, বন ও বনজ সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে National Forest Inventory (NFI) রিপোর্টে প্রস্তুত করা হয়েছে। সমগ্র সুন্দরবনে সরকারি অর্থায়নে SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tools) পেট্রোলিং চলমান আছে। সুন্দরবন সংলগ্ন জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ৪৯ টি Village Tiger Response Team গঠন করা হয়েছে যারা বাঘ-মানুষ দন্ধ নিরসনে কাজ করছে।

Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP): জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার 'Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP) গ্রহণ করেছে, যা মূলত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো। অভিযোজন ত্বরান্বিতকরণ, প্রযুক্তি স্থানান্তর, শ্রম দক্ষতা এবং শিল্পের 'Future-Proofing'-এর মাধ্যমে জাস্ট ট্রানজিশন নিশ্চিতকরণ, সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি করা, সমন্বিত জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়ন ২১-শতকের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে মানব কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী, শক্তি, দক্ষতা এবং বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতের স্থিতিস্থাপকতা সর্বাধিক করা; এই ০৬ টি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে 'Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP)' বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিপথকে জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং তা থেকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনায় স্থিতিস্থাপকতা অর্জনের জন্য ২০৩০ সাল নাগাদ ৮০ বিলিয়ন ইউএস ডলার বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা থেকে এ বিনিয়োগ করা হবে। আশা করা হচ্ছে, এ বিনিয়োগ কার্যক্রমের ফলে পরবর্তী দশ বছরে প্রতিবছর জিডিপি (GDP)-তে অতিরিক্ত ৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্জন করা সম্ভব হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে জলবায় পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP) গ্রহণ করেছে, যা মূলত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি কৌশলগত বিনিয়োগ কাঠামো। Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP) বাংলাদেশের উন্নয়ন গতিপথকে জলবায়ু বিপদাপন্নতা থেকে জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতা এবং তা থেকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। Mujib Climate Prosperity Plan (MCCP) এর প্রধান লক্ষ্য হলো নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য বাংলাদেশ এবং এর জনগণের সমৃদ্ধির সুরক্ষিত করা :

১. অভিযোজন ত্বরান্তিকরণ;
২. প্রযুক্তি স্থানান্তর, শ্রম দক্ষতা এবং শিল্পের Future-Proofing-এর মাধ্যমে জাস্ট ট্রানজিশন নিশ্চিতকরণ;
৩. সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য রাজস্ব বৃদ্ধি করা;
৪. সমন্বিত জলবায়ু এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন;
৫. ২১-শতকের প্রযুক্তি ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে মানব কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং
৬. নবায়নযোগ্য জ্বালানী, শক্তি দক্ষতা এবং বিদ্যুৎ ও পরিবহন খাতের স্থিতিস্থাপকতা সর্বাধিক করা।

বর্তমানে খসড়া পরিকল্পনাটি বাংলা অনুবাদের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন হলে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় খসড়া পরিকল্পনাটি চূড়ান্তকরনের লক্ষ্যে ক্যাবিনেট-এ প্রেরণ করা হবে।

১.১২ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার নাম	প্রতিবেশের ধরন	অবস্থান	আয়তন (হেক্টর)	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার বছর
১.	সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্টের চতুর্দিকে ১০ কিমি বিস্তৃত এলাকা	উপকূলীয় এলাকা	সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, খুলনা, বরগুনা, পিরোজপুর	২৯২,৯২৬	১৯৯৯
২.	কক্সবাজার-টেকনাফ সমুদ্র সৈকত	উপকূলীয় এলাকা	কক্সবাজার	২০,৩৭৩	১৯৯৯
৩.	সেন্টমার্টিন দ্বীপ	কোরালসহ সামুদ্রিক দ্বীপ	টেকনাফ উপজেলা, কক্সবাজার	১,২১৪	১৯৯৯
৪.	সোনাদিয়া দ্বীপ কক্সবাজার	ম্যানগ্রোভ, খাড়ি ও বালিয়াড়িসহ উপকূলীয় দ্বীপ	কক্সবাজার	১০,২৯৮	১৯৯৯
৫.	হাকালুকি হাওর	হাওর এলাকা	সিলেট-মৌলভীবাজার	৪০,৪৬৬	১৯৯৯
৬.	টাংগুয়ার হাওর	হাওর এলাকা	তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা সুনামগঞ্জ	৯,৭২৭	১৯৯৯
৭.	মারজাত বাওড়	অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ	কালিগঞ্জ উপজেলা, ঝিনাইদহ চৌগাছা উপজেলা, যশোর	৩২৫	১৯৯৯
৮.	গুলশান-বারিধারা লেক	নগর-জলাভূমি	ঢাকা মহানগর	১০১	২০০১
৯.	বুড়িগঙ্গা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩৩৬	২০০৯
১০.	তুরাগ নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১১৮৪	২০০৯
১১.	বালু নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	১৩১৫	২০০৯
১২.	শীতলক্ষ্যা নদী	নদী	ঢাকা মহানগরের পাশে	৩৭৭১	২০০৯
১৩.	জাফলং-ডাউকি নদী	উভয় তীরে ৫০০ মিটার প্রস্থের এলাকাসহ নদী	সিলেট	১৪৯৩	২০১৫

১.১৩ বনায়ন কার্যক্রম

সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%। ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ম্যানগ্রোভসহ মোট প্রায় ১,৯৩,৪৫৩ হেক্টর বক, ২৮,৪৫৮ সিডলিং কি.মি. স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে এবং বিক্রয় বিতরণসহ সর্বমোট ১০,৮৬,০০,০০০ (দশ কোটি ছিয়াশি লক্ষ) চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বিক্রিত চারার সংখ্যা ২৭ লক্ষ ১২ হাজার। উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৮০,৪০৩ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের সৃজিত সর্বমোট বাগানের পরিমাণ ৩০০৭৫.০ হেক্টর ও ২০৯৮ সিডলিং কি.মি.। সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ২ হাজার ৩৩৯.২৮ হেক্টর বক/উডলট এবং ৭৬ হাজার ৬৫২.৭৬ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৬৫ জন। সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানসমূহ হতে এ যাবত মোট ৪৮ হাজার ২৯৭ হেক্টর বক/উডলট এবং ২১ হাজার ৫৫৭ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য মোট ১৪৬৫ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫২ হাজার ১৫৭ টাকা মাত্র। সামাজিক বনায়নের লব্ধ আয় হতে বিতরণকৃত লভ্যাংশের পরিমাণ ৪৪ কোটি ৯৯ লক্ষ ১০ হাজার টাকা।

১.১৪ ডিজিটাল প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার উন্নয়ন এবং বাস্তবায়নে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর সংস্থাগুলো নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং গহীত কার্যমক্রমগুলো নিম্নরূপ:

- মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রজ্ঞাপন, সভার বিজ্ঞপ্তি, অফিস আদেশ, আইন/বিধি/নীতিমালা জনগণের সুবিধার্থে প্রকাশ করা হচ্ছে।
- জনগণের সুবিধার্থে ''আপনার মতামত'' নামে একটি কর্ণার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যেখানে যে কেউ তার মতামত মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে পারে।
- "OFFICERÕS CORNER" নামে একটি কর্ণার মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে যেখানে যে কোন অফিসার তার কোন মিটিং এর বিষয়বস্তু বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণী সবাইকে ইমেইলে অবহিত করতে পারে।
- MoEFCC Connect নামে একটি অ্যাপ তৈরী করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা আছে। এর মাধ্যমে মোবাইলে সব নোটিশ, কর্মকর্তাদের তথ্য পাওয়া যায়। (www.moef.gov.bd)
- বর্তমানে পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন অনলাইনে লিংকে নেয়া হয় (http://ecc.doe.gov.bd/) এবং গবেষনাগারের নমুনা আবেদন অনলাইনে নেয়া হয়। (http://ecc.doe.gov.bd/elab/login/)
- উদ্ভিদের নমুনা সংরক্ষণের জন্য একটি অনলাইন ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। (http://plantsp-eflora.bnh.gov.bd)
- বন অধিদপ্তরের রেস্ট হাউজ বুকিং এর জন্য একটি অনলাইন সিস্টেম (http://booking.bdforesttour-ism.com/apps/f?p=104) এবং ফরেস্ট ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে (http://bfis.bforest.gov.bd/bfis/) ।
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর অধীনে সমস্ত প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্যের একটি পোর্টাল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়মিতভাবে (অনলাইন জুম মিটিং, ইমেইল, ই-নথি) ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে দাপ্তরিক কার্যক্রম সম্পাদন করছে।

১.১৫ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার সেবা সহজিকরণ ও ডিজিটালাইজেশনে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চতুর্থ শিল্প বিপবের সাথে ফল পাওয়ার নিমিত্ত এখন থেকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বিভিন্ন সভা, সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ডিজিটালাইজেশনে প্রযুক্তির সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিতে মন্ত্রণালয় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২		
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান
							১০০%	৮০%	৬০%
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদার করণ	২৯	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	০৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	০৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] ন্যূনতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	০৫	৩০/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	০৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	০৬	৮০%	৭০%	৬০%
			[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/ কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/ কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	০৪	০৪	০৩	০২
	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২১	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বক্স হালনাগাদকৃত	তারিখ	০৪	০৪	০৩	০২
				[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত	তারিখ	০২	০৪	০৩	০২
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্ম পরিকল্পনা বাস্ড়বায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	তারিখ	০৩	০৪	০৩	০২

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২		
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান
							১০০%	৮০%	৬০%
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০
				[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	০৩	৮০%	৭০%	৬০%
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	০৩	০৪	০৩	০২
				[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	০৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২
				[২.২.৫] দেশে/ বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	০৩	৩০/০৫/ ২০২২	৩০/০৬/২০২২	-

১.১৬ তথ্য অধিকার

সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত অর্থে অর্থ্যাৎ ট্যাক্সের টাকায় পরিচালিত হয় দেশ। কাজেই রাষ্ট্রযন্ত্রের কার্যক্রম অর্থ্যাৎ সেবা প্রদানের সকল দিক সম্পর্কে জনগণের জানার অধিকার রয়েছে। তথ্য অধিকার আইন মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, যা নিম্নরূপ:

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১০	[১.১] তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান	[১.১.১] নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানকৃত	%	১০	-	-	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
	১৫	[১.২] স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ	[১.১.১] হালনাগাদকৃত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	০৩	-	-	৩১-১২-২০২১	১০-০১-২০২২	২০-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২	-
		[১.৩] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ	[১.৩.১] বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত	তারিখ	০৩	-	-	১৫-১০-২০২১	১৫-১১-২০২১	১৫-১২-২০২১	-	-
		[১.৪] তথ্য অধিকার আইন,২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ তৈরি/ হালনাগাদকরণ	[১.৪.১] তথ্যের ক্যাটাগরি ও ক্যাটালগ প্রস্তুতকৃত/ হালনাগাদকৃত	তারিখ	০৩	-	-	৩১-১২-২০২১	১০-০১-২০২২	২০-০১-২০২২	৩১-০১-২০২২	-
		[১.৫] তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	[১.৫.১] প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন	কার্যক্রমের সংখ্যা	০৩	-	-	৩	২	১	-	-
		[১.৬] তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন	[১.৬.১]প্রশিক্ষণ আয়োজিত	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	০৩	-	-	৩	২	১	-	-

১.১৭ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় অভিযোগ প্রতিকারের জন্য অফলাইন ও অনলাইন উভয় ব্যবস্থা চালু রেখেছে। যে কেউ এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন এবং অনলাইনে অভিযোগ শুনানী ও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা নিম্নে ছকে প্রকাশ করা হলো :

অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১-২০২২

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা	০৫	[১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.১.১] অনিক ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য হালনাগাদকৃত এবং ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত	সংখ্যা	০৫	-	-	০৪	০৩	-	-	-
পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতাবৃদ্ধি	২০	[২.১] নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/ অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ড় মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ	[২.১.১] অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০৮	-	-	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%	-
		[২.২] কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.২.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	০৫	-	-	০৪	০৩	০২	০১	-
		[২.৩] ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[২.৩.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	০৩	-	-	০৪	০৩	০২	০১	-
		[২.৪] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা	[২.৪.১] সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	০৪	-	-	০২	০১		-	-

১.১৮ সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। জনগণের চাহিদা অনুযায়ী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নিয়মিত সিটিজেন'স চার্টার হালনাগাদ করা হয়।

এ মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ নিম্নে ছকে উপস্থাপন করা হলো:

কার্যক্রমের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২				
								অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩
প্রাতিষ্ঠানিক	১০	[১.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পরিবীক্ষণ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	[১.১.১] সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০৫	-	-	১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	-
		[১.২] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ	[১.২.১] ওয়েবসাইটে প্রতি ত্রৈমাসিকে হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	০৫	-	-	০৪	০৩		-	-
সক্ষমতা অর্জন ও পরিবীক্ষণ	১৫	[২.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	[২.১.১] প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	১০	-	-	০৪	০৩	০২	০১	-
		[২.২] সেবা প্রদান বিষয়ে স্টেকহোল্ডারগণের সমন্বয়ে অবহিতকরণ সভা আয়োজন	[২.২.১] অবহিতকরণ সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	০৫	-	-	০২	০১	-	-	-

১.১৯ গবেষণা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিএফআরআই এর কারিগরি কমিটির সুপারিশ ও উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে রাজস্ব বাজেটাধীনে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৩টি গবেষণা স্টাডি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্থবছরের ১৩টি গবেষণা স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুন ২৪টি গবেষণা স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম: বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে এপিএ-এর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ইকোসিস্টেম যেমন: চর হিজলা, বরিশাল; চর আলোকজান্ডার, রামগতি, লক্ষিপুর; কাদিগড় ন্যাশনাল পার্ক, ময়মনসিংহ; রাতারগুল জল-জঙ্গল, সিলেট; নিঝুমদ্বীপ উপকূলীয় অঞ্চল, নোয়াখালী; মনপুরা, চর কুকড়ী-মুকড়ী; চর পাতিলা, ঢাল চর, ভোলা; সোনার চর, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী; বাশঁখালী উপকূলীয় অঞ্চল, চট্টগ্রাম এবং সোনাদিয়া দ্বীপ, মাতারবাড়ী, কক্সবাজার হতে পৃথকভাবে উদ্ভিদ জরিপ তথা সিস্টেমেটিক ফ্লোরিস্টিক সার্ভের মাধ্যমে ১৮০৬ টি উদ্ভিদ নমুনা তথ্য ও ছবিসহ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ (তিন) টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুন হিসাবে আবিষ্কার করেছেন। নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতি গুলো হলো:

Mackaya neesiana, Cissampolos glaberrima এবং Euonymus laxiflorushviv যথাক্রমে, Acantinaceae, Menisper-maceae Ges Celastraceae পরিবারভূক্ত। ট্যাক্সোনমিক গবেষণায় মাধ্যমে ০১ হাজার ৩৯৮টি উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণসহ ১০ হাজার ৪৪টি হরিবেরিয়াম শীটে লেবেল এবং অ্যাক্সেশন নম্বরযুক্ত করে হারবেরিয়াম কাপবোর্ড-এ সংরক্ষণ করা হয়েছে। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসমৃদ্ধ এসকল নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' এর ৮ নম্বর সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয় যেখানে হারবেরিয়াম কর্তৃক আবিষ্কৃত ৩টি বুদ্ভিদ প্রজাতি এবং দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক, মৌলভীবাজার জেলার মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক এবং সিলেট জেলার খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্কের উদ্ভিদরাজির উপর ৪(চার)টি রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র-১.৩: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিনের উপস্থিতিতে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সাচিব ড. ফারহিনা আহমেদ ও মন্ত্রণালয়ের অদীনস্থ দপ্তর-সংস্থাসমূহের প্রধানগণের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার এ সময় উপস্থিত ছিলেন (বুধবার, ২৯ জুন ২০২২)।

১.২০ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি বিবরণ:

ক্রঃ	অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	মোট বরাদ্দ জিওবি প্রকল্প সাহায্য	জুন, ২০২২ পর্যন্ত অগ্রগতি (বরাদ্দের %)	
				অবমুক্তি	ব্যয়
১.	বন অধিদপ্তর	২২টি	৪২২৫৭.০০ ১৭৩৩৬.০০ ২৪৯২১.০০	মোট: ৩৮৬৯১.৩২ (৯১.৫৬%) জিওবি: ১৭১৪৯.৮০ (৯৮.৯৩%) প্র.সা: ২১৫৪১.৫২ (৮৬.৪৪%)	মোট: ৩৭৫৬২.৩৬০ (৮৮.৮৯%) জিওবি: ১৬০২০.৯৩২ (৯২.৪১%) প্র.সা: ২১৫৪১.৪২৮ (৮৬.৪৪%)
২.	পরিবেশ অধিদপ্তর	১২টি	৯৫৫৯.০০ ১২৪৩.০০ ৮৩১৬.০০	মোট: ৮৩৪৪.৭৭ (৮৭.৩০%) জিওবি: ১২৪৩.০০ (১০০%) প্র.সা: ৭১০১.৭৭ (৮৫.৪০%)	মোট: ৬৬৯৩.১২ (৭০.০২%) জিওবি: ১০৭৯.২৩ (৮৬.৮২%) প্র.সা: ৫৬১৩.৮৯ (৬৭.৫১%)
৩.	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	২টি	৩৫৯.০০ ৩৫৯.০০ ০০.০০	মোট: ২২৭.৪৩ (৬৩.৩৫%) জিওবি: ২২৭.৪৩ (৬৩.৩৫%) প্র.সা: ০০.০০ (০০.০০%)	মোট: ২১৭.০৪ (৬০.৪৫%) জিওবি: ২১৭.০৪ (৬০.৪৫%) প্র.সা: ০০.০০ (০০.০০%)
৪.	বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম	১টি	৮৯.০০ ৮৯.০০ ০০.০০	মোট: ৬৬.৭৫ (৭৫%) জিওবি: ৬৬.৭৫ (৭৫%) প্র.সা: ০০.০০ (০০.০০%)	মোট: ৬৪.০২ (৭২%) জিওবি: ৬৪.০২ (৭২%) প্র.সা: ০০.০০ (০০.০০%)
৫.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১টি	১৮৫.৯২ ০০.০০ ১৮৫.৯২	মোট: ১৮৫.৯২ জিওবি: ০০.০০ প্র.সা: ১৮৫.৯২	মোট: ১৮৫.৯২ জিওবি: ০০.০০ প্র.সা: ১৮৫.৯২
	সর্বমোট	**৩৮টি**	**৫২৪৪৯.০০ ১৯০২৭.০০ ৩৩৪২২.৯২**	**৪৭৫১৬.১৯ (৯০.৫৬%) ১৮৬৮৬.৯৮ (৯৮.২১%) ২৮৮২৯.২১ (৮৬.২৬)**	**৪৪৭২২.৪৬ (৮৫.২৭%) ১৭৩৮১.২২ (৯১.৩৫%) ২৭৩৪১.২৪ (৮১.৮০%)**

১.২১ শুদ্ধাচার কৌশল

মন্ত্রণালয়ের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২১-২০২২ সংযোজনী ৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের নাম: **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়**

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
১. প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা.....													
১.১ নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	৪	সংখ্যা	ফোকাল পয়েন্ট	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
১.২ নৈতিকতা কমিটির সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	৬	%	সংস্থা/ সংশ্লিষ্ট শাখা	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%			
						অর্জন							
১.৩ সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের (stakeholders) অংশগ্রহণে সভা	অনুষ্ঠিত সভা	২	সংখ্যা	সংস্থা	২	লক্ষ্যমাত্রা	-	১	-	১			
						অর্জন							
১.৪ শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণ আয়োজিত	২	সংখ্যা	উপসচিব প্রশাসন-২	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
১.৫ কর্ম-পরিবেশ উন্নয়ন (স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ/টিওএন্ডইভুক্ত অকেজো মালামাল বিনষ্টকরণ/পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি)	উন্নত কর্ম-পরিবেশ	২	সংখ্যা ও তারিখ	উপসচিব প্রশাসন৩	৩	লক্ষ্যমাত্রা	৩০/০৯/২১	৩০/১২/২১	৩১/০৩/২২	৩০/০৬/২২			
						অর্জন							
১.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২১-২২ ও ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল ও স্ব স্ব ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ	কর্মপরিকল্পনা ও ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত ও আপলোডকৃত	১	তারিখ	প্রশাসন-২ শাখা ও আইসিটি	০৭/০৬/২১ ১৫/১০/২১ ১৫/০১/২২ ১৫/০৪/২২	লক্ষ্যমাত্রা	০৭/০৬/২১	১৫/১০/২১	১৫/০১/২২	১৫/০৪/২২			
						অর্জন							
১.৭ আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ফিডব্যাক প্রদান	ফিডব্যাক সভা/কর্মশালা অনুষ্ঠিত	৪	তারিখ	প্রশাসন-২ শাখা	২৬/০৬/২১ ৩০/১০/২১ ৩১/০১/২২ ৩০/০৪/২২	লক্ষ্যমাত্রা	২৬/০৬/২১	৩০/১০/২১	৩১/০১/২২	৩০/০৪/২২			
						অর্জন							
১.৮ শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান এবং পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ	প্রদত্ত পুরস্কার	১	তারিখ	ফোকাল পয়েন্ট	৩০/০৬/২২	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০/০৬/২২			
						অর্জন							

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২১-২০২২							মন্তব্য
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার	৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	অর্জিত মান	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
২.১ ২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয়-পরিকল্পনা (প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাসহ) ওয়েবসাইটে প্রকাশ	ক্রয়-পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	২	তারিখ	প্রশাসন-৩ ও উন্নয়ন শাখা	৩১/০৭/২১	লক্ষ্যমাত্রা	৩১/০৭/২১	-	-	-			
						অর্জন							
২.২ প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	২	সংখ্যা	উন্নয়ন অনুবিভাগ	৭০	লক্ষ্যমাত্রা	১৬	২১	১৫	১৮			
						অর্জন							
২.৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	২	%	উন্নয়ন অনুবিভাগ	১০০%	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	২০%	৩০%	৪০%			
						অর্জন							
২.৪ প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	২	তারিখ	প্রকল্প পরিচালক		লক্ষ্যমাত্রা				৩০/০৬/২২			
						অর্জন							
৩. শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম..... (অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ন্যূনতম পাঁচটি কার্যক্রম)													
৩.১ ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানকে প্লাস্টিক বর্জ্য মুক্তকরণ	প্লাস্টিক বর্জ্যমুক্ত উদ্যান	৪	সংখ্যা	উপসচিব প্রশাসন শাখা-১	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
৩.২ সুন্দরবনের খুলনা রেঞ্জ নিয়ন্ত্রণাধীন বনাঞ্চলের বৃক্ষ নিধন প্রতিরোধে ড্রোন ব্যবহার	মনিটরকৃত বনের পরিমাণ	৪	হেক্টর	উপসচিব প্রশাসন শাখা-৩	২০ হাজার হেক্টর	লক্ষ্যমাত্রা	৫ হাজার	৫ হাজার	৫ হাজার	৫ হাজার			
						অর্জন							
৩.৩ পরিবেশ ছাড়পত্র প্রক্রিয়া নিরীক্ষাকরণ	পরিচালিত নিরীক্ষা	৪	সংখ্যা	উপসচিব প্রশাসন শাখা-১	৮	লক্ষ্যমাত্রা	২	২	২	২			
						অর্জন							
৩.৪ জেনারেটর সৃষ্ট শব্দ দূষণ রোধে অভিযান পরিচালনা	পরিচালিত অভিযান	৪	সংখ্যা	উপসচিব প্রশাসন শাখা-১	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							
৩.৫ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের বিশেষায়িত বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়	অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপ	৪	সংখ্যা	উপসচিব প্রশাসন শাখা-১	৪	লক্ষ্যমাত্রা	১	১	১	১			
						অর্জন							

১.২২ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর মধ্যে ২০২১ সালের জুলাই মাসের ১৮ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে উল্লিখিত কার্যক্রমগুলো নিম্নরূপ:

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[১] পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ	২১	[১.১] দূষণ রোধে উন্নত প্রযুক্তির প্রচলন ও ব্যবহার	[১.১.১] শিল্প কারখানায় ETP কার্যকরণ	সমষ্টি	%	৩	৮১.০২	৮২	৮৩	৮২.৭৫	৮২.৫০	৮২.২৫	৮২	৮৪	৮৫
			[১.১.২] শিল্প-কারখানার তরল বর্জ্যের পুনঃ নির্গমন পরিকল্পনা অনুমোদন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৬১	৬০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬৫	৭০
		[১.২] বায়ুর গুণগতমান পরিবীক্ষণ	[১.২.১] ঢাকাসহ বড় বড় শহরের বায়ুর মান পরিমাপ	গড়	দিনের %	১	৭০.১৬	৭০	৭০	৬৭	৬৫	৬৩	৬১	৭০	৭০
		[১.৩] পরিবেশ দূষণকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের অভিযান/ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি	[১.৩.১] ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান/ মোবাইল কোর্ট	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৯০	২০০	২০০	১৯০	১৮০	১৭০	১৬০	২১০	২২০
			[১.৩.২] অবৈধ ইটভাটা বন্ধ	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৬১	৫০০	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬৫	৭০
			[১.৩.৩] উন্নত প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপনে উদ্যোক্তাকরণ কর্মশালা আয়োজন	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২৪২	২০	২০	১৮	১৬	১৪	১২	২৫	৩০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন* ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[১.৪] ওজোন স্তর রক্ষা কার্যক্রম	[১.৪.১] ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার হ্রাসকরণ	সমষ্টি	ODP in Ton	২	৪৮.১২	৪৭.২০	৪৭.২০	৪৯	৫০	৫১	৫২	৪৭.২০	৪৭.২০
		[১.৫] ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুণগত মান পর্যবেক্ষণ	[১.৫.১] ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানির গুণগত মান পরীক্ষার সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২০৭৯	২০০০	২০০০	১৯৫০	১৯০০	১৮৫০	১৮০০	২০৫০	২১০০
		[১.৬] প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) ব্যবস্থাপনা	[১.৬.১] প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পৃষ্টীত সংরক্ষণ কার্যক্রম	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৫	৫	৩				২	৩	৩
		[১.৭] সমুদ্রের পানির এসিডিফিকেশন পর্যবেক্ষণ	[১.৭.১] সমুদ্রের পানির pH পরীক্ষা কার্যক্রম	সমষ্টি	সংখ্যা	২	৬০	৪০	৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	৪০	৪৫
		[১.৮] দূষণ রোধকল্পে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	[১.৮.১] জাতীয় প্রিন্ট এবং ইলিকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার এবং/অথবা সভা/ সমাবেশ/ কর্মশালা	সমষ্টি	সংখ্যা	২	১৭৪৭		৯৫০	৯২৫	৯০০	৮৭৫	৮৫০	৯৭৫	১০০০
		[১.৯] অবেদনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান	[১.৯.১] ছাড়পত্রের নিষ্পত্তির হার	গড়	%	২	৬২.২৯	৭৫	৮০	৭৭	৭৫	৭২	৭০	৮০	৮০
		[১.১০] অবেদনের প্রেক্ষিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের গবেষণাগারে বিভিন্ন নমুনা পরীক্ষা	[১.১০.১] সেবা গ্রহণকারী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান/ উদ্যোক্তার সংখ্যা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	৫৮১২	৫০০০	৫০০০	৪৯০০	৪৮০০	৪৭০০	৪৬০০	৫২০০	৫৪০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন* ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[২] বন সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থার উন্নয়ন	১৯	[২.১] বনায়ন কার্যক্রম	[২.১.১] বনায়নকৃত এলাকা (ব্লক)	সমষ্টি	হেক্টর	২	১২৩৯১	৭৫০০	৫২০০	৪৬৮০	৪১৬০	৩৬৪০	৩১২০	৫৪০০	৬০০০
			[২.১.২] বনায়নকৃত এলাকা (স্ট্রীপ)	সমষ্টি	কিমি	২	১৬২১	১৩৪০	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	১১০০	১২০০
		[২.২] অবক্ষয়প্রাপ্ত বন/ভূমি উদ্ধার	[২.২.১] উদ্ধারকৃত বন/ জমির পরিমান	সমষ্টি	হেক্টর	২	১০২৫	৮৫০	৫৫০	৪৯৫	৪৪০	৩৮৫	৩৩০	৬৫০	৭০০
		[২.৩] মুক্তির বর্ষ উপলক্ষ্যে সারাদেশ ব্যাপী চারা বিতরণ	[২.৩.১] বিতরণকৃত চারার সংখ্যা	সমষ্টি	লক্ষ	৩	১০০	১০০	২৩	২৩.৭০	২৮.৪০	২৬.২০	২৩.৮০	২৪	২৫
		[২.৪] এসিস্টেড ন্যাচারাল রিজেনারেশন এনরিচমেন্ট প্লান্টেশন	[২.৪.১] বনায়নকৃত এলাকা	সমষ্টি	হেক্টর	১	২৫৭৮	১২০০	২৩০০	২০৭০	১৮৪০	১৬১০	১৩৮০	১৪০০	১৫০০
		[২.৫] রক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণ	[২.৫.১] সম্প্রসারিত এলাকার পরিমান	সমষ্টি	হাজার হেক্টর	১	৩.৪২৭	৫	৫	৪.৫	৪.০	৩.৫	৩.০	৫.৫	৬
		[২.৬] রক্ষিত এলাকাসমূহের স্মার্ট পেট্রোলিং	[২.৬.১] স্মার্ট পেট্রোলিং এর পরিমান	সমষ্টি	কিমি	২	৭৬৫১৯	৬০০০০	৬৫০০০	৫৮৫০০	৫২০০০	৪৫৫০০	৩৯০০০	৬৮০০০	৭০০০০
		[২.৭] উপকূলীয় এলাকা বনায়ন	[২.৭.১] বনায়নকৃত এলাকা	সমষ্টি	হেক্টর	২	১৩০৭৭	৫৭৮৫	৬৫০০	৫৮৫০	৫২০০	৪৫৫০	৩৯০০	৬৭০০	৬৮০০
		[২.৮] সামাজিক বনায়ন কার্যক্রম	[২.৮.১] পুনঃবনায়ণ (ব্লক)	সমষ্টি	হেক্টর	২	১২৫৯	১৪০০	১০০০	৯০০	৮০০	৭০০	৬০০	১১০০	১২০০
			[২.৮.২] পুনঃবনায়ণ (স্ট্রীপ)	সমষ্টি	কিমি	২	৩৯১.৫০	৩০০	৪২০	৩৭৮	৩৩৬	২৯৪	২৫২	৪৫০	৫০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন* ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৩] বন ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা	১০	[৩.১] বাঁশের ব্যাপক বংশ বিস্তার ও মড়িরা বাইবের পরীক্ষামূলক বাগান সৃজন	[৩.১.১] বাগান সৃজন	ক্রমপুঞ্জিভূত	হেক্টর	২			২.৮৮	২.৫০	২.৩০	২.০০	১.৫		
		[৩.২] টিস্যু কালচার কৌশল এর মাধ্যমে বাঁশের চারা উৎপাদন	[৩.২.১] উৎপাদিত টিস্যু কালচারজাত চারা	সমষ্টি	সংখ্যা	১	২০০০	২২০০	২৫০০	২০০০	১৮০০	১৬০০	১৪০০		
		[৩.৩] গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ ও বাঁশ হতে নতুন বোর্ড তৈরি করা, আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির বিষয়ে গবেষণা	[৩.৩.১] কাঠ ও বাঁশ হতে তৈরিকৃত নতুন বোর্ড	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	১২		১০	৭	৬	৫	৪	১২	
			[৩.৩.২] কাঠ ও বাঁশ প্রজাতির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির বিষয়ে পরীক্ষণ	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	৬		৩	৩	২	২	১	৩	
		[৩.৪] ভেষজ উদ্ভিদের চারা উত্তোলন এবং বাগান সৃজন	[৩.৪.১] সৃজিত বাগান	ক্রমপুঞ্জিভূত	হেক্টর	১	২.৭০	১	১.২	০.৯০	০.৮০	০.৭০	০.৬০	১.৩	
		[৩.৫] ঔষধি উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার উপর গবেষণা	[৩.৫.১] জার্মপ্লাজম এর জন্য সংরক্ষিত/ সংগৃহীত ঔষধি উদ্ভিদ প্রজাতি	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১২	৮	৮	৭	৬	৫	৪	১০	
		[৩.৬] দেশে বিদ্যমান সকল উদ্ভিদ প্রজাতি সমূহের ফুল, ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত নমুনা সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াজাত করণ	[৩.৬.১] সংগৃহীত এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত উদ্ভিদ নমুনা	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	১৫১৮	১৪৫০	১৪০০	১৩০০	১২০০	১১০০	১০০০	১৪০০	১৪০০

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন* ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২ অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
		[৩.৭] যথাযথ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ নমুনা হারবেরিয়াম শীটে সংরক্ষণ	[৩.৭.১] লেবেল ও অ্যাক্সেশন নম্বর প্রদানকৃত উদ্ভিদ	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	১২০৬৭	১৫০০	১৪০০	১৩০০	১২০০	১১০০	১০০০	১৪০০	১৪০০
		[৩.৮] ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে সংগৃহীত নমুনার সনাক্ত ও শ্রেণিবিন্যাস করা	[৩.৮.১] সনাক্তকৃত ও শ্রেণিবিন্যাসকৃত উদ্ভিদ নমুনার সংখ্যা	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	১	১০৪০	১০০০	১২০০	১১০০	১০০০	৯০০	৮০০	১২০০	১২০০
[৪] বন শিল্প সম্প্রসারণ ও উৎপাদন	১০	[৪.১] রাবার গাছের নার্সারী সৃজন ও পুনঃবাগান সৃজন	[৪.১.১] বাগান সৃজন	সমষ্টি	একর	২	৬১৮	৬৫০	৬৫০	৫৮০	৫০০	৪৫০	৪০০	৬৫০	
			[৪.১.২] নার্সারী সৃজন	সমষ্টি	একর	২	৭.০	৭	৭.০	৬.০	৫.৫	৪.৫	৪	৭.০	
			[৪.১.৩] জীবন চক্র হারানো রাবার গাছ অপসারণ	সমষ্টি	সংখ্যা	১	১৬৫৪৪	১৭০০০	১৭০০০	১৫০০০	১৩৫০০	১১৫০০	১০০০০	১৭৫০০	
		[৪.২] রাবার উৎপাদন	[৪.২.১] ল্যাটেক্স সংগ্রহ	সমষ্টি	হাজার মেঃটন	২	২২.৩১	২২.২০	২১.২০	১৯.০০	১৭.০০	১৫.০০	১৩.০০	২১.০০	২২.৫২
		[৪.৩] উৎপাদিত রাবার শীট বিক্রয় ও রপ্তানি	[৪.৩.১] বিক্রি/ রপ্তানির পরিমাণ	সমষ্টি	মেঃটন	২	৫০৫১	৫১০০	৫১০০	৪৯০০	৪৭০০	৪৫০০	৪২০০	৫১০০	
		[৪.৪] আসবাব পত্র তৈরি করণ ও বিক্রয়	[৪.৪.১] আসবাবপত্র বিক্রয়	সমষ্টি	হাজার বর্গফুট	১	৪২১	৪২০	৪২০	৩৭৮	৩৩৬	২৯৪	২৫২	৪৫০	

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০১৯-২০	প্রকৃত অর্জন* ২০২০-২১	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২					প্রক্ষেপণ ২০২২-২০২৩	প্রক্ষেপণ ২০২৩-২০২৪
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ															
[৫] পরিবেশ,বন ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি	১০	[৫.১] এল ডি সি গ্রাজুয়েশন বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের কৌশল	[৫.১.১] অংশীজন সভা	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২			৫	৪	৩	২	১	৫	৫
		[৫.২] বৃক্ষরোপন ও সামাজিক বনায়নে স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্তকরণ	[৫.২.১] মত বিনিময় সভা	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২			৫	৪	৩	২	১	৫	৫
		[৫.৩] শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে গণপরিবহন সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	[৫.৩.১] মত বিনিময় সভা	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২			৫	৪	৩	২	১	৫	৫
		[৫.৪] পরিবেশ সম্পৃক্ত আইন বাস্তবায়নে প্রয়োগকারী সংস্থা, আইনজীবী ও সুবিধাভোগীদের ভূমিকা	[৫.৪.১] পর্যালোচনা সভা	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২			৫	৪	৩	২	১	৫	৫
		[৫.৫] উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন জনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা	[৫.৫.১] অভিজ্ঞতা বিনিময়	ক্রমপুঞ্জিভূত	সংখ্যা	২			৫	৪	৩	২	১	৫	৫

পরিবেশ অধিদপ্তর

২.১ পটভূমি

সভ্যতার ক্রমবিকাশে শিল্প বিপ্লবের ফলে একদিকে মানুষের জীবনযাত্রার মান যেমন বেড়েছে, ঠিক তেমনি অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ডের দরুন পৃথিবীর নির্মল পরিবেশের শিরা উপশিরায় বিষাক্ত পদার্থের অনুপ্রবেশ ঘটে পৃথিবীর পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর মারাত্মক হুমকির সৃষ্টি করছে। পরিবেশ দূষণের বিষয়টি বহুকাল পূর্ব থেকেই বিভিন্ন গবেষক ও বিজ্ঞানীগণ নিজ নিজ গবেষণা ও লিখনির মাধ্যমে তুলে ধরলেও দূষণ নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ শুরু হয় ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের উদ্যোগে সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত United Nations Conference on the Human Environment এর মাধ্যমে। এ সম্মেলনের সবচেয়ে বড় সাফল্য হলো পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের যাত্রা শুরু এবং United Nations Environment Program (UNEP) এর সৃষ্টি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই বাংলাদেশেও পরিবেশ এবং প্রকৃতি সংরক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়। পরিবেশের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান Water Pollution Control Ordinance, ১৯৭৩ জারির মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে পরিবেশ সংরক্ষণ কার্যক্রমের সূচনা করেন। পরবর্তীতে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পের অনুবৃত্তিক্রমে ১৯৮৫ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর গঠন করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় সরকার ১৯৮৯ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (বর্তমানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়) নামে পৃথক একটি মন্ত্রণালয় গঠন করে এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নাম পরিবর্তন করে পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর উক্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো বিভাগীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল এবং জনবল ছিল মাত্র ১৭৩ জন। পরবর্তী দীর্ঘ সময় পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তরের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ না হলেও ২০০৯ সাল হতে অধিদপ্তর সম্প্রসারণ ও অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে জোরদার করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন ১৪টি বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর/গবেষণাগার কার্যালয় ও ৫০টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশের উন্নয়নে কাজ করছে।

২.২ ভিশন

২০৪১ সালের মধ্যে বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য দূষণমুক্ত বাসযোগ্য একটি সুস্থ, সুন্দর, টেকসই ও পরিবেশসম্মত বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

২.৩ মিশন

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, টেকসই পরিবেশবান্ধব অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করা, পরিবেশ সংক্রান্ত আইন-কানুন ও বিধি-বিধান যথাযথ প্রয়োগ, পরিবেশ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ সুশাসন নিশ্চিত করা।

২.৪ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন;
- সকল প্রকার দূষণ ও অবক্ষয়মূলক কর্মকান্ড শনাক্তকরণ ও নিয়ন্ত্রণ;
- সকল ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ;
- সকল প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই, দীর্ঘমেয়াদি ও পরিবেশসম্মত ব্যবহারের নিশ্চয়তা বিধান;
- পরিবেশ সংক্রান্ত সকল আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগের সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবিলায় অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

২.৫ অঙ্গীকার

- দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত মান উন্নয়নের স্বার্থে পরিবেশ আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগ করা;
- নাগরিকদের সহজ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সদা সচেষ্ট থাকা;
- নাগরিক প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেওয়া;
- নাগরিকদের প্রতি সততা, শুদ্ধতা এবং স্বচ্ছতার সাথে দায়িত্ব পালন করা;
- আরোপিত দায়িত্ব পালনে বিভিন্ন নাগরিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা;
- নিজেদের কার্যক্রমকে সর্বদা মূল্যায়ন ও মনিটরিং করা;
- সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে নাগরিকগণের প্রতি সর্বোচ্চ সেবা প্রদান করা;
- সকল নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, জেন্ডার, প্রতিবন্ধী, বয়স, ইত্যাদি নির্বিশেষে সমমর্যাদা প্রদান করা।

২.৬ পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যাবলি

২.৬.১ পরিবেশ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো

- শিল্প প্রতিষ্ঠানের দূষণ জরিপ, দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধ/বাধ্য করা এবং প্রয়োজন অনুসারে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন এবং বিধি লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা ও পরিবেশ আদালতে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পরিবেশ দূষণকারীদের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ ধার্যপূর্বক আদায় করা ;
- নতুন স্থাপিতব্য বা বিদ্যমান শিল্প কারখানার/প্রকল্পের আবেদনের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন;
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে গৃহীত উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ (ইআইএ) প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন এবং ইআইএ সম্পন্ন করার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণ এবং তা তদন্তের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা, নির্বিচারে পাহাড় কর্তন রোধ, যানবাহন জরিপ এবং দূষণকারী যানবাহনের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা;
- বায়ু ও পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ, গবেষণাগারে বায়ু, পানি ও তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণ;
- দেশের বিভিন্ন এলাকার পুকুর, টিউবওয়েল ও খাবার পানির গুণগতমান নির্ণয়ের জন্য নিয়মিত নমুনা সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ডাটা সংরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রেরণ;
- পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন, চুক্তি ও প্রোটোকলের দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাধ্যবাধকতা প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- দেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং জীবনিরাপত্তার ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ;
- বিষাক্ত এবং বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের আমদানি, পরিবহন, ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ওজোন স্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যসামগ্রী নিয়ন্ত্রণ;
- পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় জনগণের অংশগ্রহণে টেকসই জীববৈচিত্র্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ;
- পরিবেশ বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং পরিবেশ বিষয়ক তথ্য সকলের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা এবং পরিবেশ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন;
- সময় সময়ে পরিবেশগত অবস্থানচিত্র প্রণয়ন (State of Environment Report) ও বিতরণ;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক/সাংস্কৃতিক/অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর সাথে অংশীদারিত্ব মূলক কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা;
- পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিভিন্ন প্রকল্প এবং গবেষণা কর্ম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন ও বাজারজাতকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প/উদ্যোগ পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন পূর্বক পরিবেশগত মতামত প্রদান;
- পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সক্ষমতা তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, ইত্যাদি আয়োজন ;
- দেশের প্রায় সকল মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্থ দপ্তরসসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন।

২.৭ পরিবেশ অধিদপ্তরের ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী

২.৭.১ বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন, বিধিমালা, নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণে পরিবেশ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে নিম্নরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে:

- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ জারি করা হয়েছে;
- বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা ২০২২ এর অনুকূলে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে, যা গেজেট নোটিফিকেশন আকারে প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে;
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ কে অধিকতর যুগোপযোগী করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২২ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে;

- এছাড়াও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫; পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০; চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮; বিপদজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

২.৭.২ বিভিন্ন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ

ক. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদিত জনবল ১১৩৩ জন (কাজ নেই মজুরী নেই পদ ১৫ টি)। কর্মরত জনবল ৫৮০ জন এবং শূন্য পদ ৫৫৩ জন।

পদের বিবরণ	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	মোট
অনুমোদিত	২৭৪ টি	২০১ টি	৪২৮ টি	২৩০ টি	১১৩৩ টি
কর্মরত	২২৩	৬৪	২০৪	৮৯	৫৮০
শূণ্য পদ	৫১	১৩৭	২২৪	১৪১	৫৫৩

খ. পরিবেশ অধিদপ্তরের মাঠ কার্যালয়

পরিবেশ অধিদপ্তর বর্তমানে সদর দপ্তরসহ ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা গবেষণাগার, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম গবেষণাগার, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় কার্যালয় এবং ২০২১-২০২২ সালে ১৬ টি নবসৃষ্ট জেলা কার্যালয় (সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, খুলনা, সিলেট, নাটোর, জয়পুরহাট, নড়াইল, লক্ষীপুর, নীলফামারী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ঝিনাইদহ, বগুড়া, বরিশাল, শরীয়তপুর) সহ মোট ৫০ টি জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে সারা দেশে পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে এবং অবশিষ্ট ১৪ টি জেলায় কার্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ. পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বিগত ০৪/০৮/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিবেশ কমিটির ৪র্থ সভায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে পরিবেশ ও জলবায়ু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২.৭.৩ মামলা সংক্রান্ত অগ্রগতি

ক. পরিবেশ অধিদপ্তরের রিট মামলা সংক্রান্ত তথ্য

	পূর্ব হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত		জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত		জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত	মন্তব্য (জুন ২০২২ পর্যন্ত)
ক্র: নং	মোট রিট মামলা	দফাওয়ারী জবাব/তামিল প্রতিবেদন/Compliance Report প্রেরণ এর সংখ্যা	রিট মামলার সংখ্যা	দফাওয়ারী জবাব/তামিল প্রতিবেদন/Compliance Report প্রেরণ এর সংখ্যা	খারিজ/নিস্পত্তি করা হয়েছে	সর্বমোট নিস্পত্তি করা হয়েছে
১.	১৩২৬ টি	১০২০ টি	৪৭৬ টি	১১৩ টি	২৬৫ টি	৬৬০ টি

খ. পরিবেশ সংক্রান্ত দায়েরকৃত মামলার তথ্য জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত

পরিবেশ আদালতে মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	পূর্ব হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত		জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত
	পরিবেশ আদালতে বিদ্যমান মামলা	চার্জশীট দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীট দাখিলের সংখ্যা
১.	৯০৪ টি	৭৩৯ টি	১২৫ টি

স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা সংক্রান্ত তথ্য

ক্র: নং	পূর্ব হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত		জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত
	মোট মামলা	চার্জশীট দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	চার্জশীট দাখিলের সংখ্যা
১.	৫৫৬ টি	৩৫১ টি	১৭৭ টি

২.৮ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ অনুসারে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পসমূহের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্য নির্গমনকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য তরল বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Effluent Treatment Plant (ETP) ও বায়বীয় বর্জ্য পরিশোধনের জন্য Air Treatment Plant (ATP) স্থাপন এবং কঠিন ও অন্যান্য ক্ষতিকর বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর বিধি ৭ অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের ক্ষেত্রে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্পসমূহকে সবুজ, কমলা- ক, কমলা- খ, এবং লাল এই চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে ।

ক. পরিবেশগত ছাড়পত্র ও নবায়ন প্রদান

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত মোট ৪৬১৭ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান/ প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয় এবং ১৩৪১২ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের ছাড়পত্র নবায়ন করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ:

মাস	পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান					পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন				
	সবুজ	কমলা-ক	কমলা-খ	লাল	মোট	সবুজ	কমলা-ক	কমলা-খ	লাল	মোট
জুলাই/২১	০৪	০৯	৭২	২৯	১১৪	০১	১৮	১১১	৫০	১৮০
আগস্ট/২১	১৪	৫৭	১৮৯	৫২	৩১২	২৫	২১৩	৬৮৯	২০০	১১২৭
সেপ্টেম্বর/২১	৪৩	১১২	১৮০	৩৪	৩৬৯	৩৫	২১৩	৯২১	২৯৪	১৪৬৩
অক্টোবর/২১	২৭	৯১	২৩৫	৪৯	৪০২	৩১	৩৯৫	৭২৩	২২৪	১৩৭৩
নভেম্বর/২১	৩০	১২২	১৮৭	৪৮	৩৮৭	১৬	২০৮	৭০০	২৪৬	১১৬৯
ডিসেম্বর/২১	২৯	১৭২	৩১৩	৫৮	৫৭২	১৮	১৮৯	৯৪৯	২৭২	১৪২৮
জানুয়ারী/২২	২৯	১৬৮	২৪৪	৪২	৪৮৩	১৮	১৮০	৮৭১	২৬৫	১৩৩৮
ফেব্রুয়ারী/২২	২০	১৬০	১৮৯	৭১	৪৪০	১৪	১৬০	৬৪৯	১৪৯	৯৭২
মার্চ/২২	১৯	১৪৯	১৯৭	৪৭	৪১২	১৮	২১৬	৮৩৪	২৫৮	১৩২৬
এপ্রিল/২২	২৫	১৬৯	১৮১	৬১	৪৩৬	১৮	২৭৮	৭৭৩	২০৬	১২৭৪
মে/২২	১৩	৭৫	১৫০	৫৩	২৯১	০৮	১০৬	৪৯৬	১৫০	৭৬০
জুন/২২	২০	১০০	২১৬	৬৩	৩৯৯	২২	১৫৪	৬৮২	১৪৮	১০০৬
সর্বমোট	**২৭৩**	**১৩৮৪**	**২৩৫৩**	**৬০৭**	**৪৬১৭**	**২২৩**	**২৩৩০**	**৮৩৯৮**	**২৪৬১**	**১৩৪১২**

খ. ইটিপি (Effluent Treatment Plan) ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ১৭২ টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ১৬০ টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের জুন পর্যন্ত ইটিপি স্থাপিত মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ২১৪০ টি। ২০২২ সালের জুন পর্যন্ত ইটিপি স্থাপিত মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩১২ টি।

গ. ভূমি অধিগ্রহণের অনাপত্তি

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণের জন্য মোট ২৭৫ টি অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

২.৯ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে নগরায়ন ও শিল্পায়নের হার বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অনুষঙ্গ হিসেবে পরিবেশ দূষণ বিশেষ করে বায়ুদূষণের মাত্রাও বেড়েছে অনেক। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও বায়ুদূষণ প্রকট আকার ধারণ করছে। সারাদেশে সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা পরিচালনা, অপরিকল্পিত উন্নয়ন কার্যক্রম, শিল্প কারখানার উন্মুক্ত নিঃসরণ ও যানবাহনের ক্ষতিকর কালো ধোঁয়া, কঠিনবর্জ্য ও বায়োমাস পোড়ানো, ইত্যাদি বায়ুদূষণের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়াও আন্ত:সীমান্ত (trans boundary) দূষণ দেশের বায়ু দূষণের মাত্রাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে দিচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিত বায়ুদূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের বায়ুদূষণের মাত্রা পরিমাপ, বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং অতি দূষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূকে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় জরিমানা আদায়, মামলা দায়েরসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় আইন, বিধিমালা, গেজেট প্রজ্ঞাপন ও নির্দেশিকা প্রণয়নে সরকারকে সহায়তা প্রদান করা হয়।

ক. বায়ুদূষণ মনিটরিং কার্যক্রম

দেশের বিভাগীয় ও শিল্পঘন শহর গুলোতে বায়ুদূষণ মনিটরিং এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতায় ঢাকা মহানগরে ০৩টি, চট্টগ্রাম মহানগরে ২টি, রাজশাহী, খুলনা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ, রংপুর, কুমিল্লা, নরসিংদী শহর এবং ঢাকার সাভারে ১টি করে সারাদেশে মোট ১৬টি স্থায়ী সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (CAMS) স্থাপন করেছে। এছাড়া বায়ুমান পরিবীক্ষণ নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরসহ বিভিন্ন জেলা শহরে আরও ১৫ (পনের) টি স্থানান্তরযোগ্য কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (C-CAMS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমানে সর্বমোট ৩১টি CAMS ও CCAMS এর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বায়ুমান পরিবীক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ১৬টি স্থায়ী সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (CAMS) এবং ১৫ (পনের) টি স্থানান্তরযোগ্য কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (C-CAMS) এর মনিটরিং নেটওয়ার্ক নিম্নরুপ:

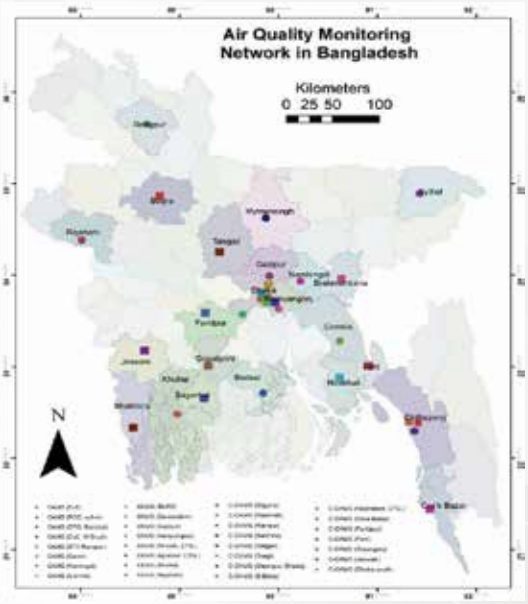

চিত্রঃ সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশন (CAMS) ও কমপ্যাক্ট সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ ষ্টেশন (C-CAMS)-সমূহের অবস্থান ম্যাপ।

চিত্র-০১: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত CAMS ।

ক্যামস (CAMS) ও সি-ক্যামস (C-CAMS) সমূহের মাধ্যমে সার্বক্ষণিকভাবে বায়ুতে বিদ্যমান পিএম ১০ (Particulate Matter 10), পিএম২.৫ (Particulate Matter 2.5), ওজোন (O3), সালফার ডাই অক্সাইড (SO2), নাইট্রোজেনের অক্সাইডস (NOx) ও কার্বন মনোক্সাইড (CO) এই ০৬ (ছয়) টি বায়ুদূষক পরিবীক্ষণ করা হয়। এসকল উপাত্ত বিশ্লেষণ করে Air Quality Index (AQI) এ রূপান্তর করে তা পরিবেশ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সার্বক্ষণিক বায়ুমান মনিটরিং স্টেশনের মাধ্যমে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় বড় শহরের বস্তুকণা (Particulate matter-PM) PM2.5 Ges PM10, SO2, CO, NOx এবং O3 উপাত্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় সাধারণত PM 2.5 প্যারামিটারটি সব সময় AQI হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করে।

AQI Value	Level of Health Concern (স্বাস্থ্যগত উদ্বেগের অবস্থান)		Colours
	English	বাংলা	
0 - 50	GOOD	ভাল	GREEN
51-100	MODERATE	মধ্যম	YELLOW GREEN
101-150	CAUTION	সাবধানতা/সতর্কীকরণ	YELLOW
151 – 200	UNHEALTHY	অস্বাস্থ্যকর	ORANGE
201 – 300	VERY UNHEALTHY	খুব অস্বাস্থ্যকর	RED
301 – 500	EXTREMELY UNHEALTHY	অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর	PURPLE

খ. বায়ুর মানমাত্রা (Air Quality Standards)

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুযায়ী পরিবেষ্টক বায়ুর নিঃসরণ মানমাত্রা নিম্নরুপ

বায়ু দূষণ	মানমাত্রা	গড় সময়
১	২	৩
কার্বন মনোক্সাইড	১০ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার (৯ পিপিএম)(ক)	৮ ঘন্টা
	৪০ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার (৩৫ পিপিএম)(ক)	১ ঘন্টা
লেড	০.৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বার্ষিক
নাইট্রোজেনের অক্সাইড	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৫৩ পিপিএম)	বার্ষিক
নিলম্বিত বস্তুকণা (এস পি এম)	২০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	৮ ঘন্টা
বস্তুকণা ১০	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(খ)	বার্ষিক
	১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(গ)	২৪ ঘন্টা
বস্তুকণা ২.৫	১৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বার্ষিক
	৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	২৪ ঘন্টা
ওজোন	২৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.১২ পিপিএম)(ঘ	১ ঘন্টা
	১৫৭ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৮ পিপিএম)	৮ ঘন্টা
সালফার ডাই অক্সাইড	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৩ পিপিএম)	বার্ষিক
	৩৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.১৪ পিপিএম)(ক)	২৪ ঘন্টা

শব্দ সংক্ষেপ

পিপিএম: পার্টস পার মিলিয়ন।

নোট: এই তফসিলে বায়ুর মানমাত্রা বলতে পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা (Air Quality Standards) কে বুঝাইবে।

(ক) প্রতি বৎসরে একবারের বেশী অতিক্রম করবে না।

(খ) বার্ষিক গড় মান ৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার হতে কম বা এর সমান হতে পারবে।

(গ) ২৪ ঘন্টার গড় মান বৎসরে ১ (এক) দিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার হতে কম বা এর সমান হতে পারবে।

(ঘ) প্রতি ঘণ্টার সর্বোচ্চ গড় মান বৎসরে ১ (এক) দিন ০.১২ পিপিএম হতে কম বা এর সমান হতে পারবে।

গ. ইটভাটাসৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার বায়ু দূষণের প্রধান উৎসসমূহ চিহ্নিত করে সেসকল উৎসসমূহের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এর অংশ হিসাবে সরকার বায়ুদূষণ হ্রাস এবং কৃষি মাটির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাসের লক্ষ্যে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) কার্যকর করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকাসহ আশেপাশের পাঁচটি জেলার সকল অবৈধ ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে এবং সারাদেশে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
- বায়ু দূষণের স্বাস্থ্যগত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এ দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইটভাটা সৃষ্ট বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে। জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ইটভাটার বিরুদ্ধে মোট ২৭৮ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬৮১ টি মামলা দায়ের করা হয় এবং ১৮,২৮,৪৮,৫০০ (আঠার কোটি আটাশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা জরিমানা ধার্যপূর্বক আদায় করা হয়। অভিযানে ১৬৩ টি

ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলা বা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হয়। এসকল ইটভাটা যেন পুনরায় চালু করতে না পারে সে বিষয়ে অধীন জেলাসমূহে মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

- কৃষি জমির উর্বর মাটি ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে পোড়ানো পদ্ধতির ইটের পরিবর্তে সরকারি নির্মাণ ও মেরামত ও পুনঃনির্মাণ কাজে ২০২৫ সালের মধ্যে ১০০% ব্লক উৎপাদন ও ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় হতে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

অর্থ বছর	ব্লক ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা
২০১৯-২০২০	১০%
২০২০-২০২১	২০%
২০২১-২০২২	৩০%
২০২২-২০২৩	৬০%
২০২৩-২০২৪	৮০%
২০২৪-২০২৫	১০০%

- সারাদেশে পরিবেশবান্ধব ব্লক উৎপাদনের জন্য ২০৯টি ব্লক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সনাতন পদ্ধতির ইটভাটা বন্ধ ও পরিবেশবান্ধব ব্লক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে। উল্লেখ্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ জারির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ঘ. অন্যান্য উৎস কর্তৃক সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

- ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধকল্পে বায়ুদূষণকারী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের দূষণ সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাসহ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার আলোকে গঠিত কমিটি কর্তৃক ঢাকা শহরের বায়ুদূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য প্রণীত নির্দেশিকাটি (Guideline) পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।
- অবকাঠামো নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ, মেরামত বা সংস্কার কার্যে সৃষ্ট বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- ঢাকা শহরের বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে ঢাকার আশেপাশে অভিযান চালিয়ে সকল অবৈধ টায়ার পাইরোলাইসিস এবং লেড এসিড ব্যাটারী রিসাইক্লিং কারখানা বন্ধ করা হয়েছে।

২.১০ পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ

বাংলাদেশর ভূ-প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সম্পদের অন্যতম প্রধান নিয়ামক শত শত নদী দেশের ভূ-খন্ডে শিরা-উপশিরার মতো বয়ে চলেছে। নদী থেকে আমরা সেচের পানি, মৎস্য সম্পদ, পানীয় জল, নৌ পরিবহন, শিল্পায়ন এবং অন্যান্য সুবিধা পেয়ে থাকি। বাংলাদেশের নদী ও প্লাবনভূমি বিভিন্নরকম জলজীবনের আবাসস্থল। বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ বাড়ে এবং শীতকালে নদীতে পানির প্রবাহ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। কখনও নদী একেবারে শুকিয়ে যায়। নদীতে পানির প্রবাহ নির্ভর করে ঋতু, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও উজানের প্রবাহের উপর।

পরিবেশ অধিদপ্তর ১৯৭৩ সাল থেকে ভূ-পৃষ্ঠস্থ' পানির মান পরিবীক্ষণ করে আসছে। নদীর পানির গুণগত মান পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করে ৩০টি নদীর ৯৯ টি স্থানের পানির গুণগত মান নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে এবং Water Quality Report প্রকাশ করা হচ্ছে।

মনিটরিং প্যারামিটারগুলি হলো: pH, Dissolved Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solid (SS), Total Dissolved Solid (TDS), Electrical Conductivity (EC), Chloride, Turbidity and Total alkalinity ইত্যাদি।

বুড়িগঙ্গা নদীর ২০২২ সালের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের ফলাফলে DO, BOD, COD, Chloride Ges TDS এর মানমাত্রা পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলো শুষ্ক মৌসুমের চার/পাঁচ মাস খুব দূষিত থাকে। বুড়িগঙ্গা, নদীর বিভিন্ন পয়েন্টে ৩(তিন) মাস (জানুয়ারি-মার্চ) পর্যন্ত DO (দ্রবীভূত অক্সিজেন) প্রায় শুন্য। এছাড়া, অন্যান্য প্যারামিটারসমূহ যথা: BOD এর সর্বোচ্চ মাত্রা ৩২ মি:গ্রা:/লি: (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা অনুসারে মৎস্য চাষে ব্যবহার্য গ্রহণযোগ্য মান ৬ মি:গ্রা:/লি: বা তাহার নিম্নে), COD এর সর্বোচ্চ মাত্রা ১১৫ মি:গ্রা:/লি: (UNECE standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৩৫ মি:গ্রা:/লি: বা তাহার নিম্নে), Chloride এর সর্বোচ্চ মাত্রা ১০০ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ২৫০ মি:গ্রা:/লি:) এবং TDS এর সর্বোচ্চ মাত্রা ৫৯৪ মি:গ্রা:/লি: (USEPA standard অনুসারে গ্রহণযোগ্য মান ৫০০ মি:গ্রা:/লি:) পাওয়া যায়। বর্ণিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, নদীর পানির গুণগত মান পরিবেশগত মানমাত্রার মধ্যে নেই।

২.১১ শব্দদূষণ রোধে গৃহীত কার্যক্রম

- শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নিয়মিত মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ১ জুলাই ২০১৫ থেকে ৩০ জুন ২০১৭ তারিখ মেয়াদে ৭৫৮.২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা বৃদ্ধি, ৬৪ জেলায় শব্দদূষণ মাত্রার বেইজলাইন তৈরি, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী ৩টি বিভাগীয় শহরে শব্দদূষণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিষয়ক গবেষণা, শব্দের দূষণের মাত্রা পরিমাপ ও প্রদর্শনের লক্ষ্যে পাইলটিং রিয়েল-টাইম মনিটরিং স্থাপন করার লক্ষ্যে "শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সচিবালয়ের চারপাশের রাস্তাকে "নীরব এলাকা" হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা ও এর চতুর্দিক "নীরব এলাকা" হিসাবে ঘোষণা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২.১২ রাসায়নিক পদার্থ ও বিপজ্জনক বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম

- বর্জ্য ও রাসায়নিক পদার্থ ব্যবস্থাপনা শাখা হতে বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজ ভাঙা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১ এর বিধি ১৪ মোতাবেক তফসিল-১ এর অন্তর্ভুক্ত ৬৮৪ টি বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ আমদানীর ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম অক্টোবর, ২০২১ হতে শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত প্রায় ১৫০০ ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।
- কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের দায়দায়িত্ব নিরূপণসহ বিধি-বিধান লংঘনের অপরাধে দন্ড প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টিং এর ব্যবস্থা সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্ব ব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে Towards A Multisectoral Action Plan For Sustainable Plastic Management In Bangladesh প্রণয়ন করা হয়েছে।
- উপকূলীয় এলাকায় Single-Use-Plastic ব্যবহার বন্ধে ৩ বছর মেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নযোগ্য সম্ভাব্য কার্যক্রমের রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- বর্জ্য পরিত্যাজন, রাসায়নিক পদার্থ, Pesticide, মৎস খাদ্য ও উপকরণ এবং বাসেল, রটারডাম, স্টোকহোম কনভেনশন এর আওতাভুক্ত কেমিক্যাল আমদানী ও রপ্তানীর জন্য অনাপত্তি/ Prior Informed Constent (PIC) প্রদান করা হয়ে থাকে।
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজে মজুদকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্যসমূহ পরিবেশসম্মতভাবে বিনষ্টকরণের লক্ষে মতামত/পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২.১৩ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ কার্যক্রম

জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮ প্রণয়ন

পরিবেশ সংরক্ষণকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৯২ সালে জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণীত হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের পূর্ণ মন্ত্রিসভা বিগত ৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে নতুন ভাবে জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ চূড়ান্ত অনুমোদন করেছে।

ব্লু-ইকোনমি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম

সমুদ্র প্রতিবেশ সংরক্ষণ, সমুদ্রদূষণরোধ, সমুদ্রসম্পদ আহরণে ও সমুদ্রসম্পদের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় যেসব কার্যক্রমসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্লু-ইকোনোমি কর্মপরিকল্পনার আওতায়সমুদ্র জীববৈচিত্র্যের জরিপ সম্পাদনের কাজটি এককভাবে একটি সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় সম্পন্ন করার লক্ষ্যে "Assessment of Coastal and Marine Biodiversity Resources and Ecosystems to Implement the Blue Economy Action Plan" শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হয়েছে। "সমুদ্র পরিবেশ ও প্রতিবেশের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিবীক্ষণ করা" কার্যক্রমের বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" বা বাংলাদেশের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপণ এবং কৃষি, পানি সম্পদ ও অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণে একটি প্রকল্প জুন ২০২২ সময়ে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area সংক্ষেপে ECA/BwmG) ব্যবস্থাপনায় গৃহীত কার্যক্রম

দেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ এর আওতায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য প্রাকৃতিক বন ও গাছপালা কর্তন বা আহরণ, সকল প্রকার শিকার ও বন্যপ্রাণী হত্যা, ঝিনুক, কোরাল, কচ্ছপ ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী ধরা বা সংগ্রহ, প্রাণী ও উদ্ভিদের আবাসস্থল ধ্বংসকারী সকল প্রকার কার্যকলাপ

ইত্যাদি কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে সরকার ইতিমধ্যে ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area, ECA) হিসেবে ঘোষণা করেছে। এছাড়া হাকালুকি হাওর, কক্সবাজার-টেকনাফ-পেনিনসুলা এবং সোনাদিয়া ইসিএ-তে Strengthening and Consolidation Of Community Based Adaption in the Ecologically Critical Areas Through Biodiversity Conservation এবং সেন্টমার্টিন ইসিএ-তে Ecosystem-based Management of Biodiversity of Saint Martin Island প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনায় গঠিত কমিটি গঠন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষায় বিগত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ জারি করা হয়েছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় ইসিএ ব্যবস্থাপনা জাতীয় কমিটি ছাড়াও জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ এর আওতায় গঠিত জাতীয় কমিটির দুটি সভা কমিটির সভাপতি ও সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা (ইসিএ) ম্যানেজমেন্ট ফান্ড গঠন

প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৬-এর বিধি-২৩ অনুযায়ী প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইসিএ ম্যানেজমেন্ট ফান্ড গঠন করা হয়। উক্ত ফান্ডের দ্বারা ইসিএসমূহে জীববৈচিত্র্য ও প্রতিবেশ রক্ষায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

২.১৪ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

ক. আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। জলবায়ু কূটনীতিতে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change)-এর অধীনে বিভিন্ন কমিটিতে বাংলাদেশ সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করছে। UN Framework Convention on Climate Change এর ২৬তম পার্টি সম্মেলন (Conference of the Parties) বিগত ৩১ অক্টোবর ২০২১ হতে ১৩ নভেম্বর ২০২১ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা COP ২৬ নামে অভিহিত। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল অংশগ্রহন করে। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন-এর আমন্ত্রণে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা World Leaders Summit-এ অংশগ্রহণ করেন এবং বাংলাদেশের পক্ষে Country Statement প্রদান করেন। এ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উন্নত দেশসমূহকে অবশ্যই কার্বন নি:সরণ কমাতে হবে বলে জোর দাবি জানান এবং এজন্য সমস্ত প্রধান কার্বন নিগর্মনকারী দেশ সমূহকে আরও উচ্চাকাক্ষী কার্বন নি:সরণ হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা দাখিল এবং তা বাস্তবায়ন করার আহবান জানান। উক্ত সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (Climate Vulnerable Forum-CVF) চেয়ার (২০২০- মে, ২০২২ সময়ের জন্য) হিসেবে CVF-ভূক্ত ৫৫টি বিপদাপন্ন রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে অত্যন্ত জোরালো ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া LDC গ্রুপ এবং এ-৭৭ গ্রুপে বাংলাদেশের নেতৃত্ব ও অবস্থান সমুন্নত রাখা হয়েছে।

এছাড়াও বিগত ০৬ হতে ১৬ জুন, ২০২২ সময়ে জার্মানির বন শহরে UNFCCC এর আওতায় Subsidiary Body সমূহের এর ৫৬-তম সেশন (SB 56) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সেশনে বাংলাদেশর পক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের দুইজন কর্মকর্তা অংশগ্রহন করেছে। সেখানে Global Stocktake, Global goal on Adaptation এবং New Collective Quantified Goal (NCQG) সহ Adaptation I Mitigation সম্পর্কিত বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনায় কার্যকর অগ্রগতি হয়েছে যার ভিত্তিতে পরবর্তী কপ-২৭ এ সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

খ. Nationally Determined Contribution (NDC) বাস্তবায়ন

হালনাগাদ NDC-অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে শর্তহীনভাবে ৬.৭৩% গ্রীন হাউস গ্যাস নিগর্মন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে, যার পরিমান ২৭.৫৬ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট এবং শর্তাধীন (বৈদেশিক সহায়তা সাপেক্ষে) ১৫.১২% গ্রীন হাউস গ্যাস নিগর্মন কমানোর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছে যার পরিমান ৬১.৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন কার্বন ডাই অক্সাইড ইকুইভ্যালেন্ট। উক্ত NDC-র লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ঠ মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে যা পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সমন্বয় করা হচ্ছে।

চিত্র-২.১: স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কপ২৬ সম্মেলনে ০১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানান জাতিসংঘ মহাসচিব এন্তোনিও গুতেরেস এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন।

চিত্র-২.২: স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে COP ২৬ সম্মেলনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক।

গ. Mujib Climate Prosperity Plan (MCPP) প্রণয়ন

বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ৫৫টি দেশ মিলে গঠিত Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর বর্তমান সভাপতি। CVF সদস্য রাষ্ট্রসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় নিজ নিজ রাষ্ট্রে Climate Prosperity Plan বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ভবিষ্যত প্রজন্মের জলবায়ু সুরক্ষার লক্ষ্যে Mujib Climate Prosperity Plan প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

চিত্র-২.৩: স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক COP 26 সম্মেলন স্থলে স্থাপিত Bangladesh Pavillion-এ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল।

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়ন

১। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও ঝুঁকি নিরূপণ বিষয়ক গবেষণা

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ঝুঁকি নিরূপনের লক্ষ্যে ''Assessment of Sea Level Rise and Vulnerability in the Coastal Zone of Bangladesh through Trend Analysis" শীর্ষক একটি গবেষণা ২০১৬ সালে সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, নিম্ন গাঙ্গেয় পলল ভুমি, মেঘনা মোহনা পলল ভুমি এবং চট্টগ্রাম উপকূলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার গড়ে প্রতি বছর ৬-২১ মিলিমিটার। উক্ত গবেষণা প্রতিবেদনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড-এর অর্থায়নে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির অভিক্ষেপনপূর্বক কৃষি, পানিসম্পদ এবং অবকাঠামোর উপর এর প্রভাব নিরূপণের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Projection of Sea Level Rise and Assessment of its Sectoral (Agriculture, Water and Infrastructure) Impacts" শীর্ষক একটি গবেষণামূলক প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত গবেষণা হতে দেখা যায় যে, বিগত ৩০ বছরে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় প্রতিবছর সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির হার প্রায় ৩.৮-৫.৮ মিলিমিটার। এ গবেষণার তথ্য মতে, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে এ শতকের শেষে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার প্রায় ১২.৩৪%-১৭.৯৫% সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে।

২। First Biennial Update Report (BUR1) প্রণয়ন

ইউএনএফসিসি-এর আওতায় এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সমর্থনে বাংলাদেশ গ্রীণ হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাসে প্রশমন কার্যক্রমসমূহকে সহায়তার লক্ষ্যে First Biennial Update Report (BUR1) প্রণয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Bangladesh: First Biennial Update Report (BUR1) to the UNFCCC" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

৩। Enhanced Transparency Framework and MRV System

প্যারিস জলবায়ু চুক্তি অনুযায়ী UNFCCC Party সদস্য কর্তৃক National Commitment বাস্তবায়ন অগ্রগতি tracking and reporting-এর জন্য Enhanced Transparency Framework প্রতিষ্ঠা করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ লক্ষ্যে Global Environment Facility (GEF)-এর অর্থায়নে FAO, Bangladesh-এর সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক "Strengthening Capacity for Monitoring Environmental Emissions under the Paris Agreement in Bangladesh"-শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের মূল কার্যক্রম হচ্ছে- (১) জাতীয় অগ্রাধিকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বচ্ছতা-সম্পর্কিত কার্যক্রমের জন্য জাতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালী করা; (২) প্যারিস চুক্তির আর্টিকেল ১৩-এ নির্ধারিত বিধানগুলি পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ এবং সহায়তা (tools, training, and assistance) প্রদান; এবং (৩) সময়ের সাথে সাথে স্বচ্ছতার (Transparency) উন্নতিকরণ।

৪। Adaptation Fund-এর অর্থায়নে ১ম প্রকল্প বাস্তবায়ন

UNFCCC-এর আওতায় গঠিত Adaptation Fund হতে ৯.৯৯৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে UNDP-এর কারিগরি সহায়তায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Adaptation Initiative for Climate Vulnerable Off Shore Small Islands and Riverine Char Lands in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়েছে। উক্ত প্রকল্পটির আওতায় উপকূলীয় ছোট দ্বীপ ও নদী তীরবর্তী চরাঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে সবচেয়ে ঝুঁকিগ্রস্থ কমিউনিটিতে প্রতিবেশভিত্তিক অভিযোজন ব্যবস্থার মাধ্যমে জলবায়ু ঝুঁকি হ্রাসকরণ, সামাজিক সুরক্ষা ও সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে।

৫। বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা

Global Environment Facility (GEF) এর আওতায় Least Developed Countries Fund (LDCF) এর ৫.২ মিলিয়ন ডলার অর্থায়নে এবং জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা UNEP-এর কারিগরি সহায়তায় বরেন্দ্র ও হাওর অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত "Eco-system based approaches to Adaptation (EbA) in the drought-prone Barind Tract and Haor 'Wetland' Area" শীর্ষক প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে, যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২.১৫ পরিবেশ সংরক্ষণে মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট উইং এর কার্যক্রম

সারা দেশে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরে একটি স্বতন্ত্র এনফোর্সমেন্ট অধিশাখা রয়েছে। চট্টগ্রাম মহানগর, চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের পরিচালকগণ তাঁদের নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

- জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ সময়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শিল্প-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণ, অবৈধভাবে পাহাড় কাটা ও জলাধার ভরাটসহ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ক্ষতি সাধন বিরুদ্ধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অমান্য করে কারখানা/কার্যক্রম পরিচালনার দায়ে উক্ত আইনের ৭ ধারা অনুসারে ২১৫৭টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৫১.০৭ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করে ২৪.৭৭ কোটি টাকা আদায় করা হয়।
- প্লাস্টিক/পলিথিন শপিং ব্যাগ দূষণরোধে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তক বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬ক ধারা অনুসারে সমগ্র বাংলাদেশে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত অবৈধ পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে ১৪৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৩৭৭ টি প্রতিষ্ঠান হতে ৩৪৮১২০০.০০ (চৌত্রিশ লক্ষ একাশি হাজার দুইশত) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে ১১৯.০৭৯ টন পলিথিন /অবৈধ শপিং ব্যাগ জব্দ করা হয়।
- বায়ুদূষণকারী অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ইট প্রস্তুত ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) অনুসারে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ২৭৮টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ৬৮১টি অবৈধ ভাটা হতে ১৮.২৮ কোটি (আঠারো কোটি আটাশ লক্ষ) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয়। সেই সাথে ১২৯ টি ভাটা সম্পূর্ণরূপে ভেঙে ফেলা হয়।
- অবৈধভাবে পাহাড় কর্তনের দায়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬খ ধারা অনুসারে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ১৫টি মোবাইলকোর্ট পরিচালনা করে ২১টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১০৩৫০০০.০০ (এক লক্ষ পয়ত্রিশ হাজার) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয়।
- অবৈধভাবে পুকুর/জলাশয় ভরাট করে জমি শ্রেণি পরিবর্তন করে পরিবেশ/ প্রতিবেশের ক্ষতিসাধনের দায়ে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ৬ঙ ধারা অনুসারে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২পর্যন্ত ১১টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ২০ (বিশ) টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ৩৯৫০০০.০০ (তিন লক্ষ পচানব্বই হাজার) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয়।
- মাত্রাতিরিক্ত দূষক নির্গমনের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণের দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত ৯১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২০৭টি প্রতিষ্ঠান হতে ৬,৩৭৫,১০৪.০০ (তেষটি লক্ষ পঁচাত্ত হাজার এক শত চার) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয় এবং ১৩ জনকে ১ মাসের কারাদন্ড দেওয়া হয়। এছাড়া ২২টি প্রতিষ্ঠানের সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং ২০০০ কেজি সীসা বার জব্দ করা হয়েছে।

- নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ু দূষণের দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২পর্যন্ত ৫২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১৭৩টি প্রতিষ্ঠান হতে ১৭৫৬০০০.০০ (সতেরো লক্ষ ছাপান্ন হাজার) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয়।
- শব্দ দূষণের দায়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সারা দেশে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২পর্যন্ত ৯৬টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪৩৮টি প্রতিষ্ঠান হতে ৬১৬৫০০.০০ (ছয় লক্ষ ষোল হাজার পাঁচ শত) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয়।
- প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা সেন্টমার্টিনে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২পর্যন্ত পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক মোবাইল কোর্ট ২৫টি অভিযান পরিচালনা করে ৭২টি প্রতিষ্ঠান হতে ৪৬২০০০.০০ (চার লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা মাত্র জরিমানা আদায় করা হয়।

পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে যে বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে	পরিচালিত মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দণ্ড		আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	জব্দকৃত মালামালের বিবরণ	মন্তব্য
			অর্থ দণ্ড (টাকা)	কারাদণ্ড			
১। পলিথিন বিরোধী অভিযান	১৪৮	৩৭৭	৩,৪৮১,২০০		৩,৪৮১,২০০	১১৯.০৭৩ কেজি পলিথিন, দানা ও কাঁচামাল জব্দ	
২। যানবাহনের কালো ধোঁয়া	১৯	১৩৮	২০০,৭০০		২০০,৭০০		
৩। ইটভাটা	২৭৮	৬৮১	১৮২,৮৪৮, ৫০০		১৮২,৮৪৮, ৫০০		১২৯ টি ইটভাটা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে
৪। পাহাড় কর্তন	১৫	২১	১,০৩৫,০০০		১,০৩৫,০০০		
৫। জলাশয় ভরাট	১১	২০	৩৯৫,০০০		৩৯৫,০০০		
৬। স্টোন ক্রাশার	১১	২১৪	৪,৯৩৪,০০২		৪,৯৩৪,০০২		
৭। অতিরিক্ত দূষক	৯১	২০৭	৬,৩৭৫,১০৪	১৩ জনকে ১ মাসের কারাদন্ড	৬,৩৭৫,১০৪	২০০০ কেজি সিসা বার জব্দ	৭২২ টি কারখানা সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্নও ৩ টি জেনারেটর জব্দ
৮। নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ	৫২	১৭৩	১,৭৫৬,০০০		১,৭৫৬,০০০		
৯। শব্দ দূষণ	৯৬	৪৩৮	৬১৬,৫০০		৬১৬,৫০০	২৯ টি হর্ণ জব্দ	
১০। সেন্ট মার্টিন	২৫	২৭	৪৬২,০০		৪৬২,০০		

চিত্র-২.৪: ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ পঞ্চগড় জেলায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান

চিত্র-২.৫: ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ দিনাজপুর জেলার সদর এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।

চিত্র-২.৬: ২৮ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখ ঢাকা জেলার ধামরাই এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।

চিত্র-২.৭: ১৭ নভেম্বর ২০২১ তারিখ পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা ও সোনারগাঁও এলাকায় অবৈধভাবে পলিথিন ও সীসা তৈরী কারখানার বিরুদ্ধে পরিচালত অভিযান।

চিত্র-২.৮: ০৯-১০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ সাতক্ষীরা জেলার সদর ও কলারোয়া এলাকায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ইটভাটার বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান।

চিত্র-২.৯: পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক শ্যামপুর কদমতলী এলাকার বায়ু দূষণকারী স্টিলমিলের বিরুদ্ধে অভিযান।

চিত্র-২.১০: ১২ জানুয়ারি ২০২২ তারিখ ঢাকা মহনগরীর আগারগাঁও এলাকায় শব্দদূষণের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা।

২.১৬ মরুময়তা ও ভূমির অবক্ষয় রোধে গৃহীত কার্যক্রম

বিগত ৯ থেকে ২১ মে ২০২২ তারিখে আইভরিকোস্ট এর রাজধানী আবিদজান এ United Nations Convention to combat Desertification (UNCCD) এর Cop ১৫ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের পরিবেশ অধিদপ্তর এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ যোগদান করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এমপি তাঁর বক্তব্যে খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি, ভূমি অবক্ষয়, ভূমি ব্যবস্থাপনা, স্বাদুপানির দুস্প্রাপ্যতা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপন, সামাজিক বনায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় করনীয়সহ বিভিন্ন বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন।

তিনি তাঁর বক্তৃতায় জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষমাত্রা ২০৩০, ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ সহ National Roadmap for Combating land degradation এর বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। তিনি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র্যতা আনয়নসহ নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। Cop ১৫ সম্মেলনে তিনি নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরেন-

- কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অধিক সংখ্যক On farm এবং Off Farm প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
- বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অবক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আরো গবেষণা ও উন্নয়ন (Research and Development) প্রয়োজন। এক্ষেত্রে জাতিসংঘসহ উন্নত দেশগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।
- ভূমি অবক্ষয় ও পানি দূষণরোধে উন্নত প্রতিবেশ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্ত:দেশীয় (Trans boundery) পানি সমস্যা সমাধান জরুরী। এ বিষয়ে জাতিসংঘের অধীন একটি পৃথক কমিশন থাকতে পারে।
- উন্নত প্রশিক্ষণ, জ্ঞানের আদান-প্রদান, প্রযুক্তি বিনিময়সহ Ecosystem based approach Ges Nature based solution এর জন্য দ্রুত Resource mobilization আবশ্যক।

চিত্র-২.১১: UNCCD এর COP-15 এ অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল।

২.১৭ তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন তথা জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০০৯ অনুসরণে ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে উন্নীত করতে বর্তমান সরকার সকল ক্ষেত্রে আইসিটির ব্যবহার ও সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। পরিবেশ অধিদপ্তর পর্যায়ক্রমিকভাবে সকল কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। সে লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল সেবা পর্যায়ক্রমে অনলাইনে প্রদান করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরিবেশ অধিদপ্তর ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়ন ইতোমধ্যে অনলাইনে নিষ্পত্তি করার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

২.১৮ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের বিভিন্ন ইনোভেশন সংক্রান্ত তথ্য

ক. অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্রের ট্রেজারি চালান ও গবেষণাগার রিপোর্ট ফি প্রদান

অনলাইনে মোবাইল ব্যাংকিং (Bkash/Nagad/Rocket), cards (Mastercard/VISA/AMEX), Sonali bank online transaction এর মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্রের ট্রেজারি চালান ও গবেষণাগার রিপোর্ট ফি প্রদান করা হয়।

খ. সেবা সহজিকরণ

পরিবেশগত ছাড়পত্রের ন্যায় EIA approval, TOR approval, Zero discharge approval, ETP/STP approval এর জন্য অনলাইনে উদ্যোক্তা কর্তৃক আবেদনের প্রক্রিয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। একই সাথে ডিজিটাল অনুমোদন পত্র প্রদান করা হয়।

গ. তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবা প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

অধিদপ্তরের বিভিন্ন ওয়েব এপ্লিকেশন ডেভেলপ করা হয়েছে। ওয়েব এপ্লিকেশনগুলি হল Online Map Resource of DLDD, Industrial database (IMIS), River database (WQMS), GRS.

ঘ. কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টার স্থাপন

অধিদপ্তরে Central Data Center স্থাপন করা হয়েছে। এই ডাটাসেন্টার হতে ল্যান ম্যানেজমেন্ট করা হয়। বিভিন্ন Network service সচল করা হয়েছে। যেমন: ADC, DC, DHCP, FTP, Web server, File server, surveillance camera, WiFi, Firewall security, Backup server, antivirus server.

ঙ. ক্লাউড সার্ভিস ও ইন্টারনেট

১০ TB স্টোরেজ এর একটি ক্লাউড সার্ভিস National data center হতে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সদর দপ্তর, বিভাগীয় অফিস, জেলা অফিস নিজেদের মধ্যে তথ্য সংগ্রহ ও শেয়ার করা সম্ভব হবে। এতে কার্যালয়সমূহে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে।

০১. নিরবচ্ছিন্ন ডুপ্লেক্স ইন্টারনেট সেবা ১০০ mbps, BTCL হতে গ্রহণ করা হয়েছে;
০২. LAN & WAN Connectivity Check;
০৩. Internet Connectivity পর্যবেক্ষণ (সদর দপ্তর ও মাঠ দপ্তর)।

চ. ওয়েব মেইল

অধিদপ্তরের ওয়েব মেইল নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ এবং নতুন ই-মেইল আইডি খোলা, ই-মেইল আইডি লক/বন্ধ থাকলে আনলক করা, ইউজারের পাসওয়ার্ড পুনরুদ্ধার, Quota Management ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

ছ. কম্পিউটার

অধিদপ্তরের ল্যানভুক্ত ২০০ টি কম্পিউটার ও ল্যাপটপ রয়েছে। এই ডিভাইসগুলো সচল রাখার জন্য নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।

জ. ইসিসি, অনলাইন, ই-ফাইলিং, ফেসবুক, ওয়েবসাইট ইত্যাদি

ইসিসি

২০২১-২২ অর্থ বছরে অনলাইনে পরিবেশগত ছাড়পত্র/নবায়নের আবেদন গ্রহণ ও প্রদান সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপ (সূত্র অটোমেশন সফটওয়্যার)

অর্থবছর	প্রাপ্ত আবেদনের সংখ্যা	ছাড়পত্র/নবায়ন প্রদানের সংখ্যা	প্রক্রিয়াধীন সংখ্যা	খারিজকৃত
২০২১-২২	২৭৯৪৮	১৯৭৫১	১৮৬০	৬৩৩৭

ই-ফাইলিং

আইটি অধিশাখার অধিকাংশ ডাক ও নথির কর্যক্রম ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পন্ন হয়ে থাকে। ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার ফলে সময় ও দূরত্ব হ্রাস পেয়েছে।

ফেসবুক

পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি দাপ্তরিক ফেসবুক পেজ রয়েছে। ফেসবুকের ঠিকানা https://www.facebook.com/doebd ফেসবুকের মাধ্যমে অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম (নোটিশ, গণবিজ্ঞপ্তি, সচেতনতামূলক তথ্য ইত্যাদি) প্রচার শাখার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

ওয়েবসাইট

পরিবেশ অধিদপ্তরের দাপ্তরিক ওয়েবসাইট রয়েছে। ওয়েবসাইট ঠিকান www.doe.gov.bd । ওয়েবসাইটে অধিদপ্তরের প্রয়োজনীয় তথ্য নিয়মিত প্রকাশ করা হয়।

২.১৯ জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গৃহীত কার্যক্রম

ক. বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২' এবং 'জাতীয় বৃক্ষ রোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা ২০২২' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পরিবেশ মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২২' এবং 'জাতীয় বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষ মেলা-২০২২' এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অবদানের জন্য ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনের মাঝে পদক এবং বিজয়ীদের মাঝে সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেক বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসময় ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন (রোববার, ৫ জুন ২০২২)।-পিআইডি

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননী মন্ত্রী জনাব মো. শাহাব উদ্দিন এমপি উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড.ফারহিনা আহমেদ স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন এমপি বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনের মাঝে 'পরিবেশ পদক ২০২০ ও ২০২১,' 'বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন, ২০২০ ও ২০২১', 'বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার, ২০১৯ ও ২০২০' এবং বিজয়ীদের মাঝে সামাজিক বনায়নের লভ্যাংশের চেক বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ডের ওপর একটি তথ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত একটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা পরবর্তী দেশ গঠনে ও কল্যাণমূলক বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রবর্তনে কাজ করে গেছেন। আগামী প্রজন্মের জন্য টেকসই বাংলাদেশ গড়তে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। জাতির পিতা বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে 'ওয়াইল্ডলাইফ (কনজার্ভেশন) অর্ডিন্যান্স-১৯৭৩ জারি করেন। যা পরবর্তীতে 'বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৭৪' হিসেবে অনুমোদিত হয়। তিনি ১৯৭৩ সালে 'পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ' জারি করেন। তখন পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়। এ অধ্যাদেশ ও প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় সৃষ্টি হয়েছে আজকের 'পরিবেশ অধিদপ্তর'। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, ১৯৭০-এর প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় জাতির পিতা বন্যার্ত ও ঘুর্ণিঝড় কবলিত উপকূলবাসীর কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। প্রলয়ংকরী ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের হাত থেকে উপকূলবাসীদের জান ও মাল রক্ষার জন্য তিনি উপকূল জুড়ে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলেন। তিনি আরও বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণায়নে বাংলাদেশের ভূমিকা নগন্য হলেও আমরা এর বিরূপ প্রভাবের নির্মম শিকার। আওয়ামী লীগ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় ২০০৯ সালে 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড অ্যাকশন প্ল্যান (বিসিসিএসএপি) প্রণয়ন করে। এর বাস্তবায়নে অর্থায়নের জন্য ২০০৯ সালে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট গঠন করা হয়। যার আওতায় প্রায় শতাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘমেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমন্বিতভাবে অভিযোজন কৌশল ও করণীয় নির্ধারণকল্পে 'National Adaptation Plan' বা NAP প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় পরিবেশ পদক বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহে অভিযোজনমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকায় 'গ্লোবাল সেন্টার অন এডাপটেশন (জিসিএ)' এর আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। যার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং অভিযোজনের সর্বোত্তম কৌশল বিনিময় সহজতর হবে। এর মাধ্যমে শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো এই অঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এত বৃহৎ ঘনবসতিপূর্ণ ছোট্ট একটি ভূখন্ডের দেশে বন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষা করাটা দুরুহ। প্রায় ১০ লাখের অধিক রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দেয়ায় এক সময়কার ঘন বনভূমি সমৃদ্ধ উখিয়া অঞ্চলের বনভূমি বিনষ্ট হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে কারণে সরকার রোহিঙ্গাদের ভাসানচরে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন যে, '৯৬ সালে সরকার গঠনের পর পরই তাঁর সরকার হেলিকপ্টারে বীজ ছড়িয়ে দেয়ার পাশাপাশি সারাদেশে সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। দুর্ভাগ্য যে এর ফলে সোনাদিয়াসহ বিভিন্ন চরাঞ্চল এবং সুন্দরবন এলাকায় যে প্রাকৃতিক বন্য পরিবেশ গড়ে ওঠে তা পরবর্তীকালে বিএনপি সরকার কেটে সেখানে মাছের ঘের করতে শুরু করে। শুধু তাই নয় সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র রক্ষায় জাতির পিতার কাটা ঘাঁসিয়ার খালসহ প্রায় আড়াইশো খালের মুখ বন্ধ করেও সেখানে চিংড়ি চাষ শুরু করে। তাঁর সরকারকে সেখান থেকে বর্তমানে প্রায় শতাধিক খাল উন্মুক্ত করতে হয়েছে এবং অবশিষ্ট খালগুলো উন্মুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণেও তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে আহবান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঘাঁষিয়ার খাল পুনরায় কেটে দেয়া হয়েছে, তবে সুন্দরবনের জীবজন্তুর চারণভুমি এই ঘাঁষিয়ার খাল টিকে থাকবে তখনই যখন সুন্দরবনের অবশিষ্ট খালগুলো উন্মুক্ত করা হবে। সালনা নদী জাহাজ চলাচলের জন্য ব্যবহার করা হলে জীব বৈচিত্রের ক্ষতি হবে মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন।

তাঁর সরকার সারাদেশের নদ-নদীর নব্যতা বৃদ্ধিতে ড্রেজিং করার যে পদক্ষেপ নিয়েছে সেখান থেকে যে ভূমি উত্তোলিত হচ্ছে, সেখানে বনায়ন করার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের নদীগুলোকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলে দেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকেও যেমন রক্ষা পাবে তেমনি মৎস ও জলজ সম্পদ বৃদ্ধির পাশাপাশি লবণাক্ততা থেকেও বাঁচতে পারবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের প্রতি ইঞ্চি জমিকে চাষের আওতায় আনায় তাঁর আহবান পুণর্ব্যক্ত করে ছাদ বাগানকেও উৎসাহিত করেন এবং পরিবেশ বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে এ ধরনের উদ্যোগকে আরো উৎসাহিত করার পরামর্শ দেন।

খ. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিবেশ মেলা ২০২২ আয়োজন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে ৫ থেকে ১১ জুন, ৭ দিন ব্যাপী পরিবেশ মেলা আয়োজন করা হয়। ০৭ (সাত) দিন ব্যাপী অনুষ্ঠেয় পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে হতে ০৩ (তিন) টি শ্রেষ্ঠ স্টলকে পুরস্কার প্রদানের লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের গঠিত বিচারক প্যানেল/কমিটি সরজমিনে পরিবেশ মেলার সকল স্টল পরিদর্শন এবং প্রতিটি স্টলই পর্যবেক্ষণ করেন। স্টলগুলিকে মূল্যায়নের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক ০৫ (পাঁচ) টি ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করা হয়। প্রতিটি ক্রাইটেরিয়ার মান সমান ধরে সর্বমোট ৫০ (পঞ্চাশ) নম্বরের মধ্যে স্টলগুলোকে মূল্যায়ন করা হয়। কমিটি প্রতিটি স্টল মূল্যায়ন শেষে ১) Ran Corporation, ২) Berger Trusted Worldwide, ৩) Total Water Solution এই ৩ (তিন) টি স্টলকে শ্রেষ্ঠ মনোনীত করেন। ১১ জুন, ২০২২ তারিখ পরিবেশ মেলা সমাপনী অনুষ্ঠানে মেলায় অংশগ্রহণকারী স্টলসমূহের মধ্যে ৫৪ টি প্রতিষ্ঠানকে পরিবেশ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক (প্রশাসন), জনাব মোহাম্মাদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী, পরিচালক (মনিটরিং এন্ড এনফোর্সমেন্ট), জনাব মোহাম্মদ আসাদুল হক, পরিচালক (ঢাকা মহানগর কার্যালয়), জনাব মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম, পরিচালক (পরিবেশগত ছাড়পত্র)।

চিত্র-২.১২: পরিবেশ মেলার স্টলে পরিবেশ অধিদপ্তরের

গ. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষকগণের সাথে ১৩ জুন ২০২২ তারিখে একটি মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (আইন), খোন্দকার মোঃ ফজলুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ছাত্রছাত্রীদের ভূমিকা আলোচিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ উল্লেখ করেন যে কোনো কর্মপ্রেরণার উৎস হলো শিক্ষার্থীরা। তাই তিনি মনে করেন শিক্ষার্থীরাই হলো পরিবর্তনের অগ্রদূত। তিনি আরো উল্লেখ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই শিক্ষার্থীদের ভাবনায় পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা গেলে তারা আগামী দিনে এ বিষয়ে সঠিক নেতৃত্ব প্রদান করতে পারবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এছাড়া শিক্ষা পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রমে পরিবেশ অধিদপ্তর সহায়তা প্রদান করবে বলে তিনি আশ্বাস প্রদান করেন।

ঘ. শিশু কিশোর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ২০২২

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে গত ২০ মে ২০২২ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৩.০০ টায় জাতীয় চিত্রশালা প্লাজা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, সেগুন বাগিচা, ঢাকায় শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির এ বছরের পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে 'একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন (Only One Earth: Living Sustainably in Harmony with Nature.)'। শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. আবদুল হামিদ , বরেণ্য চিত্রশিল্পী ও ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের সাবেক ডীন অধ্যাপক সৈয়দ আবুল বারক আলভী এবং বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির চারুকলা বিভাগের পরিচালক জনাব খন্দকার রেজাউল হাশেম উপস্থিত ছিলেন।

শিশু এবং কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষে পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তর গত ২০ মে ২০২২ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা প্লাজায় চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতার বিষয় ছিলঃ প্রকৃতি ও পরিবেশ। চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় চারটি গ্রুপে প্রায় ৩৫০ (তিনশত পঞ্চাশ) জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। নিম্নর্বিত ০৪(চার)টি গ্রুপে যথাক্রমে: ক গ্রুপ: অনুর্ধ্ব ০৭ বছর; খ গ্রুপ: ৭+ হতে অনুর্ধ্ব ১১ বছর; ৭ গ্রুপ: ১১+ হতে অনুর্ধ্ব ১৬ বছর ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশু গ্রুপ: অনুর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সের শিশুদের নিয়ে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। প্রত্যেক গ্রুপে ১ জন করে মোট ৪ জন শ্রেষ্ঠ স্থান এবং প্রত্যোক গ্রুপ থেকে ২জন করে ৮ জন উত্তম স্থান অর্জন করেন।

চিত্র-২.১৩: বিশ পরিবেশ দিবস ২০২২ এর চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. আবদুল হামিদ।

ঙ. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০২২

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে প্রতিবছরের ন্যায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত ৯ম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের স্বনামধন্য ১৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশাগ্রহণ করে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ৩য় তলাস্থ সম্মেলন কক্ষে বিতর্ক প্রতিযোগিতার ১ম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ মে ২০২২ এবং ১৯ মে ২০২২ তারিখ যথাক্রমে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়। ৩১ মে ২০২২খ্রি: তারিখে ফাইনাল পর্বটি বিটিভি-তে ধারণ করা হয় এবং উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ। বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং রানার্স-আপ হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। চ্যাম্পিয়ান দলের প্রাইজমানি ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা এবং রানার্স-আপ দলের প্রাইজমানি ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। তাছাড়া চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স-আপ দলের জন্য ২টি করে ক্রেস্টসহ চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স-আপ দলের সদস্যদের প্রত্যেকের জন্যে ১টি করে মোট ৬টি ক্রেস্ট এবং ৬টি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। উক্ত বির্তক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি ০৬ জুন ২০২২ তারিখ বিশ্ব পরিবেশ দিবসের দিন বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়।

চিত্র-২.১৪: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ বিতর্ক প্রতিযোগিতা।

চ. পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সভা সেমিনারের আয়োজন

১। পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে করনীয় শীর্ষক আলোচনা সভা

পরিবেশ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর আয়োজনে এবং বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) সহ ১৫টি পরিবেশবাদী ও সামাজিক সংগঠনের সহযোগিতায় গত ৬ জুন ২০২২ তারিখ, সোমবার বিকেল ৩.৩০ ঘটিকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়াম, ঢাকা-তে পরিবেশ দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে "পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে করনীয়" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ক্যাপসের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার। বাপার যুগ্ন সম্পাদক এবং বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের সমন্বয়ক মিহির বিশ্বাস এর সঞ্চালনায় উক্ত আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন বাপা'র সহ-সভাপতি অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ তালুকদার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আফতাব আলী শেখ। মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার বাংলাদেশের পরিবেশগত নানা সমস্যা কারণ তুলে ধরেন এবং বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) এর কর্তৃক পরিচালিত কয়েকটি গবেষণার ফলাফল প্রদর্শন করেন। বিশেষ করে তিনি বায়ু, শব্দ ও পানি দূষণ রোধে করণীয় বিষয়াবলী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং সরকারের গৃহিত পদক্ষেপগুলোকে তুলে ধরেন। তিনি আরও বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের একার পক্ষে দূষণ নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব নয়। কেননা পরিবেশ অধিদপ্তরের বাজেট ও লোকবলের স্বল্পতা রয়েছে। উক্ত সভায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়য়ের শিক্ষক ও ১৬টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী, গবেষণা সহকারীসহ অন্যান্য প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র-২.১৫: পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণে করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা।

২। "জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষে গত ০৭ জুন ২০২২ তারিখ বিকাল ০৩:০০ ঘটিকায় পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে (৩য় তলা) বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন ও পরিবেশ অধিদপ্তর যৌথভাবে "জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন" শীর্ষক একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক প্রধান বন সংরক্ষক জনাব ইউনুস আলী।

প্যানেলিষ্ট হিসেবে আলোচনায় ছিলেন জনাব ধরিত্রী কুমার সরকার, উপসচিব (জলবায়ু পরিবর্তন-৩),পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং ড. সুরজিত সাহা রায়, প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, কৃষি মন্ত্রণালয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার,পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবেশ অধিদপ্তর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সৈয়দ নজমুল আহসান, পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা), পরিবেশ অধিদপ্তর। অনুষ্ঠানটির মূল প্রবন্ধ উপস্থপন করেন ড. ইঞ্জিনিয়ার খালেকুজ্জামান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন (বন্ধু)। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন বন্ধুচুলা, সাশ্রয়ী চুলা, পরিবেশ বান্ধব কৃষি, সৌর বিদ্যুৎ চালিত সুপেয় খাবার পানি এবং জলবায়ু বান্ধব বৃক্ষ রোপন প্রকল্প পরিচালনা করছে। সেমিনারে প্রধান অতিথি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন এর সকল প্রকল্পের কাজের প্রশংসা করেন।

চিত্র-২.১৬: "জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে বাংলাদেশ বন্ধু ফাউন্ডেশন" শীর্ষক সেমিনার।

৩। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের তরুণদের সম্পৃক্ত করে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় তরুণদের ভূমিকা তুলে ধরতে গত ০৬ জুন ২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে একটি জনসচেতনতামূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারটি পরিবেশ অধিদপ্তর, সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেইঞ্জ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ (সিথ্রিইআর), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, সেইভ দ্যা চিল্ড্রেন ইন বাংলাদেশ এবং অনুসন্ধানী ক্রিডস লিমিটেড (ও.ক্রিডস) এর সম্মিলিত উদ্যোগে আয়োজিত হয়। এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব হাবিবুন নাহার, এমপি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে জনাব তানভীর শাকিল জয়, এমপি ও সভাপতি, ক্লাইমেট পার্লামেন্ট উপস্থিত ছিলেন। পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. আবদুল হামিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ, ইয়ুথ-লেড অরগানাইজেশন, উন্নয়ন সংস্থা, এনজিও এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সিথ্রিইআর, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক ও ড. আইনুন নিশাতের শুভেচ্ছা বক্তব্যের মাধ্যমে সেমিনারটি শুরু হয়। সেমিনারের প্রথম অংশে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন সিথ্রিইআর, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট মিস জারিন তাসনীম ঐশী যা পরবর্তীতে একটি চমৎকার ও স্বতঃস্ফূর্ত প্যানেল ডিস্কাসন ও মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। উক্ত সেমিনারে প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মাহমুদ হাসান, ইয়ুথ কোওর্ডিনেটর, ইউএনডিপি বাংলাদেশ, জনাব মোঃ মোস্তাক আহমেদ, পরিচালক, হিউম্যানিটারিয়ান, সেইভ দ্যা চিল্ড্রেন ইন বাংলাদেশ, ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শাহাদাত হোসেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও, অনুসন্ধানী ক্রিডস লিমিটেড (ও.ক্রিডস) এবং ওয়ারেফতা-ই-মোর্শেদ, প্রতিষ্ঠাতা, গ্রস ইন্টারন্যাশনাল নেচার। মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব হাবিবুন নাহার, এমপি উল্লেখ করেন যে কোন কর্মপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস হলো তরুনেরা। তিনি মনে করেন যুবসমাজই হলো পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় চালিকাশক্তি। তিনি আরও বলেন যে, যুবকেরা কাজ করতে গিয়ে সবচেয়ে বড় যে সমস্যায় পরে তা হলো সহযোগিতার অভাব। তিনি মনে করেন বর্তমানে এই যুব সমাজই সবচেয়ে বড় সম্পদ যদি তারা সঠিক পথে চলে। কিন্তু এরা যদি বিপথে চলে তাহলেই তা দেশ ও জাতির জন্য কাল হয়ে দাঁড়াবে। তিনি সকলকে এ বিষয়ে চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনার আহবান জানান। এজন্য তিনি মনে করেন শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে এই বিষয়গুলো যুক্ত থাকা দরকার। যে তরুণের এতো প্রতিবন্ধকতা নিয়েও কাজ করে যাচ্ছেন তিনি তাদের সাধুবাদ জানান। তিনি সংগঠনগুলোকে ফান্ড নেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর জায়গা থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতা আশ্বাস দেন।

চিত্র-২.১৭: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জনসচেতনতামূলক সেমিনার।

৪। "পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার অঙ্গীকার" শীর্ষক সেমিনার

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা কলিং ও পরিবেশ বাচাঁও আন্দেলান (পবা) আয়োজিত পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ শীর্ষক সেমিনার পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে পবা চেয়ারম্যান জনাব আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রনালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: মনিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক সৈয়দ নজমুল আহসান, সমাজবিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ড, বারসিকের পরিচালক রোমাইসা সামাদ, ইউএসএআইডি প্রতিনিধি সুমনা বিনতে মাসুদ, কাউন্টারপার্ট ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধি মইনুদ্দীন আহমেদ, ইফফাত জেরিন। অনুষ্ঠানে ধারণাপত্র উত্থাপন করেন লেখক ও গবেষক জনাব পাভেল পার্থ। সেমিনারের শুরুতে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বারসিকের প্রজেক্ট ম্যানেজার ফেরদৌস আহমেদ ও সঞ্চালনা করেন কনসোর্টিয়াম কো-অরডিনেটর সানজিদা জাহান আশরাফি। দুঃস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে), জাতীয় পরিবেশ পদকপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বারসিক, কাপ ও ইনসাইটস্ যৌথভাবে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করছে।

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০২১ এবং চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা ২০০৮ এর বিধানাবলী অনুসরণে সমাজভিত্তিক বর্জ্যব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে জোরদার করা সম্ভব। আর এই পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাই আমাদের এক স্বাস্থ্যকর পরিবেশবান্ধব সবুজ আগামী উপহার দিতে পারে। সবাই মিলে এক পৃথিবীর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কেবলমাত্র প্রাণ-প্রকৃতি সংরক্ষণ করলেই হবে না, পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

চিত্র-২.১৮: পরিবেশবান্ধব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার অঙ্গীকার শীর্ষক সেমিনার।

৫। শিল্প উদ্যোক্তাগণকে নিয়ে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অনুষ্ঠান আয়োজন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন শিল্প উদ্যোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অনুষ্ঠান আয়োজনকল্পে গত ২৯ মে ২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরে একটি প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মোঃ হুমায়ুন কবীর এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ স্কয়ার গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ, বেক্সিমকো ফার্মা, সামিট পাওয়ার, ওরিয়ন গ্রুপ, এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড, ইউনিলিভার বাংলাদেশ, ওয়ালটন গ্রুপ, পিএইচপি ফ্লোট গাস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এবং ব্র্যাক ব্যাংক লিমিটেড-এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক পরিবেশ দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইতিমধ্যে গৃহীত এবং গৃহীতব্য কার্যক্রমসমূহ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। সভাপতি শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ (Corporate Social Responsibility) হিসেবে পরিবেশ সচেতনতামূলক মেসেজ সম্বলিত টি-শার্ট বিতরণ, মোবাইল অপারেটরদের মাধ্যমে পরিবেশ বিষয়ক মেসেজ প্রেরণ, স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে পরিবেশ সচেতনতামূলক বার্তা/পোস্টার প্রদর্শন, পরিবেশ বৃত্তি প্রবর্তন, পরিবেশবান্ধব উদ্ভাবনী প্রযুক্তির প্রসার, স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ জানান।

চিত্র-২.১৯: শিল্প উদ্যোক্তাগণকে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও সবুজ শিল্পায়নে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান।

ছ. বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

"একটাই পৃথিবী: প্রকৃতির ঐকতানে টেকসই জীবন" এ শ্লোগান ও প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ এবং ৫-১১ জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত পরিবেশ মেলা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষ্যে ১৬ জুন, ২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ও পরিবেশ মেলা ২০২২ এর সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত, এমপি, প্রাক্তন উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জনাব আবুল কালাম আজাদ, Distinguished Fellow, Global Center on Adaptation এবং ড. কাজী খলীকুজ্জামান আহমদ, চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ড. আবদুল হামিদ। অনুষ্ঠান শেষে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকান্ডের ওপর একটি প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

প্রধাণ অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি বলেন, 'টেকসই জীবন রক্ষা করতে না পারায় আমরা নিজেরাই ভোক্তভোগী হচ্ছি। পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে করোণার মতো ভয়াবহ ব্যধিত্যে আক্রান্ত হচ্ছি।' ২০২৫ সালের পর পোড়া মাটির ইট আর কোন সরকারি কাজে ব্যবহার করা হবে না উল্লেখ করে তিনি বলেন ১০০% ব্লক ইট নির্মান কাজে ব্যবহার চালু করা গেলে সনাতন পদ্ধতির ইট-ভাটা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে বায়ু দূষণ অনেকাংশেই কমে যাবে। অতঃপর মাননীয় মন্ত্রী ৪টি ক্যাটাগরি- শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতা এবং পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করেন। শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ১২ জন বিজয়ীদের মধ্যে সনদ, ক্রেস্ট, প্রাইজমানি/প্রাইজবন্ড ও উপহার-জলরং প্রদান করা হয়। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারী ৩ জনের প্রত্যেককে ৩০০০/- টাকা এবং উত্তম স্থান অজর্নকারী ৯ জনের প্রত্যেককে ২০০০/- টাকা প্রাইজমানি প্রদান করা হয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় অংশগ্রহন করে। তন্মধে বিজয়ী দল বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এবং রানার্স আপ দল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। বিজয়ী দলকে ৪০,০০০/- টাকা এবং রানাস্ আপ দল পায় ৩০,০০০/- টাকার প্রাইজমানি, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়। পরিবেশ বিষয়ক শ্লোগান প্রতিযোগিতায় পাচঁশত এর অধিক বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হতে শ্লোগান পাওয়া যায়। যাচাই বাছাই শেষে ৩ জনকে বিজয়ী ঘোষনা করা হয় এবং তাদের ১ম, ২য়, ৩য় স্থান অর্জনকারীদের মাঝে যথাক্রমে-১০,০০০/- টাকা, ৮,০০০/- টাকা, ৭,০০০/- টাকার প্রাইজমানি, ক্রেস্ট এবং সনদ প্রদান করা হয়।

চিত্র-২.২০: বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২২ এর সমাপনী ও পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

জ. মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশ ভবনে আলোচনা সভা

২৬ মার্চ ২০২২ তারিখ এবার জাতি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন করেছে। ৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে পরিবেশ ভবনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব এবং সুবর্ণজয়ন্তীতে দেশের উন্নয়ন" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বিশেষ অতিথি হিসেবে বেগম হাবিবুন নাহার,এম.পি, মাননীয় উপমন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ড. আবদুল হামিদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অতিরিক্ত মহাপরিচালক মোঃ হুমায়ুন কবীর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মোহাম্মদ মাসুদ হাসান পাটোয়ারী।

চিত্র-২.২১: মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পরিবেশ ভবনে আলোচনা সভা।

ঝ. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২ তম জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২ তম জন্মশত বার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলাই ছিল তার একমাত্র লক্ষ্য। নিপীড়িত মানুষের নেতা, গণমানুষের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধুর নাম বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত সমাদৃত। প্রতি বছর এ দিনটি জাতীয় শিশু দিবস হিসেবেও পালিত হয়। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ মহোদয়ের নেতৃত্বে পরিবেশ ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়, সদর দপ্তর, ঢাকা মহানগর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা গবেষণাগার এর পরিচালকগণ, উপপরিচালকগণসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং ঢাকা জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২.২২: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস

ঞ. পরিবেশ অধিদপ্তরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন

৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও দিনটি না না আনুষ্ঠানিকতায় উদযাপিত হয়। নারীর অধিকার রক্ষায় বিশ্বব্যাপী সমতাভিত্তিক সমাজ-রাষ্ট্র গড়ার লক্ষ্যে প্রতিবছর এই দিনে দিবসটি উদযাপন করা হয়। ১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ঘোষণা করে। ৮ মার্চ ২০২২ "টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই অগ্রগণ্য" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জনাব ড. আবদুল হামিদ ফুল দিয়ে দপ্তরের সকল নারী সহকর্মীদের শুভেচ্ছা জানান। পাশাপাশি কেক কেটে দিবসটি উদযাপন করা হয়। তিনি পরিবেশগত মানোন্নয়ন ও পরিবেশ সংরক্ষণে নারী ও পুরুষ সমভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে কার্যক্রম আরো জোরদার করার পরামর্শ দেন। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রধান কার্যালয়; ঢাকা মহানগর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা গবেষণাগার এর পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ এবং সকল নারী সহকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

ট. ঐতিহাসিক ৭ মার্চ ২০২২ জাতীয় দিবস

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এক অনন্য দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দান) বিশাল জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। এ দিন লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের উপস্থিতিতে এই মহান নেতা বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' এ ভাষণকে কেন্দ্র করে যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে লাখো- কোটি বাঙ্গালি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ডস ডকুমেন্টারি হেরিটেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। এ ভাষণের অন্য নাম 'বজ্রকণ্ঠ'। 'ঐতিহাসিক ৭ মার্চ' ২০২২ জাতীয় দিবস হিসাবে উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ এর নেতৃত্বে পরিবেশ ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এ সময় অতিরিক্ত মহাপরিচালক, সদর দপ্তর; ঢাকা মহানগর, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা গবেষণাগার এর পরিচালকগণ, উপপরিচালকগণসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এবং ঢাকা জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২.২৩: ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তাবক অর্পণ ও বর্ণিল আলোকসজ্জা।

২.২০ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর

পরিবেশ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয়/আঞ্চলিক/মহানগর/গবেষণাগার কার্যালয়সমূহের সাথে ৩০ জুন, ২০২২, রোজ বৃহস্পতিবার ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. আবদুল হামিদ, পরিচালক ও উপপরিচালকবৃন্দ ও অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্র-২.২৪: ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর।

বন অধিদপ্তর

৩.১ পরিচিতি

বন অধিদপ্তর বনজ সম্পদ সংরক্ষন, বনায়ন ও বনজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার সাথে জীববৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধনে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%। বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর; যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪%। বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%। ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের বনাঞ্চল রয়েছে। যেমন- পাহাড়ী বন, প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন, সৃজিত উপকূলীয় বন, শালবন, জলাভূমির বন ইত্যাদি।

৩.২ ভিশন

আধুনিক প্রযুক্তি ও সহনশীলতার মাধ্যমে বন সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র সংরক্ষণ, দারিদ্র বিমোচন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

৩.৩ বন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন

৩.৩.১ বন অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জন (২০০৯-১০ হতে ২০২১-২২)

দেশের বনজ সম্পদের ঘাটতি পূরণ, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর ইতোমধ্যে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এছাড়া বন ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধনের জন্য সকল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ কতিপয় কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণ এ কর্মসূচিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বন এলাকার পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকায় সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন পতিত ও প্রান্তিক ভূমিতে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপণ করে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও জনগণের মধ্যে বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিশেষ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বন অধিদপ্তর বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে।

- ★ ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প, কর্মসূচি, জলবায়ু ট্রাস্টফান্ডের প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় ম্যানগ্রোভসহ ১,৯৩,৪৫৩ হেক্টর ব্লক, ২৮,৪৫৮ সিডলিং কি.মি. স্ট্রীপ বাগান সৃজন এবং বিক্রয় বিতরণ সহ সর্বমোট ১০৮৬.০০ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়।
- ★ উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ীকরণের লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ২০০৯-২০১০ হতে ২০২১-২২ আর্থিক সাল পর্যন্ত ৮০,৪০৩ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন করা হয়েছে।
- ★ ২০০৯-২০১০ হতে ২০২০-২১ আর্থিক সাল পর্যন্ত বন অধিদপ্তর এর আওতায় ৩৮টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়।
- ★ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২২টি রক্ষিত বনাঞ্চল এলাকায় স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ২৮টি সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। সহ-ব্যবস্থাপনার আওতায় গঠিত কো-ম্যানেজমেন্ট কমিটি এর সদস্য হিসেবে ১৬৯০ জনের মধ্যে ৩৮২ জন মহিলা সম্পৃক্ত আছে।
- ★ সামাজিক বনায়নসহ দেশব্যাপী বনায়ন কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- ★ বন উজাড় ও অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বায়ুমন্ডল হতে কার্বন অপসারণ বৃদ্ধিকল্পে Bangladesh National REDD+ Strategy Ges REDD+ ব্যবস্থাপনা কাঠামোসমূহের গঠন অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও বনায়ন কর্মসূচিতে জনগোষ্ঠী ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন সংক্রান্ত নিম্নলিখিত ৪টি নির্দেশিকা অনুমোদিত হয়েছে-
    - ১) এডাপটেশন লার্নিংসেন্টার (এএলসি) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
    - ২) সহ-ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিএমসি) আয় বিধায়ক তহবিল পরিচালনা নির্দেশিকা;
    - ৩) কমিউনিটি রির্সোস সেন্টার (সিআরসি) পরিচালনা ও নির্দেশিকা;
    - ৪) মাটির কিল্লা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা।
- ★ সুন্দরবনে ২০১৫ ও ২০১৮ সালে ক্যামেরা ট্র্যাপিং পদ্ধতিতে বাঘ জরিপের ফলাফল অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা যথাক্রমে ১০৬টি এবং ১১৪টি। উল্লেখ্য সুন্দরবনে ব্যবস্থাপনা জোরদার করার ফলে জরিপের তুলনামূলক হিসাব অনুযায়ী ২০১৫ সালের তুলনায় সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা শতকরা ৭.৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণের লক্ষ্যে Tiger Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ★ হাতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে Bangladesh Elephant Conservation Action Plan (২০১৮-২০২৭) প্রণয়ন, দেশের অভ্যন্তরে হাতি চলাচলের পথ ও করিডোর বিষয়ক এটলাস প্রস্তুত এবং ট্রান্সবাউন্ডারি করিডোর চিহ্নিত করা হয়েছে এবং হাতি উপদ্রুত এলাকায় হাতি-মানুষ দ্বন্দ্ব নিরসণে ১২০টি এলিফ্যান্ট রেসপন্স টিম গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিমের মোট সদস্য সংখ্যা ১২০০ জন।
- ★ ডলফিন সংরক্ষনের লক্ষ্যে বাংলাদেশে বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারন্যের সাথে সুন্দরবনে ডলফিনের হটস্পটগুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি অভয়ারন্য সহ মোট নয়টি ডলফিন অভয়ারন্য ঘোষণা করা হয়েছে। সুন্দরবনে ডলফিন সংরক্ষণের জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে ৭টি ডলফিন সংরক্ষণ দল গঠন এবং ১,০০০টি জেলে পরিবারকে ৩৯,০০০ টাকার সমপরিমাণ আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত ৪টি গাইডলাইন/পরিকল্পনা দলিল অনুমোদন করা হয়েছে-

১) ডলফিন সংরক্ষণ দলের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা;
২) ডলফিন কনজারভেশন এ্যাকশন প্যান;
৩) ডলফিন এ্যাটলাস অব বাংলাদেশ;
৪) ম্যানেজমেন্ট প্যান ফর দি গ্যাঞ্জেস রিভার ডলফিন অব হালদা রিভার।

★ বাংলাদেশে 'মহাবিপন্ন' বাংলা শকুন সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা এবং দেশব্যাপী শকুনের জন্য ক্ষতিকারক ওষুধ 'ডাইক্লোফেনাক' এবং কিটোপ্রোফেনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

★ বাঘ, হাতি ও কুমিরের আক্রমণে নিহত বা আহত মানুষের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য প্রণীত ''বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা-২০২১'' অনুযায়ী ২০১০-২০১১ হতে অদ্যাবধি বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত/পঙ্গু/ঘরবাড়ি ফসলাদি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ১,২৮৭ জনকে প্রায় ৫১,০১,৩,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

★ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী তথা মুজিববর্ষকে স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সারা দেশে জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে এক কোটি বৃক্ষের চারা বিতরণ ও রোপন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিগত ১৬ জুলাই, ২০২০ তারিখ উক্ত কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলায় ২০,৩২৫টি করে বনজ, ঔষধি ও ফলদ বৃক্ষের চারা জনসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

★ বৃক্ষরোপণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য বৃক্ষরোপণে ''প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার'' এবং প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও সংস্থাকে ''বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন''প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

৩.৩.২ বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট এর ২০২১-২২ অর্থবছরের অর্জন

★ বন্যপ্রাণী অপরাধ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের অধীনে ২০১২ সালে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট গঠন করা হয়। সূচনালগ্ন হতেই সারাদেশে বন্যপ্রাণী ও ট্রফি উদ্ধার, উদ্ধারের পর বনে এবং অনুকূল আবাসস্থলে বন্যপ্রাণী মুক্ত, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট-এর সহায়তায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে বন্যপ্রাণী ও বন্যপ্রাণীর ট্রফি উদ্ধার, গোয়েন্দা নেটওয়ার্কিং-উৎস সৃষ্টি ও ডাটাবেজ তৈরি, বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধ নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সমন্বয় ও সহযোগিতা বজায় রাখা, ই-মেইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বন্যপ্রাণী সংশ্লিষ্ট অপরাধের তথ্য সংগ্রহ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

★ এরই ধারাবাহিকতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৫৬ টি প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ উদ্ধার/অভিযানের মাধ্যমে পাচার/বিক্রিকালে মোট ২৭৫৩ টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধের দায়ে ৪২ জন আসামীর বিরুদ্ধে ১৫ টি মামলা (পিওআর-০৬ টি, মোবাইল কোর্ট-০৫ টি এবং থানায় ০৪ টি) দায়ের করা হয়।

★ ২০২১-২২ অর্থ বছরে সাতক্ষীরার মোজাফফর গার্ডেন, শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত সীতেশ বাবুর চিড়িয়াখানা, গাজীপুরের গ্রীন ভিউ এন্ড গলফ রিসোর্ট এবং সারা রিসোর্ট এ অভিযান পরিচালনা করে বেশ কিছু বিলুপ্ত প্রজাতির বন্যপ্রাণী উদ্ধার করা হয়। মিনি চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সম্পর্কে অবগত না থাকায় স্বেচ্ছায় WCCU এর কাছে বন্যপ্রাণীসমূহ হস্তান্তর করে এবং WCCU এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সহযোগিতা করবে বলে অঙ্গীকার করে।
২০২১-২২ অর্থ বছরে বন্যপ্রাণী অপরাধ ও ফরেনসিক বিষয়ক সর্বমোট ১১ টি (ঢাকাতে ০৩ টি, নেত্রকোনায় ০১ টি, সাতক্ষীরায় ০১ টি, বরগুনায় ০২ টি, বাগেরহাটে ০১ টি, ঠাকুরগাঁও এ ০১ টি, মংলাতে ০১ টি এবং কুড়িগ্রামে ০১ টি) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ঢাকা, বগুড়া, নওগাঁ, পাবনা, রাজশাহী, নাটোর, জয়পুরহাট, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী, দিনাজপুর, গাইবান্ধা, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, যশোর, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, খুলনা, সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও নেত্রকোনা জেলার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন থেকে ৩৩০ জন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজ উদ্যোগে যার যার এলাকায় নতুন নতুন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরির মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

★ এছাড়া ২০২১-২২ অর্থবছরে বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট কর্তৃক বন্যপ্রাণী বিষয়ক সচেতনতামূলক সভা করা হয় ১৬৮ টি, অনলাইন সভা করা হয় ২১৬ টি এবং বন্যপ্রাণী বিষয়ক সচেতনতামূলক লিফলেট, পোস্টার, বুকলেট ও স্টিকার বিতরণ করা হয় সর্বমোট ৪০,০১০ টি।

৩.৩.৩ উপকূলীয় বনায়নে অর্জিত সাফল্য

বাংলাদেশ বিশ্বে সর্বপ্রথম উপকূলীয় চরাঞ্চলে সফল বনায়নকারী দেশ। বন বিভাগ ষাটের দশক থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে জেগে ওঠা চরে বনায়ন শুরু করেছে। উপকূলীয় চরে বনায়ন প্রক্রিয়ায় বনজ সম্পদ সৃষ্টির পাশাপাশি উপকূলবাসীকে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে সুরক্ষা করছে এবং সাগর থেকে ভূমি জেগে ওঠাসহ দৃঢ়ীকরণ প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন এবং এর নেতিবাচক প্রভাব হ্রাসে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধে সবুজ বেষ্টনী হিসেবে কাজ করছে; সেই সাথে দেশে কার্বন মজুদ বৃদ্ধি পেয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন বন্যপ্রাণীর অভয়াশ্রম ও মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।

★ বনায়নের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগর থেকে ১ হাজার ৬৮০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূমি দেশের মূল ভূ-খন্ডের সাথে যুক্ত হয়েছে।

★ উপকূলীয় চরাঞ্চলে এ যাবৎ ২ হাজার ২৭৬.৭ বর্গ কি.মি. চর বনায়ন করা হয়েছে, যা উপকূলবাসীকে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও নদীভাঙ্গন-এর মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবল থেকে রক্ষা করে আসছে।

★ উপকূলীয় চর বনায়নের প্রভাবে উপকূলীয় বনের ভূমি স্থায়িত্ব অর্জন করায় উপকূলের ১ লক্ষ ১২ হাজার ৬৩ একর জমি শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে ভুমি মন্ত্রণালয়ে ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে।

৩.৩.৪ সামাজিক বনায়নে অর্জিত সাফল্য

★ সামাজিক বনায়নের আওতায় ১৯৮১-১৯৮২ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ২ হাজার ৩৩৯.২৮ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ৭৬ হাজার ৬৫২.৭৬ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক সারাদেশে ৭৫০০ হেক্টর ব্লক বাগান ও ১০০০ সিড্‌লিং কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

★ সৃজিত বাগানে ৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৫৪ জন উপকারভোগী সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে মহিলা উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৪০ হাজার ৮৬৫ জন।

★ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সৃজিত বাগানসমূহ হতে মোট ৪৮ হাজার ২৯৭ হেক্টর ব্লক/উডলট এবং ২১ হাজার ৫৫৭ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান কর্তন করা হয়েছে। যার বিক্রয় মূল্য মোট ১৪৬৫ কোটি ৯৭ লক্ষ ৫২ হাজার ১৫৭ টাকা মাত্র।

★ এযাবৎ ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯৯৪ জন উপকারভোগীর মাঝে মোট ৪১১ কোটি ৫২ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯০১ টাকা মাত্র বিতরণ করা হয়েছে।

★ ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত পুনর্বনায়ন কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত বৃক্ষরোপণ তহবিলে (টিএফএফ) মোট ১১৩ কোটি ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার ৭৯৯ টাকা জমা করা হয়েছে।

★ এযাবৎ সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে সরকারের অর্জিত রাজস্ব আয়ের পরিমাণ মোট ৫৪০ কোটি ১৮ লক্ষ ৯৭ হাজার ৯৩৮ টাকা মাত্র।

★ ভূমি মালিক ও ইউনিয়ন পরিষদসহ অন্যান্য অংশীজনের মধ্যে বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ মোট ২১৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ২৪৮ টাকা মাত্র।

৩.৩.৫ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল এর ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অর্জিত সাফল্য

★ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ৫১ টি এলাকাকে রক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সম্প্রতি হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox's Bazar with Myanmar and India" শীর্ষক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে;

★ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত ''বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প'' এর আওতায় কাপ্তাই অঞ্চলে ৮ কিলোমিটার ও শেরপুর জেলার বালিজুড়ি এলাকায় ২ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক বেড়া বা সোলার ফেন্সিং স্থাপন করা হয়েছে। ২০২১ সালের ৩ মার্চ সুন্দরবনে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট ড্রোন হস্তান্তর করা হয়েছে

★ দেশের জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এয়ারগান নিষিদ্ধ করে গেজেট করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। মহাবিপন্ন বাংলা শকুন রক্ষার্থে ২০২১ সাল থেকে সারা দেশে কিটোপ্রোফেনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে;

★ বৃক্ষচারী মহাবিপন্ন প্রজাতি উল্লুক সংরক্ষণে তাদের চলাচলের জন্য সাতছড়ি ও লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে Canopy Walkway/ Bridge তৈরীর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;

★ নিষিদ্ধ হাঙর ও রে মাছ ধরা ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে; বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর তপশিলসমূহে বাংলাদেশে প্রাপ্ত নতুন প্রজাতির হাঙর ও রে অন্তভুক্ত করে ২০২১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়। মানুষ ও বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনের লক্ষ্যে ''বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প'' এর আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও অঘজ (Assisted Natural Regeneration) সৃজন করা হয়েছে;

★ ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত মানুষের জান-মালের ক্ষতিপূরণ প্রদান বাবদ ১৩০.৭২৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মানিত এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ''Bangabandhu Award for Wildlife Conservation'' পদক প্রদান সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১০ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত ৩টি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৩৭ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;

★ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপী নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

৩.৪ বন অধিদপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

৩.৪.১ প্রশাসনিক

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) :

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
অধিদপ্তর/সংস্থা সমূহ/ সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১০,৪৯২টি	৬,৯৮৯	৩,৫০৩ টি		

শূন্যপদের বিন্যাস :

অতিরিক্ত সচিব/তদূর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	৯	১১৬	৩৮১	২৩১১	৬৮৫	৩৫০৩

অতীব গুরুত্বপূর্ণ (strategic) পদ (অতিরিক্ত সচিব/সমপদমর্যাদা সম্পন্ন/সংস্থা-প্রধান/তদূর্ধ্ব) শূন্য থাকলে তার তালিকা :

১। প্রধান বন সংরক্ষক - ০১ টি (০১টি পদ চলতি দায়িত্বে পূরণকৃত)

অডিট আপত্তি : অনুন্নয়নখাত

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে

মন্ত্রনালয়/ বিভাগ সমুহের নাম	অডিট আপত্তি (১ লা জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পযন্ত)		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বন অধিদপ্তর	প্রাঃ (৪৩৯)	২৫৯.২৫	৯৮	৭৬	৩০.৩৩	৪৬১	৩৩১.৫৯
	৯৮	১০২.৬৭					
সর্বমোট =	**৫৩৭**	**৩৬১.৯২**				**৪৬১**	**৩৩১.৫৯**

অডিট আপত্তি : উন্নয়নখাত

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

টাকার অংক কোটি টাকায় প্রদান করতে হবে

মন্ত্রনালয়/ বিভাগ সমুহের নাম	অডিট আপত্তি (১ লা জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পযন্ত)		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বন অধিদপ্তর	১৬৮	২৩.৮৫	১৪০	৪০	৫.৬০	১২৮	১৮.২৫

৩.৪.২ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০২১-২২) মন্ত্রণালয়/ অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত ও রুজুকৃত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দন্ড	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯৭	১	৫৮	৬৩	১১২	১৭৫

৩.৪.৩ সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
১৬৮৮	১৯	-	১৫৭৯	১৬৫৯

৩.৪.৪ মানবসম্পদ উন্নয়ন

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
১০৯ টি	১৭৮৬ জন

৩.৫ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (২০২১-২০২২) ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২১-২০২২ আবশ্যিক বিষয়ঃ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা-২০ জন, আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-৬০ জন, শিষ্টাচার, শুদ্ধাচার, পরিচ্ছন্নতাসহ দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২২ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা-৩০ জন, ওরিয়েন্টেশন কোর্স-২১, ইএফটি প্রশিক্ষণ-১১৯, জিপিএস, স্মার্ট প্রেট্রোলিং-২০, Advance Training on Smart Patolling-২৫ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ-৩০ জন, বেসিক ফরেস্ট্রি কোর্স-২৪ জন, বন্যপ্রাণী আবাসস্থল ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক-৩০ জন, Strategic Environmental Assessment (SEA) of South West Region of Bangladesh for Conserving Outstanding Universal Value of the Sundarban-৭জন, বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" সংক্রান্ত নীতিমালা এবং পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই-এ সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-১২ জন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর আওতায় ২০২১-২০২২ আবশ্যিক বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এবং তথ্য অধিকার বিষয়ে কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রশিক্ষণ-২২ জন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির এর আওতায় ২০২১-২০২২ আবশ্যিক বিষয়ঃ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্ম-পরিকল্পনা, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্ম-পরিকল্পনা এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন কর্ম-পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত প্রশিক্ষণ-২১ জন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা,২০২১-২০২২ এর আওতায় বন কর্মচারীদের শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-১৫ জন, বন্যপ্রাণী অপরাধ উদঘাটন এবং তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত বিশেষ কোর্স-৩০ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ২য় ব্যাচ ৩০ জন, অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন- ২১ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ৩য় ব্যাচ-৩০ জন, আধুনিক নার্সারী ও বাগান সৃজনের

কলা-কৌশল-২৫ জন, বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি APAMS সফটওয়ারে দাখিল করার কাজ সম্পাদন-১৯ জন, বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা শীর্ষক প্রশিক্ষণ-৭ জন, বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ-৪০জন, তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১৫ জন, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচারের প্রয়োজনীয়তা-১২ জন, দূর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১২ জন, বন আইন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ-১৮ জন, ফরেষ্ট গার্ডদের জন্য ফরেষ্ট সার্ভেয়িং, বন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ এবং জিপিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০ জন, এসএসপি ড্যাসবোর্ড পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন প্রশিক্ষণ-১৫ জন, বন আইন, বন্যপ্রাণী আইন, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ও রক্ষিত এলাকা বিধিমালা-৫০ জন, আধুনিক নার্সারী ও বাগান সৃজনের কলা-কৌশল ২য় ব্যাচ-২৫ জন, বন আইন, বন্যপ্রাণী আইন, সামাজিক বনায়ন বিধিমালা ও রক্ষিত এলাকা বিধিমালা ইত্যাদি-৪৯ জন, অফিস ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ-২১ জন, জিপিএস ও স্মার্ট পেট্রোলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ-২০ জন, এফজিদের জন্য ফরেষ্ট সার্ভেয়িং, বন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালাসমূহ এবং জিপিএস বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০ জন, বন আইন, স্বাস্থ্যসেবা, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ-৪২ জন, পরিবেশ বান্ধব ইকোট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১৫ জন, পরিবেশ বান্ধব ইকোট্যুরিজম ব্যবস্থাপনা ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক ট্রেনিং-১৫ জন, Taining of Trainers (ToT) on Forest Restoration and Collaborative Forest Management-২০ জন, Training of Trainers (ToT) on Forest Restoration and Collaborative Forest Management শীর্ষক প্রশিক্ষণ-২০ জন, বন বিশ্রামাগারে আইন ও প্রশাসনিক বিধিবিধান-১৫ জন, E-Tendering বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১৮ জন, নার্সারী উত্তোলন এবং বাগান সৃজন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (রিফ্রেশারস কোর্স)-২০, শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ-২০ জন, Foresters Refreshers Course on Forest and Wildlife Managements and related acts & Rules-২০ জন, Foresters Refreshers Course on Forest and Wildlife Managements and related acts & Rules -২০ জন, সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক ট্রানজিট রুল ও আন্তর্জাতিক কাঠ ব্যবসা সংক্রান্ত লার্নিং সেশন প্রশিক্ষণ-১২ জন, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২২ বাস্তবায়ন হিসেবে অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ-১৮ জন। সর্বমোটঃ ১৩২৪ জন।

৩.৬ প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ বা মনোনয়ন

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে সেক্টর ওয়াইজ প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হয়, এতে প্রতি সেক্টরের দক্ষতা উন্নয়ন হচ্ছে।

৩.৭ অন দ্যা জব প্রশিক্ষন (OJT)

ফরেস্ট্রি সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, সিলেট ও রাজশাহীতে অন দ্যা জব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ফরেস্টারগণ ০২ (দুই) বৎসর মেয়াদী ডিপোমা-ইন-ফরেস্ট্রি (ইন) সার্ভিস প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকেন। বর্তমানে বন অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ উপযোগী ফরেস্টার না থাকায় সেখানে ইন সার্ভিস প্রশিক্ষণ আয়োজন সম্ভব হচ্ছে না। তবে ফরেস্টার, বন প্রহরী, বাগানমালী ও ওয়াচারদের জন্য স্বল্পমেয়াদী নানাবিধ প্রশিক্ষণ আয়োজন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

৩.৮ প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে (০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত) (প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ গমনকারী কর্মকর্তার সংখ্যা

উক্ত সময়কালে ২১ (একুশ) জন কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক কনফারেন্স, সেমিনার, এক্সপোজার ভিজিট ইত্যাদিতে অংশগ্রহণের জন্য বৈদেশিক সফরে গমন করেছেন। ১। বিষয়ঃ Bangladesh Delegation for participations in the conference of the parties (COP-26), দেশঃ Glasgow, United Kingdom, তারিখঃ ০৪-১২ নভেম্বর ২০২১। ২। বিষয়ঃ Validation of Agar Plantation Report দেশঃ Malaysia, তারিখঃ ২০-২২ জুন, ২০২২। ৩। বিষয়ঃ Climate and Biodiversity Theme Week at the World Expo-2020 Dubai, দেশঃ Dubai, The United Arab Emirates, তারিখঃ ০৩-০৯ অক্টোবর ২০২১। ৪। বিষয়ঃ Fifth session of the United Nations Environment Assembly (UNEA 5.2) and the special session of the assembly to commemorate the 50th anniversary of the UNEP. দেশঃ Nairobi, Kenya. তারিখঃ ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ ২০২২। ৫। বিষয়ঃ TCB Study Tour on Forest and Landscape Restoration, দেশঃ South Korea তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২। ৬। বিষয়ঃ TCB Study Tour on Forest and Landscape Restoration, দেশঃ South Korea তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২। ৭। বিষয়ঃ 2nd Asia Parks Congress, দেশঃ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২। ৮। বিষয়ঃ 2nd Asia Parks Congress, দেশঃ Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২। ৯। বিষয়ঃ XV World Forestry Congress, দেশঃ দক্ষিণ কোরিয়া, সিউল, তারিখঃ ২-৬ মে ২০২২। ১০। বিষয়ঃ XV World Forestry Congress, দেশঃ দক্ষিণ কোরিয়া, সিউল, তারিখঃ ২-৬ মে ২০২২। ১১। বিষয়ঃ Standard Enforcement Training (SET) on Wildlife Crime দেশঃ Kathmandu, Nepal, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২ ১২। বিষয়ঃ Validation of Agar Plantation Report দেশঃ Malaysia, তারিখঃ ২০-২২ জুন, ২০২২ ১৩। বিষয়ঃ Standard Enforcement Training (SET) on Wildlife Crime দেশঃ Kathmandu, Nepal,

তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২। ১৪। বিষয়ঃ Standard Enforcement Training (SET) on Wildlife Crime দেশঃ Kathmandu, Nepal, তারিখঃ ২৩-২৭ মে ২০২২ । ১৫। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২। ১৬। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২ । ১৭। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২ । ১৮। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২ । ১৯। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২ । ২০। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২ । ২১। বিষয়ঃ Collaborative Forest Management (CFM) for Sustainable Landscape Restoration, দেশঃ থাইল্যান্ড, তারিখঃ ৮ মে হতে ৬ আগস্ট ২০২২ ।

৩.৯ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য

০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত দেশের অর্ভ্যন্তরে আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপের বিবরণ

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
১	২
৮ টি	২৮৫ জন

৩.১০ তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ইন্টারনেট সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয় /বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ল্যান (LAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থাসমূহে ওয়ান (WAN) সুবিধা আছে কি না	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত জনবলের সংখ্যা	
				কর্মকর্তা	কর্মচারি
১	২	৩	৪	৫	৬
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অত্র ইউনিটের তথ্যাদি: ডেস্কটপ কম্পিউটার ০৫টি ল্যাপটপ ০৩টি	আছে	আছে	নাই	৫	৩

১.	বন অধিদপ্তরের রিমস্ ইউনিট এবং University of Maryland (UMD), USA যৌথভাবে বাংলাদেশের Tree Cover Monitoring ২০০০-২০১৪ সমাপ্ত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালে বাংলাদেশের Tree Cover ২২.৩৭% পাওয়া যায়। রিমস্ ইউনিট এ বছর থেকে পুনরায় ২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত Tree Cover Monitoring এর কাজ শুরু করেছে, যার প্রায় অর্ধেক সমাপ্ত হয়েছে।
২.	Google Earth প্লাটফর্ম ব্যবহার করে ICIMOD নেপালের সহযোগিতায় রিমস্ ইউনিট কর্তৃক বাংলাদেশের Land Cover Map প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে, যা প্রায় অর্ধেক সমাপ্ত হয়েছে।
৩.	SDG সূচক ১৪.২.১ এবং ১৪.৫.১ এর জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের পক্ষে বন অধিদপ্তরের রিমস্ ইউনিট হতে মেটাডাটা প্রস্তুতি করা হয়েছে।
৪.	সুফল প্রকল্পের অধীনে SSP(Site Specific Planning) ওয়েব ভিত্তিক প্লাটফরম তৈরীর কাজ সমাপ্ত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃক এই প্ল্যাটফরমের হালনাগাদ করা হচ্ছে।
৫.	বন অধিদপ্তরের সুন্দবন পূর্ব ও পশ্চিম বন বিভাগ, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, সিলেট ও চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম উত্তর বন বিভাগ ও চট্টগ্রাম দক্ষিণ বন বিভাগের জন্য ড্রোন ক্রয় করা হয়েছে এবং এ সকল বন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে ড্রোন পরিচালনার বিষয়ে রিমস্ ইউনিট কর্তৃক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বন বিভাগসমূহ ড্রোন ব্যবহার করে নিয়মিতভাবে বন পর্যবেক্ষণের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

৩.১১ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের লভ্যাংশ/মুনাফা/আদায়কৃত রাজস্ব থেকে সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

(টাকার অংকসমূহ কোটি টাকায়)

		২০২০- ২০২১		২০২১- ২০২২		হ্রাস(-)/বৃদ্ধি(+) হার	
		লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন
রাজস্ব আয়	ট্যাক্স রেভিনিউ	-	-	-	-	-	-
	নন-ট্যাক্স রেভিনিউ	১৪৬০২৫৫০০০০	১২৩২৮৭২০০০	৯৩৮৫২৫০০০	৮৭৮৪১৬০০০	২৩৯৮৮০০০০	২১১১২৮৮০০০
উদ্বৃত্ত (ব্যবসায়িক আয় থেকে)		-	-	-	-	-	-
লভ্যাংশ হিসাব		-	-	-	-	-	-

৩.১২ প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি/আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন/সমস্যা-সঙ্কট

৩.১২.১ ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য যে সকল আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। বন আইন, ২০২১
২। বন সংরক্ষণ আইন, ২০২২

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে অনুমোদনের জন্য যে সকল বিধিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

১। কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২২
২। বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন (সংশোধিত) নীতিমালা, ২০২১

৩.১২.২ সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের ২০২১-২০২২ আর্থিক সালের হালনাগাদ তথ্যাদি:

সৃজিত বাগান (২০২১-২০২২ সন)	বক/উডলটু ১০৫৩.৭৫ হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান ১৫৯৫ কিলোমিটার
উপকারভোগীর সংখ্যা (সৃজিত বাগানে সম্পৃক্ত)	পুরুষ -১৪৫০৮ জন ও মহিলা ৮১২২ জন; সর্বমোট = ২২৫৫১ জন
কর্তিত বাগান (২০২১ -২০২২ সন)	বক/উডলট ১৫২৩.৯৯ হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান ২০৩৮ কিলোমিটার
TFF এর অর্থায়নে পুনঃ বনায়ন (২০২১-২০২২সন)	বক/উডলট ১১৩০.৩৭হেক্টর এবং স্ট্রীপ বাগান ৩১১.৫০ কিলোমিটার
মোট বিক্রয় মূল্য	১১৮,১৪,৭৭,২৬৮ টাকা
উপারভোগীর সংখ্যা (কর্তিত বাগানে সম্পৃক্ত)	পুরুষ - ৪৩৩৯ জন ও মহিলা ১২৬৪ জন ; সর্বমোট = ৫৬০৩ জন
উপারভোগীর লভ্যাংশ	১৪৪,৪২,০৯,৮৭৩ টাকা (প্রদান)
ট্রি ফার্মিং ফান্ড (টিএফএফ)	২১,৮৬,৭০,০৪৪ টাকা (প্রদান)
রাজস্ব আয়	২৭,৮১,৫৪,৬৭৭ টাকা (সরকারি কোষাগারে জমাকৃত)
ভূমি মালিক প্রতিষ্ঠান /সংস্থার লভ্যাংশ	১৪,৫৪,৪০,৭৭৭ টাকা (প্রদান)
ইউনিয়ন পরিষদ এর লভ্যাংশ	৫,৩৩,২৮,২৫০ টাকা (প্রদান)
অন্যান্য সংস্থার লভ্যাংশ	৮৭,১৭,২২২ টাকা (প্রদান)

৩.১২.৩ বন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর পূণর্বিন্যাস

২০২১-২২ অর্থ-বছরে বন অধিদপ্তরের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোর পূনর্বিন্যাস করে ১৭৩৫০ (সতের হাজার তিনশত পঞ্চাশ) জনবল বিশিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩.১৩ উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের জন্য)

৩.১৩.১ উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই, ২০২১ থেকে ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত)

প্রতিবেদনাধীন বছরে মোট প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে এডিপিতে মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	প্রতিবেদনাধীন বছরে বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের শতকরা হার	প্রতিবেদনাধীন বছরে মন্ত্রণালয়ে এডিপি রিভিউ সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
২২টি	৪২২.৫৭	৮৮.৯২%	১১টি

৩.১৩.২ প্রকল্পের অবস্থা (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

শুরু করা নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে উদ্বোধনকৃত সমাপ্ত প্রকল্পের তালিকা	প্রতিবেদনাধীন বছরে চলমান প্রকল্পের কম্পোনেন্ট হিসাবে সমাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো
১) Feasibility Study for Infrastructural Development and Renovation Works of Existing Structure of Forest Department (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২) ২) সুন্দরবন ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রকল্প-২য় পর্যায়	১) জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের মাস্টার প্যান হালনাগাদকরণ এবং বাস্তুসংস্থান সংরক্ষণসহ অত্যাবশ্যকীয় অবকাঠামো সংস্কার/উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২) ২) Strategic Environmental Assessment (SEA) of South West Region of Bangladesh for Conserving outstanding Universal values of the Sundarbans (1st revised) (অক্টোবর ২০১৯ হতে জুন ২০২২) ৩) ফিজিবিলিটি স্টাডি অব ট্রান্সবাউন্ডারী ওয়াইল্ডলাইফ করিডোর ইন চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এন্ড কক্সবাজার উইথ মায়ানমার এন্ড ইন্ডিয়া (জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১) ৪) প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান এ্যান্ড ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর এস্টাব্লিশমেন্ট অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারী পার্ক, মৌলভীবাজার। (জুলাই ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১) ৫) ফিজিবিলিটি স্টাডি ফর ইনস্টলিং এন্ড অপারেটিং ক্যাবল কার এন্ড প্রিপারেশন অব মাস্টার প্ল্যান ফর মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক। (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২)		

৩.১৪ অবকাঠামো উন্নয়ন

(অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণ, ২০২০-২১ অর্থ-বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ, ব্যয়িত অর্থ, সংশ্লিষ্ট অর্থ-বছরে (২০২১-২২) লক্ষ্যমাত্রা এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত অগ্রগতি)

অর্থনৈতিক কোড	খাতের বিবরণ	বরাদ্দকৃত অর্থ লক্ষ্যমাত্রা	ব্যয়িত অর্থ	অগ্রগতি
৩২৫৮১০৭	অফিস ভবন	৫.০০	৫.০০	জুন ২০২১
৩২৫৮১০৬	বাস ভবন	৩.৫০	৩.৫০	জুন ২০২১
	মোট =	**৮.৫০**	**৮.৫০**	

৩.১৫ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা, রক্ষিত এলাকা ও সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ এলাকা সংরক্ষণ, আইন প্রণয়ন ও এর সঠিক প্রয়োগের লক্ষ্যে সৃষ্ট বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীন এ অঞ্চলের কার্যক্রমসহ ৭টি বিভাগ যথা: বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, ঢাকা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, খুলনা; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, চট্টগ্রাম; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, মৌলভীবাজার; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, হবিগঞ্জ; বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, শেরপুর ও বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগ, রাজশাহী; এবং জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত ''বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প'' এর আওতায় বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট, ঢাকা ও শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুর এর সকল কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৩.১৫.১ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

- ★ বন্যপ্রাণী সংরক্ষনের জন্য সরকার কর্তৃক ৫১ টি রক্ষিত এলাকা ঘোষনা করা হয়েছে এবং উক্ত রক্ষিত এলাকাসমূহে বন্যপ্রাণী শিকার, হত্যা, ধরা বন্ধ করাসহ তাদের অবাধ বিচরণ ও প্রজননের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ★ সম্প্রতি হাতি ও অন্যান্য বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণ ও করিডোরের মাধ্যমে বন্য হাতির নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "Feasibility Study of Transboundary Wildlife Corridor in Chattogram, Chattogram Hill Tracts and Cox's Bazar with Myanmar and India" শীর্ষক সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে।
- ★ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক বাস্তবায়িত ''বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প'' এর আওতায় কাপ্তাই অঞ্চলে ৮ কিলোমিটার ও শেরপুর জেলার বালিজুড়ি এলাকায় ২ কিলোমিটার বৈদ্যুতিক বেড়া বা সোলার ফেন্সিং স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ★ Smart (Spatial Monitoring and Reporting tool) টহল পদ্ধতির মাধ্যমে বাঘ-হরিণসহ অন্যান্য বন্যপ্রাণীর শিকার, পাচার ও নিধন বন্ধ চলমান আছে। এছাড়া বাঘ সংরক্ষণে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ★ সুন্দরবন ও বাঘ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এর কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।
- ★ শেরপুর-জামালপুরের সীমান্তবর্তী হাতি উপদ্রুত এলাকায় Bio-fencing ও সৌরশক্তি চালিত বৈদ্যুতিক বেড়া নির্মাণ করা হয়েছে।
- ★ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণের লক্ষ্যে বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা- কর্মচারীসহ বন্যপ্রাণী রক্ষায় নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সদস্যদের প্রদান করা হচ্ছে।
- ★ বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী ও তাদের আবাসস্থল সংরক্ষণে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য এ সম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি দেশব্যাপী নানাবিধ সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।
- ★ বন্যপ্রাণী উদ্ধার, বন্যপ্রাণী বিষয়ক গবেষণা ও বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল রক্ষায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের সদস্যরা বন অধিদপ্তরের সদস্যদের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।
- ★ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনদের কার্যক্রমকে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হচ্ছে।
- ★ সুন্দরবনে কর্মরত মাঠপর্যায়ের বনকর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ঝড় জলোচ্ছ্বাস, লোনাপানি, জলদস্যু, বনদস্যুর সাথে সংগ্রাম করে সুন্দরবন ও সুন্দরবনের বাঘ রক্ষা করে যাচ্ছে। তাদের ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে সরকার ৩০% ঝুঁকিভাতা প্রদান করছে।

★ ২০২১ সালের ৩ মার্চ সুন্দরবনে বন ও বন্য প্রাণী রক্ষায় পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বন অধিদপ্তরের নিকট ড্রোন হস্তান্তর করা হয়েছে। সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার জন্য ইকোলজিক্যাল মনিটরিং এবং SMART Patrolling এর কাজে ড্রোন ব্যবহারের জন্য ১২ জন বনকর্মী ফরেস্টার/ফরেস্ট গার্ড-কে ড্রোন পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রশিক্ষনার্থীদের ৪টি ড্রোন সরবরাহ করা হয়েছে। ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে সুন্দরববনের মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হবে।

★ ''বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প'' এর আওতায় হাতি সমৃদ্ধ বনাঞ্চলে হাতির খাদ্য উপযোগী বাগান ও ANR (Assisted Natural Regeneration) সৃজন করা হচ্ছে।

★ মহাবিপন্ন বড় কাইট্টা কাছিম সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর উদ্যোগে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা চিড়িয়াখানা এবং Turtle Survival Alliance (TSA) এর সহযোগিতায় Long-term Conservation of the Northern River Terrapin (Batagur baska) in Bangladesh কার্যক্রমের আওতায় বড় কাইট্টা সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি সুন্দরবনের করমজল এবং ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কাছিম প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে ৪৫৫ টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে যা পর্যায়ক্রমে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে মোট ১১টি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী কাছিম রয়েছে। এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্রাকিংয়ের মাধ্যমেও এদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

★ রাজস্ব খাতের আওতায় Installation of artificial canopy bridges over the highway and rail line and its impact on movement of Hoolock Gibbon including other primates in Lawachara National Park in Northeast of Bangladesh; Bird Colonies, digital mapping and awareness program on bird conservation of North Bengal Bird colonies, Bangladesh Ges Establishment of indoor tortoise hatchling rearing & research facility and conduct studies on captive bred critically endangered tortoises in Bhawal National Park, Gazipur শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

★ বাঘ, হাতি, কুমির, ভালুক বা সাফারী পার্কে বিদ্যমান বন্যপ্রাণীর আক্রমণে নিহত বা আহত ব্যক্তিদের এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর অধীন ২০২১ সালের ২৩ মার্চ ''বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১'' প্রণীত হয়েছে। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে।

৩.১৫.২ বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্ত জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা, ২০২১ মোতাবেক ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ

অর্থ বছর	মোট ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বন্যপ্রাণী দ্বারা আক্রান্তের সংখ্যা						বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি	মোট প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ (লক্ষ টাকায়)
		বাঘ		হাতি		কুমির			
		পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত	পঙ্গু	নিহত		
২০২১-২০২২	৫০১	১	১	৩১	১৩	১	০	৪৫৪	১৩০.৭২৫

★ দেশের জীববৈচিত্র্য, পাখি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এয়ারগান নিষিদ্ধ করে গেজেট করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

★ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৯৮১ সালে CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) সনদে স্বাক্ষর করে। CITES এর তিনটি পরিশিষ্টভুক্ত প্রাণী বা ট্রফি আমদানি, রপ্তানি ও পুনরপ্তানির ক্ষেত্রে CITES এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ হিসেবে প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর এর তত্ত্বাবধানে বন সংরক্ষক, বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক CITES রিপোর্টিং এবং CITES পারমিট প্রদান সংক্রান্ত এ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

★ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে গবেষণার অনুমতি প্রদান, বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে রক্ষিত বনাঞ্চল বা সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে গবেষণা, বিদেশে নমুনা প্রেরণ, বিদেশী বন্যপ্রাণী আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি বিষয়ে অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

★ নিষিদ্ধ হাঙর ও রে মাছ ধরা ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর তপশিলসমূহে বাংলাদেশে প্রাপ্ত নতুন প্রজাতির হাঙর ও মাছ অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে সংশোধনী তালিকা বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা কর্তৃক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০২১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি হয়।

★ মহাবিপন্ন এশিয়া শিলা কচ্ছপ এবং হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ সংরক্ষণের জন্য বন অধিদপ্তর এবং Creative Conservation Alliance এর যৌথ উদ্যোগে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, গাজীপুর ১টি Turtle Conservation Breeding Center স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত Breeding Center এ ২০২১ সালে Captive Breeding এর মাধ্যমে এশিয়া শিলা কচ্ছপ এর ১১টি বাচ্চা পাওয়া গেছে। Captive Breeding এর মাধ্যমে ২০২১ সালে হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপের ১০টি বাচ্চা পাওয়া গেছে। Captive Breeding এর মাধ্যমে জন্ম নেয়া এশিয়া শিলা কচ্ছপ ও হলুদ পাহাড়ী কচ্ছপ এর বাচ্চাগুলোকে পরবর্তীতে উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া বিলুপ্তপ্রায়

কাছিম সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সম্প্রতি উক্ত Breeding Center এ প্রজননকৃত ১০টি এশিয়া শিলা কচ্ছপের বাচ্চা মাতামুহুরী সংরক্ষিত বনাঞ্চলে অবমুক্ত করা হয়।

★ মহাবিপন্ন বড় কাইট্টা কাছিম সংরক্ষণের জন্য বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর উদ্যোগে প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন, অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা চিড়িয়াখানা এবং Turtle Survival Alliance (TSA) এর সহযোগিতায় Long-term Conservation of the Northern River Terrapin (Batagur baska) in Bangladesh কার্যক্রমের আওতায় বড় কাইট্টা সংরক্ষণের জন্য নানা পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। অদ্যাবধি সুন্দরবনের করমজল এবং ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের কাছিম প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে ৪৫৫ টি বাচ্চা জন্মগ্রহণ করেছে যা পর্যায়ক্রমে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রজনন কেন্দ্র দুইটিতে মোট ১১টি পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও স্ত্রী কাছিম রয়েছে।এছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ট্রাকিংয়ের মাধ্যমেও এদের সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, কাছিমের প্রজননভূমি চিহ্নিতকরণ, অবৈধ শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

★ মহাবিপন্ন বাংলা শকুন রক্ষার্থে ২০২১ সাল থেকে সারা দেশে কিটোপ্রোফেনের উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

★ বন অধিদপ্তর সুন্দরবনের করমজলে অবস্থিত (১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত; ৮.০ একর) বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে কুমির এর কনজারভেশন ব্রিডিং এর মাধ্যমে সুন্দরবনে কুমির এর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়াস নিয়েছে। এই প্রজনন কেন্দ্রে লোনা পানির কুমিরের কৃত্রিম প্রজনন, লালন-পালন ও পরবর্তীতে প্রকৃতিতে অবমুক্তকরণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পুকুরের পাড় হতে অরক্ষিত ডিম সংগ্রহ করে ইনকিউবেটরের মাধ্যমে ডিম ফুটিয়ে তা হতে বাচ্চার জন্ম দেয়া হয়। বাচ্চা লালন- পালন করার জন্য এখানে পেন রয়েছে। বিভিন্ন বয়সী কুমিরের জন্য আলাদা আলাদা পেন রয়েছে। কুমিরের বয়স যখন পাঁচ বছর হয় (কিংবা দৈর্ঘ্য ১.০ মিটার বা ততোধিক) তখন এগুলো সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার নদীতে অবমুক্ত করা হচ্ছে। বর্তমানে করমজলে বন্যপ্রাণী প্রজনন কেন্দ্রে ৯৪টি কুমির রয়েছে যার মধ্যে ২টি বড় পুরুষ এবং ২টি বড় স্ত্রী কুমির রয়েছে। বাকিগুলো বাচ্চা কুমির। ১০০টি কুমির অদ্যাবধি প্রকৃতিতে অবমুক্ত করা হয়েছে।

৩.১৫.৩ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিধিমালা ও নীতিমালা

★ বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকা এর অধীনে বাংলাদেশ কাঁকড়া রপ্তানি নীতিমালা, ১৯৯৮ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে বাংলাদেশ থেকে কাঁকড়া ও কাঁকড়াজাত পণ্য রপ্তানির জন্য আবেদনকৃত প্রতিষ্ঠান/খামার কর্তৃক প্রেরিত কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ রপ্তানির অনুমতি বা No Objection Certificate (NOC) প্রদান করা হয়।

★ হরিণ ও হাতি লালন পালন বিধিমালা-২০১৭ অনুযায়ী বেসরকারিভাবে হরিণ ও হাতি লালন-পালনের জন্য আবেদনকারীদের লালন-পালনের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

★ বেসরকারিভাবে কুমিরের খামার স্থাপনের জন্য কুমির লালন-পালন বিধিমালা, ২০১৯ অনুযায়ী আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

★ বেসরকারিভাবে পোষা পাখির খামার স্থাপনের জন্য পোষা পাখি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২০ আবেদনকারীদের খামার বা খামারের স্থান লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দ্বারা পরিদর্শন এবং কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করতঃ লাইসেন্স প্রদান, নবায়ন, বাতিল ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

৩.১৬ টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বন অধিদপ্তর বিশ্বব্যাংকের ঋণ সহায়তা ও সরকারি অনুদানে ০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে টেকসই বন ও জীবিকা (সুফল) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,৫০,২৭২.১৭ লক্ষ টাকা। বিশ্ব ব্যাংকের ঋণ সহায়তা ১,৪৭,০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি অনুদান ৩,২৭২.১৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি দেশের মোট ০৮ টি বিভাগের ২৮ টি জেলার ১৬৫ টি উপজেলায় বিস্তৃত। ২৬টি বন বিভাগীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিদ্যমান বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি টেকসই বন ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত হবে।

৩.১৬.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

ক) মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো-সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় বন নির্ভর স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি।

খ) সুনির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য

১) প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ, তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
২) সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ এবং রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন;
৩) প্রকল্প এলাকার বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি, বন সম্প্রসারণ এবং বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি; এবং
৪) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিং।

৩.১৬.২ প্রকল্পের কার্যক্রম

প্রকল্পের কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ চারটি অঙ্গের আওতায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে:

অঙ্গ-১। প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও তথ্য ব্যবস্থপনা শক্তিশালীকরণ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান

১. বন অধিদপ্তরের প্রশাসনিক এবং পরিচালনা পদ্ধতি পর্যালোচনা, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রস্তাব এবং ফরেষ্ট ম্যানুয়েল হালানাগাদ করণ;
২. সহযোগিতামূলক বন ও রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিরীক্ষণের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা;
৩. ৭.৫ লক্ষ উন্নত চারা উত্তোলনের জন্য চট্টগ্রাম, গাজীপুর এবং যশোরের সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও ট্রেনিং সেন্টারে ৩টি টিস্যু কালচার ল্যাব প্রতিষ্ঠা;
৪. উন্নত পদ্ধতিতে চারা উত্তোলনে ২,০০০ নার্সারি মালিক এবং আধুনিক করাতকল ব্যবস্থাপনায় ১,০০০ করাতকল মালিক-কে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫. সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা ও রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি সর্ম্পকে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বন অধিদপ্তরের ১,১৫৯ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
৬. বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ের প্রযুক্তিগত ও ফলিত গবেষণার দ্বার উন্মোচন; এবং
৭. ২০ লক্ষ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ, জনসংযোগ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবস উদযাপন।

অঙ্গ-২। সহযোগিতামূলক বন এবং রক্ষিত এলাকা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ

১. বনায়নে স্থান-ভিত্তিক পরিকল্পনা (এসএসপি) প্রণয়নের মাধ্যমে বন পুনরুদ্ধার;
২. চট্টগ্রাম (উত্তর ও দক্ষিণ), কক্সবাজার (উত্তর ও দক্ষিণ) এবং সিলেট বন বিভাগের নিমিত্ত সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৩. বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে রক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্মার্ট পেট্রোলিং ও প্রতিবেশ সেবার মূল্য নির্ধারণ;
৪. ৫২,৭২০ হেক্টর অবক্ষয়িত ও বৃক্ষশূন্য পাহাড়ি ও সমতল বনভূমিতে বনাচ্ছাদন বৃদ্ধি;
৫. ২৪,৮৮০ হেক্টর উপকূলীয় চরে ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজন;
৬. ২,৫০০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর আবাস্থল এবং ১,৩৩০ হেক্টর বন্যপ্রাণীর করিডোর উন্নয়ন;
৭. সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, উদ্ভিদের রেডলিস্টিং এবং আগ্রাসী প্রজাতির উদ্ভিদের নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা প্রণয়ন;
৮. শেখ কামাল ওয়াইল্ডলাইফ সেন্টার, গাজীপুরের কার্যক্রম কার্যকর ও শক্তিশালীকরণ;
৯. মাঠ পর্যায়ের অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মান ও সম্প্রসারণ।

অঙ্গ-৩। বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর বিকল্প আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ বৃদ্ধি ও বন সম্প্রসারণ

১. বন ও রক্ষিত এলাকা সংলগ্ন ৬০০ গ্রামের ৪০,০০০টি বন নির্ভর পরিবারকে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্তকরণ;
২. ৭টি এনজিও নিয়োগের মাধ্যমে ৬০০ গ্রামে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ;
৩. ১০,৮০০ জন সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধি;
৪. ৬৩.৫ লক্ষ চারা উত্তোলন ও বিতরণের মাধ্যমে বনের বাইরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি;
৫. ৩,৪৬০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান সৃজন;
৬. ৪০ বছরে ৩৩.০ মিলিয়ন টন কার্বন মজুদ বৃদ্ধি।

অঙ্গ-৪। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, পরিবীক্ষণ এবং রিপোর্টিংঃ

১. কম্পিউটার-ভিত্তিক হিসাব-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন;
২. ৪০,০০০ সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সদস্যের অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি;
৩. বনায়ন পরিবীক্ষণে রিমোট সেন্সিং ইমেজ ব্যবহার।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের সরকারি বন ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ ও তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধিসহ অবক্ষয়িত বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় বনায়ন, বনের বাহিরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি, রক্ষিত এলাকার উন্নয়ন ও বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা হবে। অধিকন্তু বন-নির্ভর জনগোষ্ঠীর বনের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাসে বিকল্প জীবিকা কার্যক্রম ও জীবন-মান উন্নয়নে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা (Collaborative Forest Management) কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও শক্তিশালী করা হবে। প্রকল্প মেয়াদে দেশের ১৭ টি বন বিভাগে সংকটাপন্ন ও বিরল দেশীয় প্রজাতির চারা উত্তোলন, বনায়ন ও বিতরণ করা হবে।

৩.১৬.৩ সুফল প্রকল্পের বনায়নের লক্ষ্যমাত্রা

ক্রমিক নং	বনায়নের ধরণ	একক	মোট বনায়ন	চারার সংখ্যা
০১.	রিফরেস্টেশন	হেক্টর	৫৪,৮৯০	৯৯৩.৪১
০২.	এনটিএফপি আন্ডারপ্লান্টিং	হেক্টর	১,৬৩০	৩২.১৩
০৩.	ম্যানগ্রোভ বনায়ন	হেক্টর	২১,০৮০	৯৩৬.৮০
০৪.	গোলপাতা বনায়ন	সিডলিং কিমি	১,৩৩০	১৩.৩০
০৫.	স্ট্রিপ বনায়ন	সিডলিং কিমি	৩,৪৬০	৩৪.৬০
০৬.	চারা বিতরন	লক্ষ চারা	৬৪	৬৩.৫০
		মোট =		**২০৭৩.৭৪**

উল্লেখ্য যে, ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে মোট ১৮,৯১৯ হেক্টর বনায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং আরও ১৯,৮৭০ হেক্টর বনায়নের চারা নার্সারীতে উত্তোলিত হয়েছে যা ২০২০-২১ অর্থবছরে রোপিত হবে। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রারম্ভে সাইট স্পেসিফিক প্লানিং (এসএসপি) প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সে অনুযায়ী ইতোমধ্যে এসএসপি প্রণয়নের গাইড লাইন প্রস্তুত ও মাঠ পর্যায়ে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের ৭,৪১২ হেক্টর ও ১০০ সিডলিং কিলোমিটার এবং ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ৫,৬৬৭ হেক্টর ও ২৮২ সিডলিং কিলোমিটার এবং ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ১,৬৫৫ হেক্টর বনাঞ্চলের জন্য এসএসপি প্রণয়ন করা হয়েছে। আরো ৩৫,০০০ হেক্টর এলাকায় এসএসপি কার্যক্রম সম্পাদন এবং ও,ডি,কে-ভিত্তিক অন-লাইন ড্যাসবোর্ড তৈরীর কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১,৯৮৭ জন বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীকে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ফলে, বন ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা সমুন্নত হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন রক্ষিত এলাকায় বন্যপ্রাণীর বাসস্থান ও করিডোর উন্নয়নের জন্য বিশেষ বনায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পাশাপাশি সংকটাপন্ন ও বিপদাপন্ন নিম্নলিখিত প্রাণি সংরক্ষণের বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. হাতি-মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসণ;
২. সার্ক ও রে প্রজাতির সংরক্ষণ কৌশল তৈরী;
৩. ঘরিয়াল সংরক্ষণ;
৪. শকুন সংরক্ষণ;
৫. ডলফিন সংরক্ষণ;
৬. শিকারী পাখি সংরক্ষণ ইত্যাদি।

প্রকল্পের আওতায় বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে গ্রাম-পর্যায়ে সংগঠিত করে বন অধিদপ্তরের মাঠ-পর্যায়ের বন বিটসমূহের সাথে সম্পৃক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ১৭টি বন বিভাগের আওতাধীন প্রায় ৬০০ টি গ্রামের প্রায় ৪০,০০০ বন নির্ভর জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনা সংগঠন তৈরী ও কার্যকর করার কাজে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় তাদের বিকল্প জীবিকার সংস্থান করা হবে। প্রকল্পের আওতায় বনায়ন কার্যক্রম এর সাথে সাথে প্রতিটি (সহযোগিতামূলক) গ্রাম-সংগঠনকে আর্থিক অনুদান প্রদান করা হবে। ফলে, বনের বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধি পাবে, বনের বাইরে বৃক্ষাচ্ছাদন বৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে, উপকূলীয় তটরেখা সুরক্ষা পাবে এবং অতিদরিদ্র-বিপদাপন্ন নারী ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ১০টি রক্ষিত এলাকায় সহ-ব্যবস্থাপনা (PA Co-Management) পদ্ধতি সম্প্রসারণসহ আরো ১৬টি রক্ষিত এলাকায় বিদ্যমান সহ-ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে। উল্লেখিত কাজ সঠিকভাবে বাস্তবায়নে ৭ টি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাকে (NGO) নিয়োগের কাজ চলমান রয়েছে; যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় গ্রাম জরিপ, কমিউনিটি প্রোফাইলিং, বিভিন্ন কমিটি গঠন, সংগঠন ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ, বিকল্প জীবিকার প্রশিক্ষণ, মনিটরিং এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান করা হবে। সহযোগিতামূলক বন ব্যবস্থাপনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বনভূমি সংলগ্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বনজ সম্পদের উপর নির্ভরতা কমে আসবে; ফলে, বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষা পাবে। প্রকল্পের আওতায় সংকটাপন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণেও বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট (Sustainable Development Goals) এর বন আচ্ছাদন বৃদ্ধি, কার্বন সংরক্ষন, রক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ বেশকিছু উন্নয়ন সূচকে অগ্রগতি অর্জনে সহায়তা করবে।

চিত্র-৩.১: সুফল প্রকল্পের নার্সারিতে দেশীয় প্রজাতির উত্তোলিত চারা।

চিত্র-৩.২: সুফল প্রকল্পের আওতায় সৃজিত এনরিচমেন্ট বনায়ন।

চিত্র-৩.৩: সুফল প্রকল্পের আওতায় এসএসপি প্রশিক্ষণ।

৩.১৬.৪ বাংলাদেশের ডলফিন সংরক্ষণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

দেশের জলজ জীববৈচিত্র্য, বিশেষ করে ডলফিন সংরক্ষণের টেকসই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান প্রধান কার্যক্রমগুলো হলো:

১। বাংলাদেশের বিদ্যমান ছয়টি ডলফিন অভয়ারণ্যের সাথে সুন্দরবনের ডলফিনের হটস্পট গুলো চিহ্নিত করে নতুন তিনটি রক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। ডলফিনের জন্য ঘোষিত বাংলাদেশের মোট নয়টি রক্ষিত এলাকা হলো:

ক্রমিক নং	রক্ষিত এলাকার নাম	অবস্থান	আয়তন (হেঃ)
০১.	দুধমুখী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	১৭০
০২.	চাঁদপাই বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৫৬০
০৩.	ঢাংমারী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৩৪০
০৪.	নাজিরগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	১৪৬
০৫.	শিলন্দা-নাগডেমরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	২৪.১৭
০৬.	নাগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	বাপনা	৪০৮.১১
০৭.	পানখালী বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৪০৪
০৮.	শিবসা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	২১৫৫
০৯.	ভদ্রা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য (ডলফিন)	সুন্দরবন	৮৪৮
	মোট =		**৫০৭৫.২৮**

২। ডলফিনের গবেষণা ঘাটতি বিশ্লেষন এবং আবাসস্থল সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় সকল তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩। হালদা নদীতে ডলফিনের সংখ্যা নির্ণয় এবং ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

৪। সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবহার ও কার্যকরী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন ও তার বাস্তবিক প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৫। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর অর্থাৎ ট্যুরিজম, ফিসারিজ, একুয়াকালচার, কমার্স ও ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যারিটাইম ট্রাফিকিং এর জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। ডলফিন এ্যাকশন প্ল্যান এবং সমগ্র বাংলাদেশের জন্য এটলাস প্রস্তুত করা হয়েছে।

৭। ডলফিন সংরক্ষণের জন্য ৭০ (সত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট ০৭ (সাতটি) ডলফিন কনজারভেশন দল গঠন করা হয়েছে।

৮। মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীল ১০০০ (এক হাজার) টি পরিবারকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং বিকল্প আয় বৃদ্ধিমূলক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি পরিবারকে 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৯। ডলফিন কনজারভেশন দল এবং সংশ্লিষ্ট বন কর্মীদের যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ডলফিন মেলা আয়োজন সহ বিভিন্ন স্কুল-কলেজ এবং কমিউনিটিতে ডলফিন সম্পর্কিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত কার্যক্রমসমূহ সফলতার সাথে সম্পন্ন করার ফলে সুন্দরবনে ডলফিনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্য (ঢাংমারী, ঘাঘরামারী ও চাঁদপাই)-তে এই বৃদ্ধির হার ৫৫%; যা দেশের ডলফিন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে।

চিত্র-৩.৪: শুশুক বা গাঙ্গেয় ডলফিন।

সুন্দরবনের বাঘ শুমারী

USAID এর আর্থিক সহায়তায় Bengal Tiger Conservation Activity (BAGH) প্রকল্পের আওতায় দ্বিতীয় পর্যায়ে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১ ডিসেম্বর ২০১৬ সাল থেকে শুরু করে ২৪ এপ্রিল ২০১৮ সাল পর্যন্ত চারটি ধাপে সুন্দরবনের সাতক্ষীরা, খুলনা ও শরণখোলা রেঞ্জের তিনটি ব্লকের ১,৬৫৬ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বিশেষ এক ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার করে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২২ মে ২০১৯ তারিখে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রলালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এমপি এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। মোট ২৪৯ দিনব্যাপী পরিচালিত এ জরিপ কার্যক্রমে ৬৩টি পূর্ণবয়স্ক বাঘ, ৪টি জুভেনাইল বাঘ এবং ৫টি অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাঘের সর্বমোট ২৪৬৬টি ছবি পাওয়া যায়। SERC মডেলে তথ্য বিশ্লেষণ করে সুন্দরবনের প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এলাকায় বাঘের আপেক্ষিক ঘনত্ব পাওয়া যায় ২.৫৫+০.৩২। সুন্দবনে বাঘের বিচরণ ক্ষেত্র ৪,৪৬৪ কিঃ মিঃ এলাকাকে আপেক্ষিক ঘনত্ব দিয়ে গুণ করে বাঘের সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ১১৪টি। এ হিসেব অনুযায়ী ২০১৮ সালের জরিপে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা শতকরা ৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্লক অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, শরণখোলা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী (৩.৩৩ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃ মিঃ) এবং খুলনা রেঞ্জে বাঘের ঘনত্ব সবচেয়ে কম (১.২১ বাঘ/১০০ বর্গ কিঃ মিঃ)।

২০১৫ সালে সুন্দরবনে ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রথমবারের মত বাঘ গণনার কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল। সে হিসেব অনুযায়ী বাঘের ঘনত্ব ছিল প্রতি ১০০ বর্গ কিঃ মিঃ এ ২.১৭টি এবং মোট বাঘের সংখ্যা ছিল ১০৬টি।

চিত্র-৩.৫: ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বাঘের ছবি।

৩.১৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন করার নিমিত্ত বন অধিদপ্তরে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য কর্মপরিকল্পনা ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরীপূর্বক যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রধান বন সংরক্ষকের দপ্তর, বন সংরক্ষকগণের দপ্তর এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটি এবং অংশীজনের মিটিং নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৈতিকতা কমিটিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেবা প্রত্যাশী নাগরিকদের নিকট বন ও বন্যপ্রাণী বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য বন অধিদপ্তরের প্রবেশ মূখে ডিজিটাল ডিসপ্লে এবং দর্শণার্থীদের জন্য আধুনিক মানের অপেক্ষাগার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থাসহ শিশুদের জন্য মানসম্মত বিনোদন সম্বলিত ডে-কেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিটিজেন চার্টারে উল্লেখিত প্রদেয় সেবা সহজীকরণ এবং সেবার মান বৃদ্ধি করার জন্য প্রধান বন সংরক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে অংশীজনের অংশ গ্রহণে নিয়মিতভাবে গণশুনানি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া ইনোভেশন এর দ্বারা বিভিন্ন সেবাকে সহজীকরণ করা হচ্ছে। সামাজিক বনায়নে অংশগ্রহণকারী উপকারভোগীদেরকে বনায়নের লভ্যাংশের চেক অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে এবং উপকারভোগীদের ডাটাবেজ সম্বলিত অ্যাপস তৈরীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণের দপ্তরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাসময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য ডিজিটাল হাজিরা যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। বন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিতভাবে চাকুরী এবং সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। নৈতিকতা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক উত্তোলিত বন বাগানে চারার প্রজাতির বৈচিত্র্য রক্ষা এবং গুণগতমান রক্ষাসহ বনভূমিতে জবরদখল প্রতিরোধ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বন অধিদপ্তরের উর্ধতন কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিদর্শন নিশ্চিত করা হয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্ণিত নীতিমালার আলোকে বন অধিদপ্তরসহ এর আওতাধীন বন সংরক্ষক এবং বিভাগীয় বন কর্মকর্তাদের দপ্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উদ্ভাবনী কাজ ও ভাল কাজে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র-৩.৬: প্রধান বন সংরক্ষক এর সাথে অংশীজনের অংশগ্রহণে গণশুনানি।

চিত্র-৩.৭: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর আওতায় বন বিভাগের রক্ষিত এলাকায় প্লাস্টিক মুক্তকরণ কর্মসূচি।

৩.১৮ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ

বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা

বন অধিদপ্তরের কাজের গতিশীলতা ও উদ্ভাবনী দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নাগরিক সেবা প্রদান প্রক্রিয়া দ্রুত ও সহজীকরণের পন্থা উদ্ভাবন ও চর্চার লক্ষ্যে উদ্ভাবন পরিকল্পনা-২০২০-২০২১ এর আওতায় বন অধিদপ্তরের উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে "সামাজিক বনায়নে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরী" এর কার্যক্রম চলমান। নাগরিক সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে হাতি লালন-পালন লাইসেন্স ও পজেশন সার্টিফিকেট প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অফিস আদেশ জারি করা হয়। ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। আধুনিক জীবন যাপনে ডিজিটাল সেবার গুরুত্ব অপরিসীম। তাৎক্ষণিকভাবে কোন তথ্যাদি জানার উপযুক্ত প্লাটফর্ম হলো ডিজিটাল প্রযুক্তি। তাই ডিজিটাল সেবা মানুষের জীবনকে করেছে সহজ ও জ্ঞানসমৃদ্ধ। ২০২০-২০২১ অর্থবছরও বন অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটাল সেবার মাধ্যমে গণমানুষের কাছে পৌছাতে অরণ্য বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে।

ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত a2i

a2i প্রোগ্রামের আওতায় বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ২০১৭ সাল থেকে ই-নথি (অফিস ব্যবস্থাপনা) কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হয়ে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহকে এখনও ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত করা সম্ভব হয়নি। শুধুমাত্র সদর দপ্তরের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বন অধিদপ্তর বাংলাদেশের মধ্যম ক্যাটাগরির ১৮টি দপ্তরের মধ্যে ৫ম অবস্থানে উঠে এসেছে। বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমে যুক্ত করার কার্যক্রম চলছে। ই-নথির পরিবর্তে ডি-নথির সিস্টেমে কার্যক্রম শুরু হবে বিধায় চলতি অর্থবছরে কোন কর্মচারীকে ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।

বন অধিদপ্তরের আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তর সমূহকে ই-নথি সিস্টেমের আওতায় আনা হলে বন অধিদপ্তর এর পক্ষে অপেক্ষাকৃত বড় ক্যাটাগরির অধিদপ্তরের মধ্যে একটি বিশেষ অবস্থানে পৌছানো সম্ভব হবে।

৩.১৯ বন সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

জাতীয় পুরস্কার

বৃক্ষরোপণে বিশেষ অবদান এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে

১। বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

২। বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন পুরস্কার।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার

বন সংরক্ষণ ও সহব্যবস্থাপনায় সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ বন বিভাগ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে । যথাঃ

1. UN declared Equitor Award 2012
2. Wangiri Mathai Award 2012
3. JSW Earth Care Award 2012
4. Solution Search 2013
5. HSBC-Daily Star Climate Award
6. People's Choice Award (The Conservance & RARE, USA)
7. Champion of the earth 2015

৩.১৯.১ বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃক্ষরোপণ আন্দোলনকে একটি স্থায়ী, চলমান ও স্বতঃস্ফূর্ত কার্যক্রমে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুপ্রাণিত ও সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বৃক্ষরোপণে যারা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন তাদেরকে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার" প্রদান করা হয়। ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতিবছর এই পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত বৃক্ষরোপণ কর্মকান্ডকে মোট ১০টি শ্রেণিভুক্ত করে প্রত্যেক শ্রেণিতে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রতিটি শ্রেণির পুরস্কার প্রাপ্তদের ক্রেষ্ট ও সনদসহ একাউন্ট পেয়ী চেকে অর্থ প্রদান করা হয়। প্রথম স্থান অধিকারীকে ৩০,০০০ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ২০,০০০ টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। তবে "বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধনী)-২০২১" এ বর্নিত পুরস্কারের অর্থ বৃদ্ধি করে প্রথম পুরস্কার- ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা), দ্বিতীয় পুরস্কার-৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার টাকা) ও তৃতীয় পুরস্কার-৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) করার নিমিত্ত নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

চিত্র-৩.৮: বৃক্ষরোপণে প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় পুরস্কার প্রদান করেন মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন এমপি ও ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

৩.১৯.২ বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন

জাতীয়ভাবে প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত ব্যক্তি/সংস্থাকে সম্মানিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মকে সংরক্ষণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation" পদক প্রদান করা হচ্ছে। পরবর্তীতে জাতীয় এই পদক প্রদানের বিষয়টিকে আরও জোরদার করার অভিপ্রায়ে ২০১২ সালে "Bangabandhu Award for Wildlife Conservation" নীতিমালা প্রবর্তন করা হয়।

সরকার ২০১০ সাল থেকে মূলতঃ বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা, গবেষণা ও সংরক্ষণ কার্যক্রম, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল উন্নয়ন ও সংরক্ষণে অবদান, বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত অপরাধ দমন কার্যক্রম, মানুষ-বন্যপ্রাণী দ্বন্দ্ব নিরসনে বিশেষ অবদান এবং তৃণমূল পর্যায়ে বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে গণসচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান-এ বিষয়সমূহ বিবেচনা করে মোট ৩টি ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। প্রতি বছর প্রত্যেক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে একটি ২ ভরি (২৩.৩২ গ্রাম) ওজনের স্বর্ণ পদক অথবা পদকের ওজন পরিমাণ স্বর্ণের বাজারমূল্যের সমপরিমাণ নগদ অর্থ ও ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকার অ্যাকাউন্ট পেয়ি চেক এবং সদনপত্র প্রদান করা হয়। ২০১০ হতে ২০২০ সাল পর্যন্ত নিম্নোক্ত ৩টি ক্যাটাগরিতে সর্বমোট ৩৪ ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

ক্যাটাগরিসমূহ

ক. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা, খ্যাতিমান গবেষক, বিজ্ঞানী, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণবাদী ব্যক্তি ও গণমাধ্যম কর্মী/ব্যক্তিত্ব;
খ. বন্যপ্রাণী বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণা এবং
গ. বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান।

৩.২০ উদযাপিত আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘোষিত দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ দিবসগুলোর উপলক্ষ্যে বন অধিদপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। দিবসগুলোর তাৎপর্য ও অবদান সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন বিভাগ বিভিন্ন সমাবেশ, শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার আয়োজন করে থাকে।

৩.২০.১ আন্তর্জাতিক বন দিবস

২০১২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২১ মার্চকে আন্তর্জাতিক বন দিবস হিসাবে উদযাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২২ সালেও বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক বন দিবস পালন করা হয়। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক বন দিবসের প্রতিপাদ্য ছিলো "বন সংরক্ষণের অঙ্গীকার, টেশসই উৎপাদন ও ব্যবহার"। প্রতিবারের মতো বাংলাদেশ বন বিভাগ দিবসটিকে আড়ম্বরভাবে উদযাপন করে। বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক বন দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি. মাননীয় উপ-মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ।

চিত্র-৩.৯: আন্তর্জাতিক বন দিবস উদযাপন।

৩.২০.২ বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস

২০১৩ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬৮তম অধিবেশনে ৩ মার্চকে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে প্রতি বছরই পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর এই দিবসটি পালন করে আসছে। এ উপলক্ষে ২০২২ সালে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তরের হৈমন্তি মিলনায়তনে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী, এম.পি. মাননীয় সভাপতি, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব, এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব রাকিবুল আমিন, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আই,ইউ,সি,এন বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ। এ বছর বন্যপ্রাণী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে বিপন্ন বন্যপ্রাণী রক্ষা করি, প্রতিবেশ পুনরুদ্ধারে এগিয়ে আসি"।

চিত্র-৩.১০: বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস।

৩.২০.৩ বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস

২০০৬ সালে আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবস উদযাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। বাংলাদেশে ২০১০ সাল হতে জাতীয়ভাবে বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। তবে ২০১৭ সাল থেকে প্রতি বছর মে মাসের দ্বিতীয় শনিবার এবং অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার অর্থাৎ বছরে দু'টি দিন বিশ্বব্যাপী পালিত হয় এ দিবসটি। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক অনলাইন ভিত্তিক একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি। এ বছর বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস-২০২১ এর প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে- "Sing, Fly, Soar – Like a bird!", যার বাংলা ভাবার্থ করা হয়েছে- ''পাখির মত গান গাই, উড়ে যাই সুউচ্চ দিগন্তে"।

বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণঃ

১. পরিযায়ী পাখিসহ উপকূলীয় এলাকার পাখি সংরক্ষণে বাংলাদেশের ৬টি এলাকাকে "East Asian-Australasian Flyway Site" ঘোষণা করা হয়েছে।

২. এলাকাগুলো হলো- সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ, টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর এবং গাঙগুইরার চর।

৩. এছাড়া বাংলাদেশ বন বিভাগ এবং আই,ইউ,সি,এন এর যৌথ উদ্যোগে দেশের দ্বিতীয় রামসার সাইট টাংগুয়ার হাওরে পাখি শুমারি ও পাখির গায়ে রিং পড়ানো এবং জিপিএস স্যাটেলাইট ট্যাগ স্থাপন করা হয়েছে।

৪. অবৈধভাবে পাখি শিকার ও বাণিজ্য বন্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা, জনসচেতনতা তৈরি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

চিত্র-৩.১১: বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ (সোনাদিয়া)।

চিত্র-৩.১২: বিরল ও বিলুপ্ত প্রায় পরিযায়ী পাখি সংরক্ষণ (টাংগুয়ার হাওর)।

৩.২০.৪ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস

২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে অনুষ্ঠিত বাঘ সমৃদ্ধ ১৩টি দেশের (Tiger Range Country) সরকার প্রধানদের সম্মেলনে বাঘ সংরক্ষণকে বেগবান করার জন্য তৈরি ঘোষণাপত্রের আলোকেই প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ-মন্ত্রী, বেগম হাবিবুন নাহার এম.পি.। এ বছর আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে- ''বাঘ বাঁচায় সুন্দরবন, সুন্দরবন বাঁচায় লক্ষ জীবন"।

৩.২০.৫ বিশ্ব হাতি দিবস

২০১১ সালে থাইল্যান্ডের Elephant Reintroduction Foundation, কানাডার চলচিত্রকার Patricia Sims এবং Michael Clark এর উদ্যোগের ফলে প্রতি বছর ১২ আগস্ট বিশ্ব হাতি দিবস পালন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর ফলশ্রুতিতে, ২০১২ সাল থেকে প্রতি বছর ১২ আগস্ট পৃথিবীর হাতি সমৃদ্ধ দেশসমূহে বিশ্ব হাতি দিবস পালন করা হচ্ছে। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিশ্ব হাতি দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে বন অধিদপ্তর কর্তৃক একটি ওয়েবিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক, জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী। এ বছর বিশ্ব হাতি দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-"হাতি করলে সংরক্ষণ, রক্ষা পাবে সবুজ বন"।

৩.২০.৬ আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মিঠাপানির ডলফিন দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে বন ভবন, আগারগাঁওস্থ হৈমন্তী সম্মেলন কক্ষে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ শাহাব উদ্দিন, এম.পি.। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় উপমন্ত্রী বেগম হাবিবুন নাহার, এম.পি., জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল, সচিব এবং জনাব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মুকিত মজুমদার বাবু, চেয়ারম্যান, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশন এবং জনাব রাকিবুল আমিন, কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ, আই,ইউ,সি,এন বাংলাদেশ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান পরিযায়ী পাখি

বাংলাদেশে প্রায় ২৫০-৩০০ প্রজাতির পরিযায়ী পাখি আছে। এর মধ্যে প্রায় ২১০টি শীতকালীন অতিথি পাখি এবং অবশিষ্ট পাখি বৎসরের অন্য সময়, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে আমাদের দেশে এসে থাকে। অতিথি পাখির মধ্যে উল্লখযোগ্য হলো- রাজহাঁস, দাগী রাজহাঁস, রাজ সরালি, পাতি সরালি, মান্দারিন হাঁস, ঝুঁটি হাঁস, চকাচকি, লেঞ্জা হাঁস, খুন্তে হাঁস, বালি হাঁস, তিলি হাঁস, লালশির, নীলশির, গিরিয়া হাঁস, পিয়ং হাঁস, ভূতি হাঁস, স্মিউ হাঁস, পাতি মারগেঞ্জার, শুমচা, পাপিয়া, খঞ্জন, ফুটকি, সাহেলি, চ্যাগা, গুলিন্দা, সারস, গ্রিধিনি, মানিকজোড়, এশিয় শামোকখোল, নীলকণ্ঠ, বৈরী, চামচ ঠুটো বাটান ও বিভিন্ন জাতের সৈকত-পাখি (shore bird) ইত্যাদি।

বাংলাদেশে East Asia Australasian Flyway Sites

বাংলাদেশ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১১ সালে EAAFP (East Asia Australasian Flayway Partnership) এর সদস্য হয়েছে এবং ৬ টি এলাকাকে (টাংগুয়ার হাওর, হাকালুকি হাওর, হাইল হাওর, সোনাদিয়া, নিঝুম দ্বীপ ও গাঙগুইয়ার চর) Flayway Site হিসেবে ঘোষণা করেছে।

৩.২১ বাংলাদেশ বন মহাপরিকল্পনা (২০১৭-২০৩৭)

১৯৯৫ সনে বাংলাদেশ বন বিভাগ প্রথমবারের মতো ২০ বৎসরের জন্যে একটি বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করে। যার একটি উদ্দেশ্য ছিল দেশের ২০ শতাংশ ভূমি বন আচ্ছাদনের ভেতরে নিয়ে আসা। উক্ত মহাপরিকল্পনা বন ও বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য বিষয়, যেমন Sustainable Forest Management, জীববৈচিত্র্য, জলবায়ূ পরিবর্তন, ইকোসিস্টেম সার্ভিসের ঝুকি, আন্তর্জাতিক কনভেনশনের প্রতিশ্রুতি, বন পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা এবং দূর অনুধাবন (Remote Sensing) এবং ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (GIS) ইত্যাদির উপর যথাযথভাবে গুরুত্ব দিতে সমর্থ হয়নি। ২০ বৎসরের পুরাতন উক্ত মহাপরিকল্পনা কে ২০১৩ সালে হালনাগাদ করে পরবর্তী ২০ বৎসরের জন্য অর্থাৎ ২০১৭-২০৩৭ সাল পর্যন্ত করা হয়েছে। হালনাগাদ বন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক ও সংস্থার সহায়তায় সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট

৪.১ ভূমিকা

অপরুপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ বাংলাদেশ। ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, ইতিহাস ও সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যের কারণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, স্বাধিনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এদেশকে সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেন। আবহমান কাল ধরে এদেশের মানুষ ফুলে-ফসলে ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে সম্মৃদ্ধ সবুজ শ্যামল এক ভূখন্ডে শান্তিতে বসবাস করছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তন জনিত না না কারণে আবহমান বাংলার সেই রূপ লাবণ্য ম্লান হতে চলছে। বর্তমানে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশ প্রতিপন্নতম জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশ। ইতোমধ্যে এদেশের কৃষি, পানি, জীববৈচিত্র্য, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য অবকাঠামোসহ প্রায় সকল ক্ষেত্রেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব পড়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। ক্রমবর্ধমান নগরায়ন ও শিল্পায়নের ফলে প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে পৃথিবীর জলবায়ুর স্বাভাবিক আচরণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের নির্দোষ স্বীকার। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। যার ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। এই তহবিল সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (**BCCT**), জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব মোকাবেলায় **BCCSAP**-২০০৯ এর বিভিন্ন থিমেটিক এরিয়া অনুযায়ী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করার মাধ্যমে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর বিধান অনুযায়ী পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, অর্থ সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, পরিকল্পনা কমিশনের একজন সদস্য ও সিভিল সোসাইটির দুই জন বিশেষজ্ঞসহ মোট ১৭ জন সদস্য নিয়ে একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করা হয়েছে। উক্ত বোর্ডকে সহায়তা করার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বস্তুত: তাদের সুযোগ্য নেতৃত্বে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলের সার্বিক কর্মকান্ডে যথেষ্ট গতিশীলতা এসেছে এবং দিন দিন কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভিযোজনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক অভিঘাত মোকাবিলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের গৃহীত এ উদ্যোগ দেশে বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতিকারক প্রভাব মোকাবেলায় দৃঢ় নেতৃত্বের জন্য ২০১৫ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পরিবেশ বিষয়ক সর্বোচ্চ পদক "**Champions of the Earth**" পদকে ভূষিত হয়েছেন।

৪.২ পরিচিতি

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ এর ধারা ৩ মোতাবেক ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) গঠন করা হয়। ইতিপূর্বে গঠিত ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট এর জনবল সহ সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত ট্রাস্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ এর আওতায় গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালনসহ এ ট্রাস্ট ফান্ডের অন্যান্য কার্যক্রম সম্পাদন করে আসছে। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

৪.৩ বিসিসিটি'র লক্ষ্য

- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের বা জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘ মেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে মানুষ, জীববৈচিত্র্য ও প্রকৃতির উপর বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অর্থের ব্যবস্থা গ্রহণ করা বা করার পক্ষে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৪ বিসিসিটি'র উদ্দেশ্য

- সরকারের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের বাইরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এ ট্রাস্ট তহবিল ব্যবহার;
- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ;
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অভিযোজন (**Adaptation**), প্রশমন (**Mitigation**), প্রযুক্তি হস্তান্তর (**Technology Transfer**), এবং অর্থ বিনিয়োগ (**Finance & Investment**) এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত বিস্তারসহ পাইলট কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্থতা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জন সচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৪.৫ ট্রাস্টের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সার্বিক ব্যবস্থাপনা;
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমুহ কারিগরি কমিটিতে উপস্থাপন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রকল্প প্রস্তাব সমুহ ট্রাস্টি বোর্ডের সভায় উপস্থাপন;
- ট্রাস্টি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়ন করা;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টদের সাথে সমন্বয় সাধন;
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত সুবিধাভোগী, সিভিল সোসাইটি, এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর এবং আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৪.৬ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রাম এবং লোকবলের বিবরণ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন, ২০১০ অনুযায়ী বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব পদ মর্যাদার একজন ব্যবস্থাপনা পরিচালক রয়েছেন এবং তিনি ট্রাস্টের সার্বক্ষণিক মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একজন সচিব ও ২ (দুই) জন পরিচালক রয়েছেন। বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অর্গানোগ্রামে মোট ৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংস্থান রয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

গ্রেড	অনুমোদিত পদ	কর্মরত	শূন্যপদ
১ম শ্রেনী (গ্রেড ২ হতে ৯)	২৫	১৬	০৯
২য় শ্রেনী (গ্রেড ১০)	০৩	০১	০২
৩য় শ্রেনী (১১ হতে ১৬)	২৯	২০	০৯
৪র্থ শ্রেনী (১৭ হতে ২০)	২৫	২১	০৪
মোট =	**৮২**	**৫৮**	**২৪**

চিত্র-৪.১: মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এমপি'র সাথে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

৪.৭ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ২০২১-২২ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

ক্রম.	কার্যক্রমের বিবরণ	২০২১-২০২২
০১.	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড এর সভা অনুষ্ঠিত হয়	০২ টি
০২.	জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় সরকারি প্রকল্পে অর্থায়নের পরিমান	১৫১.৪৩০৯ কোটি টাকা
০৩.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা	৫৫ টি
০৪.	গৃহীত প্রকল্পের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরে অর্থছাড়ের পরিমান	১৬৬.৫১৬৬৩৬৯ কোটি টাকা
০৫.	২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট হতে প্রকল্প কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে	১৯৭ টি
০৬.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ২০২১-২২ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্প সংখ্যা	৫৯ টি
০৭.	প্রকল্প পরিচালক, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার সংখ্যা	০৪ টি
০৮.	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট আইন-২০১০ অনুযায়ী বরাদ্দকৃত ৯৯.৩৭৯৮৬৬১ কোটি টাকার ৩৪% সমপরিমাণ অর্থ স্থায়ী আমানত করা হয়েছে যার পরিমাণ	৩৩.৭৮৯০১১৮ কোটি টাকা

৪.৮ World Expo 2020 Dubai, বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে (COP-26) এবং United Nation Convention to Combat Desertification(UNCCD) এর পঞ্চদশ সম্মেলনে (COP-15) অংশগ্রহণ

- বিগত ০৩-০৯ অক্টোবর, ২০২১ সময়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত এর দুবাই শহরে অনুষ্ঠিত **World Expo 2020, Dubai** সম্মেলনে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ৬ জন এবং বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট এর ১জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রমের উপর প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।
- **United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)** এ স্বাক্ষরকারী সকল দেশের অংশগ্রহণে প্রতিবছর **Conference of the parties (Cop)** অনুষ্ঠিত হয়, যা বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন নামে অভিহিত। বিগত ৩১ অক্টোবর হতে ২১ নভেম্বর ২০২১ সময়ে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন (কপ-২৬) অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতি বছরের মতো জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে একটি প্যাভিলিয়ন স্থাপন করেছে। কপ-২৬ এ বাংলাদেশ প্যাভিলিয়ন স্থাপন করায় বিভিন্ন সাইড ইভেন্ট অয়োজন ও উচ্চ পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক সভা করা সহজতর হয়েছে। বাংলাদেশ ডেলিগেশনের সাথে অত্র ট্রাস্টের ৩ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের পক্ষে সাইড ইভেন্ট আয়োজনসহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করেছে। বিসিসিটির পক্ষ থেকে প্যাভিলিয়নে ও সাইড ইভেন্টে আগত দর্শণার্থীদের ৫০০টি জুট ব্যাগ ও জুট থেকে তৈরি ২০০ টি জুট চা প্যাকেট এবং বিসিসিটির প্রকাশনাসমূহ বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের কার্যক্রমের ওপর প্রামাণ্য ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।
- বিগত ৮ থেকে ১২ মে ২০২২ তারিখ **Abidjan, Cote d'lvoire United Nation এ Convention to Combat Desertification (UNCCD)** এর পঞ্চদশ সম্মেলনে **(Cop-15)** পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ০২ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছেন।

চিত্র-৪.২: বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ-২৬ গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের (সিভিএস) দূত মাননীয় সায়মা ওয়াজেদ এর সঙ্গে বাংলাদেশের পজিশন বিষয়ে আলাপরত জনাব মোঃ মোহসীন, সচিব, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ড. মোঃ রেজাউল হক,ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

চিত্র-৪.৩: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ-২৬ সম্মেলনস্থলে ব্রিটেনের প্রিন্স চার্লস সাক্ষাৎ করেন (২ নভেম্বর, মঙ্গলবার ২০২১)।- পিআইডি

চিত্র-৪.৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে কপ-২৬ উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'Forging a CVF COP-26 Climate Emergency Pact' শীর্ষক সাইড ইভেন্ট সভাপতির বক্তব্য রাখেন (২ নভেম্বর, মঙ্গলবার ২০২১)।- পিআইডি

৪.৯ কর্মশালার আয়োজন

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের দৈনন্দিন কাজে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের জন্য ৬০ ঘন্টার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার লক্ষ্য ছিল। নিম্নে ২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পন্নকৃত প্রশিক্ষণের বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

ক্রম.	প্রশিক্ষণ/কর্মশালার শিরোনাম	দিন	অনুষ্ঠানের তারিখ	ঘন্টা	অংশগ্রহণকারী
০১.	বার্ষিক কর্মসম্পাদন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১ দিন ব্যাপি	২৪/০৪/২০২২	৮	২৫
০২.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩ দিন ব্যাপি	১৪/০৯/২০২১ ২১/১২/২০২১ ২৩/১২/২০২১	১৬	৭৬
০৩.	ই-গর্ভন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ প্রশিক্ষণ	১ দিন ব্যাপি	১০/০১/২০২২	৭	২৪
০৪.	সঞ্জীবনী ও উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ দিন ব্যাপি	০৯/০৩/২০২২ ১০/০৩/২০২২ ১১/০৩/২০২২	২৪	৩২
০৫.	৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়	১ দিন ব্যাপি	০৬/০৬/২০২২	৮	৩০
০৬.	সেবা প্রদান সংক্রান্ত আইন-কানুন,বিধি-বিধান, চাকুরি বিধি এবং সেবা প্রতিশ্রুতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৪ দিন ব্যাপি	২৪/০৫/২০২২ ২৫/০৫/২০২২ ২৯/০৫/২০২২ ৩০/০৫/২০২২	২৮	৯৬
০৭.	অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (জিআরএস) বিষয়ে তাত্ত্বিক ধারনা প্রদান, জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৪ দিন ব্যাপি	১৬/০২/২০২২ ১৭/০২/২০২২ ২০/০২/২০২২ ০৮/০৬/২০২২	২৮	৬৬
০৮.	তথ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	৩ দিন ব্যাপি	২৪/০৪/২০২২ ০৯/০৬/২০২২ ১২/০৬/২০২২	৩২	৮৫

৪.১০ পরিবেশ মেলায় অংশগ্রহণ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ০৫ জুন, ২০২২ উদযাপন উপলক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাণিজ্য মেলার মাঠে সাত দিনব্যাপি পরিবেশ মেলার আয়োজন করা হয়। প্রতিবারের ন্যায় উক্ত মেলায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট কর্তৃক একটি স্টল স্থাপন করা হয়। স্টলে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়িত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের ডামি, অনুমোদিত প্রকল্প সমূহের প্রজেক্ট প্রোফাইল, ট্রাস্টের কার্যক্রমের উপর পুস্তিকা, বুকলেট, ব্রুশিয়ার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তন জনিত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি করার অংশ হিসেবে কুইজ প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছে।

৪.১১ ২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড ও কারিগরি কমিটির সভা

২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ২টি কারিগরি কমিটি ও ২টি ট্রাস্টি বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে সর্বমোট ৫৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদন করা হয়। ২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড এবং কারিগরি কমিটির সভার বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

২০২১-২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড সভার বিবরণ

ক্র.নং	সভা নং	সভার তারিখ	সভাপতি	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১.	৫৫ তম সভা	১২ ডিসেম্বর, ২০২১	জনাব মো: শাহাব উদ্দনি, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৪৪ টি
২.	৫৬ তম সভা	২৬ জুন, ২০২২	জনাব মো: শাহাব উদ্দনি, এম.পি,মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	১১ টি

চিত্র-৪.৫: ২০২১-২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ড সভা।

২০২১-২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভার বিবরণ:

ক্র.নং	সভা নং	সভার তারিখ	সভাপতি	সুপারিশকৃত প্রকল্প সংখ্যা
১.	৫৭ তম সভা	২৪,নভেম্বর ২০২১	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল (সচিব) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৬৪ টি
২.	৫৮ তম সভা	১৮, মে ২০২২	জনাব মোঃ মোস্তফা কামাল (সচিব) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৯৬ টি

চিত্র-৪.৬: ২০২১-২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির সভা।

৪.১২ মন্ত্রণালয় ভিত্তিক প্রকল্প

২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুমোদিত মোট ৫৫টি প্রকল্পের মন্ত্রণালয় ভিত্তিক তথ্য নিম্নে ছকে উপস্থাপন করা হলো:

ক্র:	মন্ত্রণায়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যায় (কোটি টাকায়)	মন্তব্য
০১.	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	৩৫টি	৭১.০০০০	
০২.	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	৫টি	৪১.৩৭৩৪	
০৩.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	৫টি	১১.৪০০৪	
০৪.	কৃষি মন্ত্রণালয়	৪টি	১১.৫০০০	
০৫.	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	২টি	৯.৮১৭১	
০৬.	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	২টি	৫.০০০০	
০৭.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১টি		গত ২০২১-২১ অর্থবছরে ১৫.০০ কোটি টাকা প্রক্কলিত ব্যয়ে গৃহিত ০১টি প্রকল্প বাতিলপূর্বক ২০২১-২২ অর্থবছরে উক্ত অর্থ সমন্বয়পূর্বক ০১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে
০৮.	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১টি	১.২৫০০	
	সর্বমোট =	**৫৫টি**	**১৫১.৩৪০৯**	

৪.১৩ থিমেটিক এরিয়া ভিত্তিক প্রকল্প

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা ২০০৯ (বিসিসিএসএপি-২০০৯) এ ৬টি থিমেটিক এরিয়া রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে অনুমোদিত ৬টি থিমেটিক এরিয়ায় ৫৫টি প্রকল্প অনুমোদিত হয় যার বর্ণনা নিম্নরূপ:

ক্র.নং	থিমেটিক এরিয়া	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১.	খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	০৫ টি	৭.০০০০
২.	অবকাঠামো	০৬ টি	২২.১৯০৫
৩.	গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	০৭ টি	২৩.৯০০৪
৪.	প্রশমন ও কম কার্বন নিঃসরণ	৩৩ টি	৭৬.০০০০
৫.	সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা জোরদারকরণ	০৩ টি	২১.০০০০
৬.	সমন্বিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা	০১ টি	১.২৫০০
	সর্বমোট =	**৫৫ টি**	**১৫১.৩৪০৯**

চিত্র-৪.৭: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্প।

চিত্র-৪.৮: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে পিরোজপুর জেলায় ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।

চিত্র-৪.৯: জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে আর্মি সদর হেডকোয়ার্টার এবং অন্য ৮টি হেডকোয়ার্টারে অন-গ্রিড সোলার সিস্টেম স্থাপন প্রকল্প।

৪.১৪ বিভাগ ভিত্তিক প্রকল্পের তালিকা

২০২১-২২ অর্থবছরে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ৫৫ টি প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা বিভাগে ১৪ টি, চট্টগ্রাম বিভাগে ১১ টি, বরিশাল বিভাগে ০৪ টি, রাজশাহী বিভাগে ০৪ টি, খুলনা বিভাগে ০৫ টি, রংপুর বিভাগে ০৪ টি, সিলেট বিভাগে ০৩ টি, ময়মনসিংহ বিভাগে ০১টি এবং একাধিক বিভাগে ০৯ টি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। যার বিন্যাস নিম্নরূপ:

ক্র.নং	বিভাগের নাম	অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা	অনুমোদিত ব্যয় (কোটি টাকায়)
১.	ঢাকা	১৪ টি	৪৪.৫০০০
২.	চট্টগ্রাম	১১ টি	২১.০০০০
৩.	বরিশাল	০৪ টি	৬.০০০০
৪.	খুলনা	০৫ টি	৯.২৫০০
৫.	রাজশাহী	০৪ টি	১৩.৩৭৩৪
৬.	রংপুর	০৪ টি	৮.০০০০
৭.	সিলেট	০৩ টি	১৯.৮১৭১
৮.	ময়মনসিংহ	০১ টি	২.০০০০
৯.	একাধিক বিভাগ	০৯ টি	২৭.৪০০৪
	মোট =	**৫৫ টি**	**১৫১.৩৪০৯**

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন

৫.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে বিএফআইডিস'র তিনটি জোনের (চট্টগ্রাম,সিলেট ও মধুপূর) আওতায় ১৮টি রাবার বাগান ও একটি রাবার ট্রেনিং সেন্টার এবং ০৮টি শিল্প ইউনিট রয়েছে। রাবার বাগান সংলগ্ন এলাকাকে কেন্দ্র করে হাট-বাজার, শিক্ষাঙ্গণ, ধর্মীয় উপাসনালয় সহ নানা ধরনের অবকাঠামো গড়ে ওঠায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্প্রসারিত হবার ফলে উত্তরোত্তর দেশের দুর্গম পাহাড়ি ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে জীবন যাত্রার মান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ রাবারকে কাজে লাগিয়ে খেলার সামগ্রী থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় ৪৬ হাজার পণ্যসামগ্রী তৈরি করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে। রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর মাধ্যমে উচ্চফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানি এবং রাবার বাগান ও শিল্প ইউনিটসহ বিএফআইডিসির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) শক্তিশালীকরণ" প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর ০৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখের ০৪.০০.০০০০. ৩১১.০৬.১০৩.২২.৭৯(২) নং স্মারক মূলে "বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন-২০২২" এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যা চূরান্তকরনের কাজ চলমান রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সম্ভাব্য সকল সেক্টরের উন্নয়নে মনোনিবেশ করেন। সে ধারাবাহিকতায় আধুনিক সভ্যতা বিকাশে রাবারের প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাবনার বিষয় তিনি অনুভব করেছিলেন। সে লক্ষ্যে ১১ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ তারিখ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রামু রাবার বাগানের বিশ্রামাগারে বসে তৎকালীন দায়িত্বরত বন কর্মকর্তাকে জরুরি কর্মসূচির মাধ্যমে পরবর্তী ৮(আট) বছরে রাবারে স্বনির্ভর হওয়ার নির্দেশ দেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বিএফআইডিসি বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন এবং মুনাফা অর্জনকারী রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

৫.২ ভিশন

রাবার, কাঠ ও কাঠশিল্পকে টেকসই ও উন্নত করা।

৫.৩ মিশন

গবেষণা, উন্নয়ন, কার্যকর প্রযুক্তির ব্যবহার, দক্ষতা অর্জন ও মানসম্মত সেবার মাধ্যমে রাবার ও রাবার কাঠ শিল্পকে টেকসই ও উন্নত করা এবং পাহাড়ী ও প্রত্যন্ত গ্রামীণ জনপদে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা এবং বিএফআইডিসিকে একটি প্রতিযোগিতামূলক কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করাই কর্পোরেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৫.৪ সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল

সরকারের অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যান ও যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার তিনজন পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত একটি বোর্ডের মাধ্যমে এই সংস্থাটি পরিচালিত হয়।

বিএফআইডিসি'র অন্যান্য জনবলের তথ্য নিম্নরূপ

শ্রেণী		অনুমোদিত পদ সংখ্যা	কর্মরত / বিদ্যমান সংখ্যা	শূন্যপদ
পে-কমিশন	কর্মকর্তা	২৩৩	৬৯	১৬৮
	কর্মচারী	১০৬৩	৩৭৭	৬৭৬
উপ-মোট =		**১২৮৬**	**৪৪৬**	**৮৪০**
মজুরি-কমিশন	শ্রমিক	৫২৭৭	নিয়মিত ১৫৯৪ অনিয়মিত ২৯৮৯	৬৯৪
সর্বমোট =		**৬৫৬৩**	**৫০২৯**	**১৫৩৪**

৫.৫ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে নিয়োগপ্রাপ্ত জনবলের বিবরণ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট সংখ্যা	গ্রেড ও বেতন স্কেল
০১.	সহকারী মাঠ তত্ত্বাবধায়ক	৩৭ জন	গ্রেড- ১২ ১১,৩০০-২৭,৩০০/-
০২.	নিম্ন বিভাগীয় সহকারী (প্রশাসন) কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩৮ জন	গ্রেড- ১৬ ৯,০০০-২২,৪৯০/-
০৩.	নিম্ন বিভাগীয় সহকারী (হিসাব) কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৯ জন	গ্রেড- ১৬ ৯,০০০-২২,৪৯০/-
	মোট =	**৮৪ জন**	

৫.৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকের বিবরণ

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট সংখ্যা	গ্রেড	বেতন স্কেল
০১.	ব্যবস্থাপক	০১ জন	৫	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০/-
০২.	উপব্যবস্থাপক	১৫ জন	৬	৩৫,৫০০-৬৭,০১০/-
০৩.	সহকারী ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)	০৩ জন	৯	২২,০০০-৫৩,০৬০/-
০৪.	সহকারী ব্যবস্থাপক (হিসাব/নিরীক্ষা)	০৬ জন	৯	২২,০০০-৫৩০৬০/-
০৫.	সহকারী ব্যবস্থাপক (মাঠ)	১০ জন	৯	২২,০০০-৫৩০৬০/-
০৬.	সহকারী প্রকৌশলী	০৩ জন	৯	২২,০০০-৫৩০৬০/-
০৭.	নিরাপত্তা কর্মকর্তা	০৩ জন	৯	২২,০০০-৫৩০৬০/-
	উপ-মোট =	**৪১ জন**		
০৮.	প্রধান সহকারী	০১ জন	৯	২২,০০০-৫৩০৬০/-
০৯.	টেপিং সুপারভাইজার	৭৬ জন	মজুরি স্কেল-৬	৯০০০-২০,৭৬০
	সর্বমোট =	**১১৮ জন**		

৫.৭ কৃষি (রাবার) সেক্টর

বিএফআইডিসি কর্তৃক ১৯৬২ সন থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের কারিগরী ও আর্থিক সহায়তায় এবং নিজস্ব অর্থায়নে নিম্নোক্ত তিনটি জোনের ১৮টি রাবার বাগানে মোট ৩২,৪৯৬ একর রাবার বাগান সৃজন করা হয়েছে।

- রাবার বাগানের সংখ্যা ১৮টি; (চট্টগ্রাম জোনে-৯টি, মধুপুর জোনে-৫টি ও সিলেট জোনে- ৪টি)
- মোট জমির পরিমাণ ৩৬,৬৫৪ একর;
- সৃজিত বাগানের পরিমাণ প্রায় ৩২,৪৯৬ একর;
- রাবার গাছের সংখ্যা প্রায় ৩৯,৩৩,৬৫০ টি;
- উৎপাদনশীল গাছ ১৪,২৩,৬৯৭টি;
- অনুৎপাদনশীল গাছ ২৫,০৯,৯৫৩টি;
- অর্থনৈতিকভাবে জীবনচক্র হারানো গাছের সংখ্যা প্রায় ৯,২৩,৩৮৪টি।

চট্টগ্রাম জোন

ক্রঃ নং	বাগানের নাম	অবস্থান	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ (একর)	বাগান সৃষ্টির সন	উৎপাদন শুরুর সন
১.	রামু রাবার বাগান	রামু, কক্সবাজার	২১৫৩.০০	১৯৬১-৮৮	১৯৬৮
২.	রাউজান রাবার বাগান	রাউজান, চট্টগ্রাম	১৩৭৮.০০	১৯৬১-৮৮	১৯৬৮
৩.	ডাবুয়া রাবার বাগান	রাউজান, চট্টগ্রাম	২১২০.০০	১৯৬৯-৮৮	১৯৭৬
৪.	হলুদিয়া রাবার বাগান	রাউজান, চট্টগ্রাম	২২৪৬.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৫.	কাঞ্চননগর রাবার বাগান	হোয়াখো, চট্টগ্রাম	১১৩০.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৬.	রাঙ্গামাটিয়া রাবার বাগান	হোয়াখো, চট্টগ্রাম	১২৪১.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৭.	তারাখো রাবার বাগান	হোয়াখো, চট্টগ্রাম	২৪০৬.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
৮.	দাতমারা রাবার বাগান	হোয়াখো, চট্টগ্রাম	৩৯৬৫.০০	১৯৭০-৮৮	১৯৭৮
৯.	রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান	রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম	৭৩৩.০০	২০১২-১৩	২০১৯
	উপমোট =		**১৭,৫৯১.০০**		

সিলেট জোন

ক্রঃ নং	বাগানের নাম	অবস্থান	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ (একর)	বাগান সৃষ্টির সন	উৎপাদন শুরুর সন
১.	ভাটেরা রাবার বাগান	কুলাউড়া, মৌলভীবাজার	২৪৬৭.০০	১৯৬৬-৮৮	১৯৭৪
২.	সাতগাঁও রাবার বাগান	শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার	১৭৪১.০০	১৯৬১-৮৮	১৯৬৮
৩.	শাহাজীবাজার রাবার বাগান	মাধবপুর, হবিগঞ্জ	২০৪০.০০	১৯৬৯-৮৮	১৯৭৬
৪.	রূপাইছড়া রাবার বাগান	পুটিজুড়ি, বাহুবল, হবিগঞ্জ	১৮৩২.০০	১৯৮৩-৮৮	১৯৯১
	উপমোট =		**৮০৮০.০০**		

টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন

ক্রঃ নং	বাগানের নাম	অবস্থান	বাগান সৃষ্টির পরিমাণ (একর)	বাগান সৃষ্টির সন	উৎপাদন শুরুর সন
১.	পীরগাছা রাবার বাগান	মধুপুর,টাংগাইল	২৯০৫.০০	১৯৮৭-৯৭	১৯৮৬
২.	চাঁদপুর রাবার বাগান	মধুপুর,টাংগাইল	২৩৭৯.০০	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
৩.	সন্তোষপুর রাবার বাগান	ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	১০৩৬.০০	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
৪.	কমলাপুর রাবার বাগান	মধুপুর,টাংগাইল	৯৯৪.০০	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
৫.	কর্ণঝোড়া রাবার বাগান	শ্রীবর্দী, শেরপুর	৬১৫.০০	১৯৮৯-৯৭	১৯৯৭
	উপমোট =		**৭৯২৯.০০**		

সর্বমোট =	**৩৩,৬০০.০০**

৫.৮ বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে রাবার সেক্টরের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের বিবরণ

সন	রাবার উৎপাদন (মে.টন)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
২০১৬-১৭	৫৭১৬.০০	৫০৮৬.৭৩
২০১৭-১৮	৫৫৬৫.০০	৫০৬৮.৩৬
২০১৮-১৯	৫৬৮৮.০০	৫১২৭.৮৫
২০১৯-২০	৭০০০.০০	৫৫৮১.৮৭
২০২০-২১	৭০০০.০০	৫৫১২.৬৭
২০২১-২২	৭০০০.০০	৫০৩০.০০

৫.৯ বিগত ০৫ (পাঁচ) বছরে নার্সারী ও পুনর্বাসন বাগান সৃজনের কর্মসূচি ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সন	নার্সারী সৃজন (একর)		পুনর্বাসন বাগান সৃজন (একর)	
	কর্মসূচী	বাস্তবায়ন	কর্মসূচী	বাস্তবায়ন
২০১৬-১৭	১৪.০০	৩.৫০	১২৭০.০০	৫২৬.০৫
২০১৭-১৮	১৬.৫০	৬.১৫	১২১০.০০	২০০.৪৮
২০১৮-১৯	২২.৬০	১৭.৮০	৫৯১.০০	২৫৬.০০
২০১৯-২০	২৭.৭৫	১২.৮০	১৪৭০.০০	৮৭৬.০০
২০২০-২১	১৫.৬০	১৩.৭৫	৭২৬.০০	৭৩৮.০০
মোট =	**৯৬.৪৫**	**৫৩.৪৫**	**৫২৬৭.০০**	**২৫৯৬.৫৩**

৫.১০ শিল্প সেক্টর

বর্তমানে চলমান শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৮ টি (ঢাকায়-২টি, চট্টগ্রামে-৪টি, কাপ্তাই-১টি, শ্রীমঙ্গলে-১টি)

ক্রমিক নং	শিল্প ইউনিট এর নাম	স্থাপন সন
০১.	ক্যাবিনেট ম্যানুফেকচারিং প্ল্যান্ট, মিরপুর, ঢাকা।	১৯৬২
০২.	ইস্টার্ণ উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও , ঢাকা।	১৯৭২
০৩.	ফিডকো ফার্ণিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম।	১৯৬৪
০৪.	কেবিনেট মেনুফ্যাকচারিং প্লান্ট, কালুরঘাট।	১৯৬২
০৫.	সাঙ্গু মাতামুহুরী কাঠ আহরণ ইউনিট, কালুরঘাট।	১৯৬০
০৬.	কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট, কালুরঘাট।	১৯৬১
০৭.	লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।	১৯৬৬
০৮.	প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।	২০১৮

০৩টি শিল্প ইউনিট রাবার কাঠ সংগ্রহ, সিজনিং ও ট্রিটমেন্ট কাজে এবং ০৫টি ইউনিট সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী আসবাবপত্র তৈরি ও সরবরাহ কাজে নিয়োজিত।

৫.১১ জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ প্রক্রিয়াকরণ

অতীতে জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ শুধুমাত্র জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহার হত। ফলে পরিবেশ দূষণ সহ রাজস্ব আয় কম হতো। কিন্তু বর্তমানে উক্ত রাবার গাছ হতে প্রাপ্ত কাঠ প্রক্রিয়াকরণ করে প্রথম শ্রেণীর কাঠে রূপান্তর পূর্বক আধুনিক ডিজাইনের আসবাবপত্র তৈরি করা হচ্ছে।

৫.১২ বিএফআরআই কর্তৃক রাবার কাঠ গবেষণার ফলাফল

মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকা সহ বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারের নিয়ম অনুসরণ করে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফআইডিসি) এর রাবার বাগানের রাবার কাঠ নিয়ে বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তারই ফলাফলের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, রাবার কাঠ মধ্যমমানের শক্ত কাঠ এবং এর বিভিন্ন গুণাবলী সেগুন কাঠের কাছাকাছি।

৫.১৩ বিএফআরআই এর বুলেটিং নং-৬, ৭ ও ১৩-১৯৯২ খ্রি. মোতাবেক গুণাবলী

(ক) রাবার কাঠের সাধারণ গুণাবলী

- রাবার কাঠ লগ আকারে প্রকিউর করা যায়।
- হ্যান্ড টুলস্ দ্বারা রাবার কাঠের মেশিনিং এবং ফিনিশিং করা যায়।
- রাবার কাঠ চিরাই, পরিশোধন ও মৌসুমীকরণ সহজ।
- রাবার কাঠের তক্তা ১২% আদ্রতায় আনা যায়।

(খ) রাবার কাঠের টেকনিক্যাল গুণাবলী

- রাবার কাঠ চমৎকাররূপে রাঁদা করে ছিদ্র ও খাঁজ কেটে বিভিন্ন আকৃতি ও নমুনায় রূপান্তর করা যায়।
- কাঠের সার্ফেস ফিনিসিং করতে হালকা স্যান্ডিং (শিরিষ কাগজ দ্বারা ঘষা) করলেই চলে। তারপর চক পাউডার এবং স্পিরিট দ্বারা সার্ফেস মসৃণ করে চুড়ান্ত কোটিং হিসেবে শেলাক ও কারপা প্রয়োগ করলে চকচকে হয়।
- কাঁচা রাবার কাঠ চিরাই করে তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট ও সিজনিং করলে ভাল হয়।

(গ) রাবার কাঠ শুকানোর পদ্ধতি

- সঠিক প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ২.৫০ সেঃমিঃ পুরুত্বের রাবার কাঠ যান্ত্রিক উপায়ে শুকাতে ৬ দিন এবং খোলা বাতাসে শুকাতে ৪৫ থেকে ৬০ দিন সময় লাগে।

(ঘ) রাবার কাঠের ব্যবহার

- ফার্নিচার যথা: চেয়ার, টেবিল, খাট, আলমিরা, সোফাসেট ইত্যাদি তৈরিকরণ।
- দরজা-জানালা তৈরিকরণ।
- পাইউড এবং পার্টিক্যাল বোর্ড তৈরিকরণ।
- রাবার কাঠের মন্ড থেকে প্রিন্টিং, প্যাকেজিং এবং ওয়ার্কিং পেপার তৈরিকরণ।

SF-CP208

৫.১৪ বিগত ৫ বছরে প্রসেসিংকৃত রাবার সাইজ কাঠ আন্তঃ ইউনিটে সরবরাহের চিত্র

বিএফআইডিসি'র ৩টি শিল্প ইউনিটি রাবার কাঠ প্রক্রিয়াকরণ করে (সাইজ কাঠ) অপর ৫টি শিল্প ইউনিটে সরবরাহ সম্পর্কিত তথ্য

সন	ঘনফুট	টাকা (লক্ষ)
২০১৬-১৭	৩০,২১২	২৩,৭৮
২০১৭-১৮	৪৩,৭৪৮	৩৮,৮০
২০১৮-১৯	৫৮,৫৯৮	৭২,৬৩
২০১৯-২০	৬৬,১৪৮	৮৩,৪৬
২০২১-২২	৮৯,৭৮৮	১০৭,৩৯

৫.১৫ বিগত ৫ বছরে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ফার্নিচার সরবরাহের চিত্র

সন	ঘনফুট	টাকা
২০১৬-১৭	১,৫১,৪০৬	৬৪ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা
২০১৭-১৮	১,৫৩,৮৮১	৫৮ কোটি ২ লক্ষ টাকা
২০১৮-১৯	২,৩৫,৭১৫	৬২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা
২০১৯-২০	২,০২,১৭৪	৬৬ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা
২০২১-২২	২,৯৩,৫১৭	২৫৫ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা

৫.১৬ ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএফআইডিসি'র রাবার সেক্টরে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের বিবরণ

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	দপ্তর/বাগানের নাম	জোনের নাম	কার্যাদেশের তারিখ ও মূল্য	মন্তব্য
১.	হলদিয়া রাবার বাগান চট্টগ্রাম এর ০৩ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধূমঘর	হলদিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	৬৫,১১,৭৬৯.৮৬ ০৩-০২-২০২১	নির্মাণ কাজ চলমান
২.	দাঁতমারা রাবার বাগান, চট্টগ্রাম এর ০৩ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধূমঘর	দাঁতমারা বাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	৫৬,০০,৮৭৬.৭১ ০৩-০২-২০২১	নির্মাণ কাজ চলমান
৩.	চট্টগ্রাম জোন দপ্তরের আঙ্গিনায় মাটি ভরাট, মেইন গেট তৈরি ও রেষ্ট হাউজের ছাদ মেরামত	চট্টগ্রাম জোন দপ্তর	চট্টগ্রাম জোন	২০,৯০,৪০০.০০ ০৪-০১-২০২২	কাজ শেষ হয়েছে
৪.	রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগানের HBB রোড ও ট্রাক পার্কিংগ্রাউন্ড	রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান	চট্টগ্রাম জোন	১২,০৪,৯২৩.৩১ ০৪-০১-২০২২	কাজ প্রায় শেষ পর্যায়
৫.	ডাবুয়া রাবার বাগানের কারখানার জরাজীর্ণ সেড, কলাম, টিন পরিবর্তন ও সারফেজ ড্রেন মেরামত	ডাবুয়া রাবার বাগান	চট্টগ্রাম জোন	২৪,৪৬,৬৬৬.০০ ২০-০৩-২০২২	নির্মাণ কাজ চলমান
৬.	রাউজান রাবার বাগানের ০৩ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধূমঘর ও মিলিং সেড নির্মাণ	রাউজান রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	৭৭,২৮,৮৩০.৮৩ ০৫-০৬-২০২২	নির্মাণ কাজ চলমান
৭.	রাউজান রাবার বাগানের ৫০০ রানিং ফিট HBB রাস্তা নির্মাণ	রাউজান রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	১১,৭৮৭০১.০০ ২০-০৩-২০২২	নির্মাণ কাজ চলমান
৮.	১.৫ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন আধুনিক ধূমঘর	রাউজান-রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান, চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম জোন	২৪,৯৮,৪২৮.৬৩ ০৬-০৬-২০২২	নির্মাণ কাজ চলমান
৯.	শাহজীবাজার রাবার বাগানে ড্রিপিং শেড কাম গ্যাস চালিত আধুনিক ধূমঘর	শাহজীবাজার রাবার বাগান	সিলেট জোন	১,৩২,২৫,৪৮২.৮৬ ১০-০৫-২০২২	নির্মাণ কাজ চলমান
১০.	পীরগাছা রাবার বাগানের ০১টি ধূমঘরে চাকা যুক্ত ট্রলি চলাচলের রাস্তা নির্মাণ	পীরগাছা রাবার বাগান, টাঙ্গাইল	টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন	অনুমোদিত অর্থ ১৩,৮৩,৯৩০.০০	নির্মাণ কাজ চলমান

৫.১৭ বিএফআইডিসি'র শিল্প ইউনিটে সম্পাদিত উন্নয়নমূলক কাজ

- লাম্বার প্রসেসিং কমপ্লেক্স, কাপ্তাই, রাঙ্গামাটিতে অফিস, রেস্ট হাউজ ও করাতকল শেড আধুনিকায়ন।
- কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট, কালুরঘাট, চট্টগ্রামে স'মিল শেড নির্মাণ, বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন আধুনিকায়ন।
- সাঙ্গু মাতামুহুরি কাঠ আহরণী ইউনিট, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম আধুনিকায়ণে উন্নতমানের মেশিনারীজ ক্রয়।
- সিএমপি, মিরপুর, ঢাকা আধুনিকীকরণে উন্নতমানের মেশিনারীজ ক্রয়।
- ইস্টার্ন উড ওয়ার্কস, তেজগাঁও, ঢাকায় আধুনিক সিএনসি রাউটার মেশিন এবং লেকার চেম্বার ও থিকনেচার প্ল্যানার স্থাপন।
- সিএমপি, কালুরঘাট, চট্টগ্রামে নতুন মর্টাইজার মেশিন ক্রয় ও স্থাপন।
- ফিডকো ফার্নিচার কমপ্লেক্স, কালুরঘাট, চট্টগ্রামে আধুনিক লেকার চেম্বার স্থাপন এবং অফিস ও কারখানা সেড মেরামত।
- রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজারে স'মিল ও ফার্নিচার সেড নির্মাণ।

৫.১৮ ২০২১-২২ অর্থবছরে বিএফআইডিসি'র চলমান উন্নয়নমূলক কাজের চিত্র

বিএফআইডিসি, রাবার বিভাগ, চট্টগ্রাম জোনের নবনির্মিত গেইট উদ্বোধন।

রাবার কাঠ প্রেসার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট এর ফার্ণিচার ও স'মিল শেড নির্মাণ এর ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন।

কাষ্ঠ সংরক্ষণ ইউনিট এর পাওয়ার স্টেশন উদ্বোধন।

কালুরঘাট মহাপ্রকল্পের গেইট নির্মাণ কাজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন।

৫.১৯ বিগত পাঁচ বছরে বিএফআইডিসি'র উভয় সেক্টরে সমন্বিতভাবে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ

অর্থবছর	শিল্প সেক্টর (+)লাভ/(-)ক্ষতি	রাবার সেক্টর (+)লাভ/(-)ক্ষতি	সর্বমোট (+)লাভ/(-)ক্ষতি
২০১৭-১৮	(+) ১৪৫১.১৪	(-) ১৭৮২.২৩	(-) ৩৩১.০৯
২০১৮-১৯	(+) ১৮৬৫.২১	(-) ৬১৫৫.৭৫	(-) ৪২৯০.৫৪
২০১৯-২০	(+) ১৭৯১.৭৩	(-) ৫১০৫.৭৫	(-) ৩৩১৪.০২
২০২০-২১	(+) ৪৯৪২.৫৫	(-) ১২৮৩.৮১	(+) ৩৬৫৮.৭৪
২০২০-২১	(+) ৩২২৬.৩৭	(-) ১১৯৩.৭৭	(+) ২০৩২.৬০

৫.২০ বিগত পাঁচ বছরে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া রাজস্বের পরিমাণ

ক্র. নং	জমার খাত	অর্থবছর				
		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
১.	বিক্রয় ভ্যাট	৯৪৬.২৮	৮২৭.৩০	১০৪৭.৭১	১৮৯৮.৮৬	২১৮৩.৫৩
২.	বিক্রয় কর	৯৬.৪০	৬.২২	৪.৭৬	১০.৭৪	২৮.৯৪
৩.	আয়কর (কর্পো.)	৯৪.০০	২৭০.০০	১৩৮.৯৩	১৩৪.৭৬	৪৫৫.৪৪
৪.	আবাগরী শুল্ক	-	-	-	-	৬৪২.১৯
৫.	আয়কর বেতন	৫.৯৫	৪.৯২	১০.৮৯	৭.৬৯	৬.৩৮
৬.	অন্যান্য শুল্ক	১২৩.০১	৩০০.০০	৫২৮.১৫	৭২০.৫০	৬৩৮.১৭
	মোট =	১২৬৫.৬৮	১৪০৮.৮৮	১৭৩০.৮৮	২৭৭২.৫৫	৩৯৫৮.৬৫

৫.২১ বিএফআইডিসি'র তৈরি ফার্নিচারের বৈশিষ্ট্য

- গুণগতমানের দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান।
- তৈরীকৃত আসবাবপত্রের মান নিয়ন্ত্রণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়।
- যেকোন ডিজাইনের অর্ডার নেয়া হয়। প্রয়োজনে আধুনিক সিএনসি মেশিন ব্যবহার করা হয়।
- সময়মত সরবরাহ করা হয়। ত্রূটি-বিচ্যুতি হলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- উন্নতমানের মেশিনারীজ ব্যবহার করে দক্ষ শ্রমিক দ্বারা নিখুঁত আসবাবপত্র তৈরী করা হয়।
- আধুনিক লেকার চেম্বারের মাধ্যমে লেকার বার্নিশ করা হয়।

৫.২২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- বিএফআইডিসি'র বিদ্যমান ১৮টি রাবার বাগানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, রাবার গবেষণা, জীবনচক্র হারানো রাবার গাছ কর্তন, নতুন ও পুনঃবাগান সৃজন এবং আধুনিক রাবার প্রসেসিং কারখানা তৈরির জন্য প্রায় ৫৮৯ কোটি টাকার "বিএফআইডিসি শক্তিশালীকরণ প্রকল্প" হাতে নেয়া হয়েছে।
- আধুনিক ফার্নিচার তৈরির লক্ষ্যে শিল্প ইউনিটসমূহে উন্নতমানের মেশিনারীজ ক্রয় ও সংযোজন কাজ চলমান রয়েছে।
- আরোও ৩টি রাবার কাঠ প্রসেসিং প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।
- শিল্প ইউনিটসমূহ আধুনিকায়নের লক্ষ্যে একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- রাবার বাগান সৃজন অনুপযোগী জায়গায় বিভিন্ন প্রজাতির বনজ, ফলদ ও ঔষধি গাছ রোপণ।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট

৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) দেশের বন গবেষণা বিষয়ক একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান। বনজ সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালে "ফরেস্ট প্রোডাক্ট ল্যাবরেটরী" নামে চট্টগ্রামে এ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে বনজ সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির প্রেক্ষিতে বনজ সম্পদ গবেষণার পাশাপাশি বন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করে ১৯৬৮ সালে বিএফআরআইকে বন বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা হয়। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত সংস্থা হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিএফআরআই এ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ রক্ষা, জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, বন মৃত্তিকা সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্নত ও গুণগত মানসম্পন্ন বীজ ও চারা উৎপাদন, ঔষধি উদ্ভিদ ও বিপন্নপ্রায় উদ্ভিদের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ, বন ব্যাধি ও কীটপতঙ্গ ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সেখানে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি, সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশের উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ঝুঁকি মোকাবেলায় বিশেষ অবদান রাখছে।

৬.২ ভিশন : বাংলাদেশের বন ও বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনা, উন্নয়ন ও সুষ্ঠ ব্যবহার বিষয়ে গবেষণা সহায়তা প্রদান।

৬.৩ মিশন : গবেষণার মাধ্যমে দেশের বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুষ্ঠ ব্যবহারের লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবিত তথ্য প্রযুক্তি ভোক্তা জনগোষ্টিকে পরিজ্ঞাতকরণ।

৬.৪ উদ্দেশ্য

- বন ও বনজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি বিষয়ক গবেষণা
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বন ও বনজ সম্পদ বিপর্যয় রোধকল্পে গবেষণা
- উন্নতমানের বীজ ও চারা উৎপাদন, নার্সারি ও বন বাগানে পোকামাকড় ও রোগ বালাই দমন, বন্যপ্রাণীসহ জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং মৃত্তিকার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা
- বাঁশ, বেত ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অন্যান্য বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক গবেষণা
- কাঠ ও অকাষ্ঠল বনজ সম্পদের গুনাগুণ উন্নয়ন, সুষ্ঠু ব্যবহার ও বাণিজ্যিক পণ্য উদ্ভাবন বিষয়ক গবেষণা
- বন বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ মাঠ-পর্যায়ে ভোক্তাগোষ্ঠিকে এবং দেশের বনবিদ্যা বিষয়ে গবেষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্টদের পরিজ্ঞাতকরণ।

৬.৫ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের জনবল

পদ (গ্রেড ভিত্তিক)	মঞ্জুরীকৃত	কর্মরত	শূণ্য পদ
১ম (২য় হতে ৯ম)	১০২	৭৫	২৭
২য় (১০ম গ্রেড)	৫৪	২৬	২৮
৩য় (১১ হতে ১৯ম)	৪২১	২০৮	২১৩
৪র্থ (২০ম গ্রেড)	১৯২	৮০	১১২
মোট =	৭৬৯	৩৮৯	৩৮০

৬.৬ প্রধান কার্যাবলী

প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে ১৭ টি গবেষণা বিভাগ ও ১ টি শাখার আওতায় এবং নিম্নোক্ত ১৪ টি প্রোগ্রাম এরিয়ার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রোগ্রাম এরিয়াসমূহ :

- Production of quality planting materials
- Plantation technique & forest management
- Breeding and tree improvement
- Bamboo and non-timber economic crops
- Biodiversity conservation
- Forest inventory, growth and yield
- Soil conservation and watershed management
- Ecosystem valuation
- Social forestry and farming system research (FSR)
- Forest pest and diseases
- Post harvest utilization-physical processing
- Post harvest utilization-chemical processing
- Climate change adaptation and mitigation
- Training and transfer of technology

৬.৭ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম এর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সদস্য পদ

Sl.No.	Title	Country	সংস্থার সদস্য হওয়ার তারিখ
01.	Commonwealth Forestry Association	England	১৯৯৪
02.	IUFRO (International Union of Forest Research Organization	Austria	১৯৭৬
03.	APAFRI (Asia-Pacific Forest Invasive Species Network)	Malaysia	২০০১
04.	INBAR (International Network for Bamboo and Rattan)	China	১৯৯৮

৬.৮ বিএফআরআই কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থ বছরে বৈজ্ঞানিক ও পপুলার আর্টিকেল বিভিন্ন দেশী-বিদেশী জার্নাল, বুলেটিন/ বুকলেট ও নিউজলেটার-এ প্রকাশনা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

বিভাগ	জার্নাল পেপার		বুলেটিন/বুকলেট	প্রসেডিংস পেপার	পপুলার আর্টিকেল	নিউজলেটার (সংখ্যা)	মোট
	প্রকাশিত	সাবমিটেড					
বন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ	১	৩	-	-	-	-	৪
বন অর্থনীতি বিভাগ	-	১	-	-	-	১	২
বন ইনভেন্টরী বিভাগ	১	-	-	-	-	২	৩
ম্যানগ্রোভ সিলভিকালচার বিভাগ	-	-	-	-	-	২	২
প্লান্টেশন ট্রায়েল ইউনিট বিভাগ	৩	-	-	-	২	-	৫
গীণ বনজ সম্পদ বিভাগ	১	-	-	-	-	১	৫
বিজ বাগান বিভাগ	-	-	-	১	-	১	২
সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	২	-	১	-	-	১	৪
সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	২	-	-	-	-	৩	৫
বন রসায়ন বিভাগ	২	১	-	-	-	১	৪
মন্ড ও কাগজ বিভাগ	১	-	-	-	-	১	২
কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ ও শক্তি নিরুপণ	-	-	-	-	-	১	১
কাষ্ঠ যোজনা বিভাগ	-	২	-	-	-	২	৪
কাষ্ঠ সংরক্ষণ বিভাগ	-	২	-	-	-	১	৩
কাষ্ঠ শুষ্কিকরণ ও শক্তি নিরুপণ বিভাগ	১	-	-	-	-	-	১
মোট =	**১৪**	**১২**	**১**	**১**	**২**	**১৭**	**৪৭**

৬.৯ বিগত ২০১৯-২০ অর্থবছরের উদ্ভাবিত প্রযুক্তির তালিকা

ক্র:নং	উদ্ভাবিত প্রযুক্তি	উপকারভোগী/প্রযুক্তি ব্যবহারকারী
১.	শ্বেতচন্দন (Santalum album) এর নার্সারি ও বাগান উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবন	বন অধিদপ্তর, চন্দন উদ্ভিদের চাষাবাদের সাথে সম্পৃক্ত জনগণ এবং ইউনানী ও আর্য়ুবেদ শিল্প
২.	টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে এ্যাসপার বাঁশের (Dendrocalamus asper) seed থেকে direct regeneration এর মাধ্যমে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন	দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোক্তা
৩.	উচ্চ ফলনশীল বাঁশের ৩টি নতুন লাইন BFRI bamboo line BB1, BS1 এবং BN1 উদ্ভাবিত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোক্তা
৪.	উচ্চ ফলনশীল রাবারের ১টি নতুন লাইন BFRI MR 001 উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের জন্য সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	দেশের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি উদ্যোক্তা
৫.	নালিতা বা জিগনী এর নার্সারি উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবন	বন বিভাগ, মন্ড শিল্প, এনজিও, পান্টার্স এবং অন্যান্য বনায়ন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান।

৬.১০ উল্লেখযোগ্য গবেষণা সাফল্য (২০২১-২২ অর্থ বছরের অর্জিত)

★ শ্বেতচন্দনের নার্সারি ও বাগান উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। নার্সারি উত্তোলনের জন্য নার্সক্রপ ও বাগান উত্তোলনের লক্ষ্যে ৫টি হোস্ট প্লান্ট যেমন-অরহর, ঝাউ, নিশিন্দা, কালোকড়ই ও বকুল উপযোগী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

★ টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে এ্যাসপার বাঁশের (Dendrocalamus asper) seed থেকে direct regeneration এর মাধ্যমে চারা উৎপাদনের কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

★ উচ্চ ফলনশীল বাঁশের ৩টি নতুন লাইন BFRI bamboo line BB1, BS1 এবং BN1 উদ্ভাবিত হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্তমানে এটি নিবন্ধীকরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।

চিত্র: উদ্ভাবিত বাঁশের লাইন বিএফআরআই বিবি-১ চিত্র: উদ্ভাবিত বাঁশের লাইন বিএফআরআই বিএস-১ চিত্র: উদ্ভাবিত বাঁশের লাইন বিএফআরআই বিএন-১

★ উচ্চ ফলনশীল রাবারের ১টি নতুন লাইন BFRI MR 001 উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এটির ফলন পর্যবেক্ষণের জন্য বিএফআইডিসি এর সাথে যৌথভাবে মাঠ পর্যায়ে ট্রায়াল চলমান আছে।

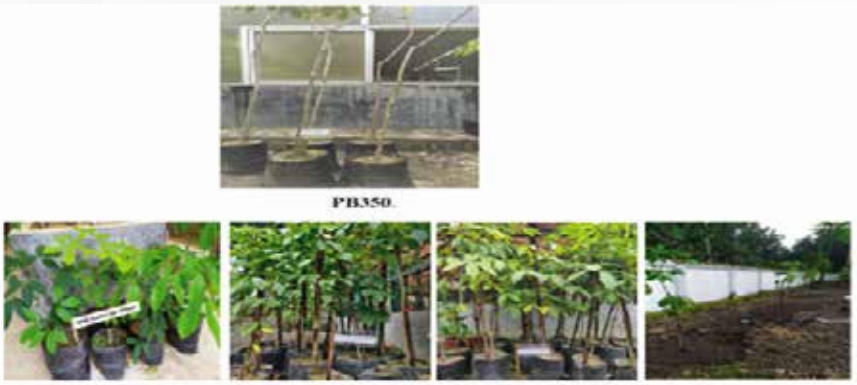

চিত্র: উদ্ভাবিত রাবারের নতুন লাইন বিএফআরআই এমআর-০০১

★ বাংলাদেশের বনাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ ৩ টি গুরুত্বপূর্ণ বৃক্ষ প্রজাতি বৈলাম, তেলি গর্জন এবং সাদা গর্জন এর জিন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে ডিএনএ বারকোডিং সংক্রান্ত গবেষণা শুভ সূচনা করা হয়েছে এবং গবেষণা চলমান আছে।

★ চীনের নতুন ৪ টি বাঁশ প্রজাতির দ্রুত বংশবিস্তার ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে টিস্যু কালচার গবেষণা চলমান রয়েছে।

★ নালিতা বা জিগনির (*Trema orientalis*) চারা উত্তোলন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। দ্রুত বর্ধনশীল উদ্ভিদ হিসাবে কাগজ উৎপাদনের জন্য গামারের বিকল্প উদ্ভিদ বিবেচনায় মাঠ পর্যায়ে ট্রায়াল চলমান আছে।

★ বিলুপ্তপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি আফ্রিকান টিক ওক, বৈলাম এবং ট্যাক্সোডিয়াম এর বংশবিস্তার ও সংরক্ষণে চারা উৎপাদনে টিস্যু কালচার কৌশল উদ্ভাবনে গবেষণা অব্যাহত আছে ।

★ ভোক্তাসাধারণের মাঝে বাঁশের চারা সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে টিস্যু কালচার ও কঞ্চিকলম পদ্ধতিতে বাঁশের ১৪ টি প্রজাতির ১১,৯৪১ টি চারা সরকারি রেভিনিউ সংগ্রহের মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে ভোক্তাসাধারণের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে ও বিতরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। বাঁশের চারা সহজলভ্য হওয়ায় চারার চাহিদা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রতি বছর বাঁশ চাষে ভোক্তাসাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

★ বিলুপ্ত প্রায় দেশীয় বৃক্ষ প্রজাতি হিসাবে বৈলাম, ধারমারা, হলদু, সিভিট ও গুটগুইট্টা এর ৬ হেক্টর চারা বীজ বাগান (Seedling Seed Orchard) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

★ বিভিন্ন সংরক্ষণী প্রয়োগ করে দেশীয় বৃক্ষ-ধারমারার বীজের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি করার কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে।

★ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ৫টি জেলা, যথা- রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, বগুড়া ও নাটোর জেলায় নিম গাছের মড়কের হার নিরুপণ করা হয়েছে।

★ নিম মড়কের সাথে সংশ্লিষ্ট ৭টি ছত্রাক, যেমন- *Fusarium perliforum, Colletotrichum gloeosporioides, Botryodiplodia theobromae, Alternaria sp., Cercospora sp., Aspergillus niger I Aspergillus flavous* এবং ২টি পোকা, যেমন- *Dictyophara sp. I Helopeltis sp.* সনাক্ত করা হয়েছে।

★ বাণিজ্যিক রাসায়নিক ছত্রাকনাশক, যেমন- Ridomil Gold (Mancozib), Autostin (Cabandazim) ও knowin (Cabandazim) নিম গাছের মড়ক দমনের ক্ষেত্রে কার্যকরী।

★ ট্রাইকোডারমার ৩টি প্রজাতি, যেমন- *Trichoderma afroharzianum, T. asperellum I T. viride* ছত্রাক নিম মড়কের জন্য দায়ী জীবাণু নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর।

★ বোরাক বাঁশ (Bambusa balcooa) থেকে তৈরীকৃত মাঝারি ঘনত্ব (৮৫০ কেজি/মি৩) বিশিষ্ট ফাইবার বোর্ড কাঠের বিকল্প হিসেবে আসবাবপত্রের অংশে,ঘরের পার্টিশনে এবং সিলিং তৈরীতে ব্যবহার করা সম্ভব। এতে বনজ সম্পদের সর্বোত্তম ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

৮৫০ কেজি/মি: ঘনত্ব বিশিষ্ট বোরাক বাঁশের ফাইবার বোর্ড

★ পার্বত্য অঞ্চলের জেলাসমুহে মৌ চাষ সম্প্রসারনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (প্রধানতঃ বিসিক এবং এনজিও) কারিগরী সহায়তা প্রদানের ফলে স্টেইকহোল্ডারগন মধূ উৎপাদন করে একদিকে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে অন্যদিকে সংশ্লিষ্টদের এলাকায় ধানের ফলন ব্যাতিত অন্যান্য কৃষিজ, ফলদ ও বনজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাঙ্গামাটি সমীক্ষাকৃত এলাকার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

★ পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীর মাঝের চরে এবং ভোলা জেলার চর কুকরি-মুকরির পশ্চিম চর দিঘলে সাদা ও মরিচা বাইনের ২.৮৮ হেক্টর পরীক্ষামূলক বাগান উত্তোলন করা হয়। এক বছর পরে প্রাপ্ত ফলাফলে সাদা বাইনের বেঁচে থাকার হার গড়ে ৩৭.৫০ ভাগ পাওয়া যায় এবং এর বর্ধনহার ভাল পরিলক্ষিত হয়।

★ উপকূলীয় উঁচু ও ফাঁকা হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের অভ্যন্তরে বাঁশের দুইটি প্রজাতি যথাঃ- বরাক ও বাংলা এবং বেতের দুইটি প্রজাতির যথাঃ- জালি ও কেরাক বেতের পরীক্ষামূলক পট স্থাপন করা হয় । পরীক্ষামূলক পট হতে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালীর চর নজিরে বাংলা বাঁশের বেঁচে থাকার হার, বর্ধনহার, কোড়ল গজানোর হার আশাব্যঞ্জক । অপরদিকে রাঙ্গাবালীর চর কাশেম এবং চর নজিরে জালি বেতের বর্ধনহার , নতুন শুঁট গজানো খুবই আশাব্যঞ্জক। গবেষণার এ ফলাফল ভবিষ্যতে উপকূলীয় কেওড়া বনের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে বাংলা বাঁশ ও জালি বেতের বনায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

চিত্র: রাঙ্গাবালীর চর নজিরে (চর অগাস্তি ২০১৯ সালে ফাঁকা হয়ে যাওয়া কেওড়া বনের অভ্যন্তরে মিনি মাউন্ডের উপর উত্তোলিত বাঁশের পরীক্ষামূলক বাগান।

চিত্র: রাঙ্গাবালীর চর নজিরে (চর অগাস্তি) ২০১৯ সালে কেওড়া বনের অভ্যন্তরে উত্তোলিত জালি বেতের পরীক্ষামূলক বাগান।

বিএফআরআই এর বিশেষ অর্জন

★ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর এ পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত মোট ১১৩৭ টি গবেষণা নিবন্ধনের সারসংক্ষেপ সম্বলিত বই Research Achievement of Bangladesh Forest Research Institute এর মোড়ক উন্মোচিত হয়।

★ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএফআরআই এবং US Forest Service/International Program (USFS/IP) এর মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষর করা হয়েছে। এর আওতায় বিএফআরআই এর নবীন অফিসারদের বন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

★ মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে বিএফআরআই এর নিউজ লেটারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

★ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক রাবার সংক্রান্ত গবেষনা ফলাফল নিয়ে বিএফআরআই এর নিউজ লেটারের বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হয়।

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)
নিউজলেটার
বিশেষ সংখ্যা
বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
(বিএফআরআই)
নিউজলেটার
বিশেষ সংখ্যা
বন ও বনজ সম্পদের গবেষণায় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন
উচ্চ ফলনশীল রাবার লাইন BFRI MR 001 উদ্ভাবন

৬.১১ নিয়োগ/ পদোন্নতি

বিএফআরআই এর নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি (২০২১-২২)

পদ (গ্রেড ভিত্তিক)	প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি	প্রতিবেদনাধীন বছরে নতুন নিয়োগ	মন্তব্য
১ম (২য় হতে ৯ম)	০৬ জন	১০ জন	
২য় (১০ম গ্রেড)	-	-	
৩য় (১১ হতে ১৯ম)	৬৬ জন	-	
৪র্থ (২০ম গ্রেড)	-	-	
মোট =	৭২ জন		

৬.১২ অডিট আপত্তি

বিএফআরআই এর অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি (২০২১-২২)

মন্ত্রনালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	৬০	৪৮.৩৮	৬০	৬	০.৬০	৫৪	৪৭.৭৮
সর্বমোট =	**৬০**	**৪৮.৩৮**	**৬০**	**৬**	**০.৬০**	**৫৪**	**৪৭.৭৮**

৬.১৩ রাজস্ব আদায় সংক্রন্ত তথ্য

বিএফআআই এর রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি (২০২১-২২)

ক্র:নং	পরামর্শ প্রদান / সেবার নাম	সংখ্যা	রাজস্ব আদায়
০১.	কাঠের নমুনা শনাক্তকরণ করা হয়েছে	৮৭ টি	৬৭,৫০০/-
০২.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্নয়	২৩ টি	৯৮,০০০/-
০৩.	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক চারা বিক্রি(ঔষধি উদ্ভিদ ও বেত)	৬,৩৭২ টি	৩১,৮৬০/-
০৪.	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন প্রজাতির বাশেঁর চারা বিতরণ	১১,৯০৬ টি	১,৪২,৮৭২/-
০৫.	বীজ বাগান বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	৩২,১৬৭ টি	১,৬০,৮৭৩/-
০৬.	সিলভিকালচার গবেষণা বিভাগ কর্তৃক বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	৫,৪৫৭ টি	২৪,৯৭৫/-
	মোট =	**৫৬,০১২ টি**	**৫,২৬,০৪৪ টি**

৬.১৪ পরামর্শ ও সেবামূলক কর্মকান্ডের তালিকা

(ক) কাঠ সনাক্তকরণ

ক্র:নং	প্রদানকৃত পরামর্শ /সেবার নাম	শনাক্তকৃত নমুনার সংখ্যা	রাজস্ব আদায়
০১.	কাঠ শনাক্তকরণ	৪৭ টি	গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজশাহী, নোয়াখালী, নড়াইল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া এবং লক্ষীপুর।
০২.	কাঠ শনাক্তকরণ	০৬ টি	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ,ভোলা, সিরাজগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ।
০৩.	কাঠ শনাক্তকরণ	০৪ টি	স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, নোয়াখালী।
০৪.	কাঠ শনাক্তকরণ	২৪ টি	বাংলাদেশ রেলওয়ে (পূর্ব), চট্টগ্রাম।
০৫.	কাঠ শনাক্তকরণ	০১টি	গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।
০৬.	কাঠ শনাক্তকরণ	০৪টি	বিটিআই ডেভলপার কোম্পানী, চট্টগ্রাম।
০৭.	কাঠ শনাক্তকরণ	০১ টি	নিজাম উদ্দিন ভূঁইয়া, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম।
সর্বমোট ঃ ৮৭টি কাঠের নমুনা শনাক্তকরণ করা হয়েছে। কাঠ শনাক্তরন বাবদ মোট রাজস্ব আদায় ঃ ৬৭,৫০০/-			

খ) উদ্ভিদ নমুনা শনাক্তকরণ

০১.	উদ্ভিদ নমুনা শনাক্তকরণ	০২টি	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
০২.	উদ্ভিদ নমুনা শনাক্তকরণ	১৫টি	সাউদার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

গ) কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্নয়

ক্র:নং	প্রদানকৃত পরামর্শ /সেবার নাম	শনাক্তকৃত নমুনার সংখ্যা	সেবা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	রাজস্ব আদায়
০১.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্নয়	০৮ টি	বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম	৩২,০০০/-
০২.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্নয়	১৪ টি	গণপূর্ত বিভাগ, লক্ষীপুর, কুমিল্লা, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং ঢাকা	৬৪,০০০/-
০৩.	কাঠের ভৌত ও যান্ত্রিক গুণাগুণ নির্নয়	০১ টি	হায়দার কনস্ট্রাকশন, কক্সবাজার	২,০০০/-
		২৩ টি	**মোট রাজস্ব আদায়**	**৯৮,০০০/-**

ঘ) উদ্ভিদ নমুনা, তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও হারবেরিয়াম হতে গবেষণা বিষয়ক সেবা প্রদান

- ★ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান ও ফরেস্টি বিভাগের ০৬ জন ছাত্রকে ২৬টি উদ্ভিদ প্রজাতির ফিনোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য বিষয়ক তথ্য প্রদান করা হয়েছে।
- ★ সাউদার্ণ বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এর ফার্মেসী বিভাগের ১৬ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ১৬টি ঔষধি উদ্ভিদ নমুনা শনাক্তকরণ করে দেওয়া হয়েছে।
- ★ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম এর ফার্মেসী বিভাগের ০৬ জন ছাত্রকে ১৫টি ঔষধি উদ্ভিদ নমুনা এবং ০১ জন শিক্ষককে ২০টি ঔষধি উদ্ভিদ নমুনা শনাক্তকরণ করে দেওয়া হয়েছে।
- ★ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগের ০১ জন ছাত্রকে ০২ টি ঔষধি উদ্ভিদ নমুনা শনাক্তকরণ করে দেওয়া হয়েছে।
- ★ Developing the Red List Plants of Bangladesh প্রকল্পের আওতায় বিএফআরআই এর হারবেরিয়াম হতে ৪৪টি উদ্ভিদ প্রজাতির তথ্য প্রদান করে সহযোগিতা করা হয়েছে।
- ★ সীতাকুন্ড বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্কের ৭০টি পট হতে সংগৃহীত রিজেনারেশনকৃত উদ্ভিদের তালিকা এবং বৃক্ষ, গুল্ম, বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের স্থানীয় নাম ও বৈজ্ঞানিক নামের তালিকা এবং পটের ডাটা বিশ্লেষণ সহায়তা করা হয়েছে।

৬.১৫ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ,ওয়ার্কশপ/ সেমিনারের কর্মসূচির সার-সংক্ষেপ (২০২১-২২)

বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত তথ্য ও প্রযুক্তিসমূহ মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩৯টি প্রশিক্ষণ ও ১১ টি সেমিনার / ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে সর্বমোট ১৮০০ জন ভোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপক, বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষক ও বিশ্ববিদ্যালের ছাত্র-ছাত্রীসহ ৫৭৩ জন পরিদর্শক বিএফআরআই পরিদর্শন করেন ।

প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ/সেমিনার	সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৯ টি	৩৩০ জন
অচঅ নির্ধারিত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০টি	৮৩০টি
ওয়ার্কশপ / সেমিনার	১১ টি	৬৪০ জন
পরিদর্শন	১৩টি	৫৭৩ জন
মোট	৬৩টি	২৩৭৩ জন
মেলায় অংশগ্রহণ	০২টি	

৬.১৬ চারা ও বীজ বিতরণমূলক সেবা প্রদানের বিবরণ

বিএফআরআই এর নার্সারীতে উত্তোলিত উন্নতমানের বাঁশ, বেত, বনজ, ফলদ বৃক্ষ সহ ঔষধি উদ্ভিদের মোট ৫৫,৯৮৭টি চারা বিতরণ করা হয়।

ক্র:নং	বিষয়	বিভাগ	সংখ্যা
০১.	বিভিন্ন প্রজাতির বাঁশের চারা বিতরণ	সিলভিকালচার জেনেটিক্স বিভাগ	১১,৯৪১ টি
০২.	বিলুপ্তপ্রায় বিভিন্ন বৃক্ষ প্রজাতি ও ঔষধি উদ্ভিদের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	২,১৭২টি
০৩.	বেতের চারা বিতরণ	গৌণ বনজ সম্পদ বিভাগ	৪২০০টি
০৪.	তালের চারা বিতরণ	প্লান্টেশান ট্রায়াল ইউনিট বিভাগ	৫০টি
০৫.	বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	সিলভিকালচার রিসার্চ বিভাগ	৫৪৫৭ টি
০৬.	বনজ বৃক্ষ প্রজাতির চারা বিতরণ	বীজ বাগান বিভাগ	৩২,১৬৭টি
		মোট =	**৫৫,৯৮৭টি**

৬.১৭ বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

বিএফআরআই এর কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণ বিভিন্ন সংস্থায় (লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), বিএআরসি ও বিএফআরআই এর অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণসহ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা (দেশ)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (দেশ)	প্রশিক্ষণের বিষয়ের সংখ্যা (বিদেশ)	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (বিদেশ)	মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (দেশ ও বিদেশ)
৫২টি	১১৯ জন			১১৯ জন

৬.১৮ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের তালিকা

বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প (এডিপি) অর্থায়নে ০১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং ০১ টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	মেয়াদকাল
০১.	সম্পূর্ণ বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি উদ্ভাবন	★ একটি বিশেষায়িত গবেষণাগার স্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে সম্পূর্ণ-বৃক্ষে উন্নতমানের আগর রেজিন সঞ্চয়নকারী কীট ও এর সফল প্রয়োগ পদ্ধতি উদ্ভাবন করা। ★ বৈদেশিক বাজারে বাংলাদেশী আগর কাঠ, তেল ও আগর- জাত পণ্যের সহজ প্রবেশার্থে মান পরীক্ষণ ও গুণগত মান নির্ধারণের ব্যবস্থা করা। ★ উদ্ভাবিত কৃত্রিম পদ্ধতিতে আগর রেজিন সঞ্চয়ন প্রযুক্তি আগর- সংশ্লিষ্ট লোকজনের মাঝে হস্তান্তর করা।	জুলাই ২০২১ জুন ২০২৬
০২.	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প	★ প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল "বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি" এর সম্ভাব্যতা নিরূপণ করা। ★ পরিকল্পনা বিভাগের NEC-ECNEC উইং কর্তৃক নির্দিষ্ট ফরম্যাট অনুযায়ী প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন তৈরি করা। ★ প্রস্তাবিত স্টাডির খরচ প্রাক্কলণ সহ (cost estimation) মাস্টার প্যান এবং ডিটেইল স্ট্রাকচারাল এবং আর্কিটেকচারাল ডিজাইন-ড্রয়িং প্রস্তুত করা। ★ মূল প্রকল্পের জন্য ডিপিপি (উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব) প্রণয়ন করা।	০১ জানুয়ারি, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২২

৬.১৯ ২০২১-২২ অর্থবছরের গবেষণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপ

পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিএফআরআই এর কারিগরি কমিটির সুপারিশ ও উপদেষ্টা কমিটির অনুমোদনক্রমে রাজস্ব বাজেটাধীনে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৩টি গবেষণা স্টাডি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্থবছরে ১৩ টি গবেষণা স্টাডি সমাপ্ত হয়েছে এবং নতুন ২৪টি গবেষণা স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থ বছরে সমাপ্ত গবেষণাসমূহের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো:

SL.	Title of the Study	Division	Year
01	Floristic composition and regeneration status of Lawachara National Park, Moulvibazar and Dudpukuria-Dhopachari Wildlife Sanctuary, Chattogram	Forest Botany Division	2020-21 To 2021-22
02	Anatomical variation of lambu (Khaya anthotheca) and mahogany (Swietenia macrophylla) tree in relation to three selected aro-ecological regions of Bangladesh	-	2020-21 To 2021-22
03	Vegetation Status and Natural Regeneration of Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary of Bangladesh	-	2019-20 To 2021-22
04	Economic impact of bee keeping in selected areas of Bangladesh	Forest Economics Division	July 2021 To June 2022
05	Valuation of Ecosystem Services in Sitakunda Botanical Garden and Eco-park, Chattogram	-	2020-21 To 2021-22
06	Valuation of Ecosystem Services in Sitakunda Botanical Garden and Eco-park, Chattogram	Forest Inventory Division	2020-21 To 2021-22
07	Neem (Azadirachta indica A. Juss.) Mortality in Northern Part of Bangladesh and its Management	Forest Protection Division	2019-20 To 2021-22
08	Screening of host /nurse plants for raising chandan (Santalum album) plantation	Minor Forest Products Division	2017-18 To 2021-22
09	Determination of physical and mechanical properties of Gamar (Gmelina arborea), Mango (Mangifera indica) and Silkoroi (Albizia procera) through heat treatment	Seasoning and Timber Physics Division	2020-21 To 2021-22
10	Determination of Physical and mechanical properties of Rangoon bansh (Thyrsostachys olivery)	-	2020-21 To 2021-22
11	Suitability of manufacturing medium density fiberboard (MDF) made from borak (Bambusa balcooa) bamboos	Veneer and Composite Wood Products Division	2020-21 To 2021-22
12	Effectiveness of Disodium OctaborateTetrahydrate (DOT) and Zinc chloride (ZnCl2) as preservative chemicals	Wood Preservation Division	2019- 20 To 2021 –22
13	Potential uses of Toon (Toona ciliata) wood for furniture and construction materials	Wood Working and Timber Engineering Division	2020-21 To 2020-21

৬.২০ কর্মপরিকল্পনা

বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই), চট্টগ্রাম এর গবেষণা কার্যক্রম বন ব্যবস্থাপনা ও বনজ সম্পদ উইং এর অধীনে ২০২১-২২ অর্থ বছরে বাস্তবায়নের জন্য ২৪টি নতুন এবং চলমান ৩৯ টি সহ মোট ৬৩ টি গবেষণা স্টাডি গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য গবেষণা স্টাডিসমূহ নিম্নরুপ:

No	Study Name	Division	Starting & Ending Year
01	Floristic Composition and Natural Regeneration Status of Pablakhali Wildlife Sanctuary in Rangamati Hill District, Bangladesh	Forest Botany Division	2020-21 To 2021-22
02	Village Common Forest Restoration and Management by the local Community People of Itchari Para, Khagrachari Hill District, Bangladesh	-	2021-22 To 2022-23
03	Floristic composition and regeneration status of Lawachara National Park, Moulvibazar and Dudpukuria-Dhopachari Wildlife Sanctuary, Chattogram	-	2020-21 To 2021-22
04	Anatomical variation of lambu (Khaya anthotheca) and mahogany (Swietenia macrophylla) tree in relation to three selected aro-ecological regions of Bangladesh	-	2020-21 To 2021-22
05	Vegetation Status and Natural Regeneration of Rema-Kalenga Wildlife Sanctuary of Bangladesh	-	2019-20 To 2021-22
06	Community dependency on the Village Common Forests (VCFs) of Bandarban hill district	Forest Economics Division	2021-22 to 2022-23
07	Economic impact of bee keeping in selected areas of Bangladesh	-	July 2021 To June 2022
08	Valuation of Ecosystem Services in Sitakunda Botanical Garden and Ecopark, Chattogram	-	2020-21 To 2021-22
09	Growth, Yield and Carbon Storage of Rubber tree, (Hevea brasiliensis. Muell Arg.) Plantations in Bangladesh	Forest Inventory Division	2020-21 To 2021-22
10	Tree Resource Assessment of Homestead in the Northern parts of Bangladesh	-	2020-21 To 2022-23
11	Investigation of Rain Tree Mortality in Bangladesh Due to Pest and Pathogen and Their Management	Forest Protection Division	2021-22 To 2023-24
12	Seed and Seedling Diseases of Five Important Forest Tree Species in Bangladesh and their Management		2021-22 To 2023-24
13	Biological Control of Three Commercially Cultivated Medicinal Plant disease in Bangladesh	-	2021-22 To 2023-24
14	Neem (Azadirachta indica A. Juss.) Mortality in Northern Part of Bangladesh and its Management	-	2019-20 To 2021-22

No	Study Name	Division	Starting & Ending Year
15	Identification and Evaluation of Entomopathogenic Fungi to Control Lepidopteran Pests of Some Important Forest Tree species [Teak (Tectona grandis L.), Koroi (Albizia spp.) and Agar (Aquilaria malaccensis L.)]	-	2020-21 To 2024-25
16	Ecological monitoring through establishment of Permanent Sample Plots (PSPs) in the Sundarbans of Bangladesh	Mangrove Silviculture Division	2021-22 To 2025-26
17	Enrichment and maintenance of mangrove museum	-	2021-22 To 2023-26
18	Impact of climate change on floral biodiversity in the Sundarban	-	2020-21 To 2024-25
19	Conservation of mangrove species in the three arboretum areas of three salinity zones in the Sundarban (Third phase	-	2020-21 To 2024-25
20	Nursery and plantation techniques of Moth goran	-	2020-21 To 2024-25
21	Ex-situ conservation of major mangrove species at the adjacent char land areas of the Sundarban	-	2020-21 To 2024-25
22	Nursery techniques of three medicinal plants: putranjiva (Drypetes roxburghii), painna gula (Flacourtia jangomas) and chaulmoogra (Hydnocarpus kurzii)	Minor Forest Products Division	2021-22 To 2022-23
23	Germplasm conservation and management practices of different medicinal plants (2nd phase)		2020-21 To 2024-25
24	Screening of host /nurse plants for raising chandan (Santalum album.) plantation	-	2020-21 To 2024-25
25	IDevelopment of vegetative propagation technique for cashew nut (Anacardium occidentale L.)	-	2020-21 To 2023-24
26	Introduction of Kandelia candel and Bruguiera gymnorrhiza in the western coastal belt of Bangladesh	Plantation Trial Unit Division	2021-22 To 2025-26
27	Trial plantation of hijal (Barringtonia acutangula), gab (Diospyros peregrine), palash (Butea monosperma) and kaophal (Garcinia cowa) in the coastal raised land of Bangladesh	-	2021-22 To 2025-26
28	Growth performance of Avicennia alba and Avicennia marina in the western coastal belt of Bangladesh	-	2020-21 To 2024-25
29	Monitoring and maintenance of existing trial plantations in the coastal areas of Bangladesh. (2nd phase)	-	2018-19 To 2022- 23

No	Study Name	Division	Starting & Ending Year
30	Effects of seed grading on germination and early growth performance of Tellya-garjan (Dipterocarpus turbinatus), Dholi-garjan (Dipterocarpus alatus) and Baittya-garjan (Dipterocarpus costatus)	Seed Orchard Division	2021-22 To 2023-24
31	Development of Vegetative Propagation techniques of important forest tree species of Gutgutya and Banderhola	-	2021-22 To 2022-23
32	Early evaluation and Production of quality planting materials of nine important forest tree species	-	2020-21 To 2022-23
33	Development of seed Sources of Boilam, Dharmara, Haldu, Civit and Gutguttya through establishment of seedling seed orchard	-	2020-21 To 2024-25
34	Enhancement of life spanof Dharmara, Jarul and Toon seed through different storage media	-	2020-21 To 2022-23
35	Molecular characterization of endangered forest tree species viz. boilam (Anisoptera scaphula), shada gorjan (Dipterocarpus costatus) and telia garjan (Dipterocarpus turbinatua) through DNA barcoding	Silviculture Genetics Division	2020-21 To 2022-23
36	Micro-propagation and genetic analysis of variation in regenerated Plants of. African Teak oak (Chlorophora excelsa), boilam (Anisoptera scaphula) and Taxodium. (Taxodium mucronatum)	-	2020-21 To 2024-25
37	Development of tissue culture techniques for four new bamboo species viz., Dendrocalamus asper, D. sinicus, D. latiflorous, and D. edulis	-	2020-21 To 2022-23
38	Optimization of seedling production and mass propagation of ten important village bamboos through branch cutting technique and seedling proliferation	-	2020-21 To 2022-23
39	Development of improved protocols for in vitro plant regeneration of selected rubber (Hevea brasiliensis) clones	-	2016-17 To 2022-23
40	Restoration of degraded Hill and Sal forest site through ANR	Silviculture Research Division	2021-22 To 2023-24
41	Nursery and Plantation technique of six important Ficus species at Lawachara and Keochia Silviculture Research Stations	-	2021-22 To 2024-25
42	Development of Nursery and Plantation techniques of two important threatened species Tali and Lombatasbi	-	2021-22 T0 2023-24
43	Growth assessment of established plantations at four Silviculture Research Station	-	2020-21 T0 2024-25
44	Development of nursery techniques of four important endangered indigenous forest tree species	-	2020-21 T0 2023-24

No	Study Name	Division	Starting & Ending Year
45	Growth performance of three indigenous fast growing tree species Gamar (Gmelina arborea), Toon (Toona ciliata), and ShilKoroi (Albizia procera)	-	2020-21 T0 2024-25
46	Assessment of soil quality for sustainable forest ecosystem of hill forest areas at Bandarban hill district	Soil Science Division	2021-22 To 2021-22
47	Development of degraded hill for soil conservation and watershed management in the Baraiyadhala National Park, Sitakunda, Chattogram and Bandarban Hill District (CHTs)	-	2018-19 T0 2022-23
48	Effect of bamboo plantation on soil erosion minimization in the coastal areas of Chattogram	-	2020-21 T0 2024-25
49	Dependency of Birds and Mammals of Mohamaya Eco-Park, Mirsharai, Chattogram in relation to plant diversity	Wildlife Section	2021-22 To 2022-23
50	Introduction of site suitable bamboo species in Rangpur division of Bangladesh	RBRTC	2021-22 T0 2022-23
51	Super-hydrophobic Coating of Finished Wood for More Durability and Self-cleaning	Forest Chemistry Division	2019-20 To 2023-24
52	Extraction of Agar Oil by Steam Distillation	-	2019-20 To 2022-23
53	Development of Deinking Process from Used Paper as Fiber Material	Pulp and Paper Division	2021-22 To 2023-24
54	Determination of physical and mechanical properties of Farua (Bambusa polymorpha) and Membra bansh (Dendrocalamus membraceus)	Seasoning and Timber Physics Division	2021-22 To 2022-23
55	Application of solar heated kiln for determination of seasoning schedule of Ora (Dendrocalamus longispathua) and Talla bansh (Bambusa longispiculata) round bamboo species	-	2021-22 To 2022-23
56	Determination of physical and mechanical properties of Gamar (Gmelina arborea), Mango (Mangifera indica) and Silkoroi (Albizia procera) through heat treatment	-	2020-21 To 2021-22
57	Determination of Physical and mechanical properties of Rangoon bansh (Thyrsostachys olivery)	-	2020-21 to 2021-22
58	Suitability of medium density fiberboard (MDF) made from Raintree (Samanea saman) wood	Veneer and Composite Wood Products Division	2021-22 To 2023-24
59	Suitability of manufacturing medium density fiberboard (MDF) made from borak (Bambusa balcooa) bamboos	-	2019-20 To 2021-22

No	Study Name	Division	Starting & Ending Year
60	Suitability of medium density fiberboard (MDF) made from Mahogany (Swietenia macrophylla) wood	-	2020-21 To 2022-23
61	Effectiveness of Disodium OctaborateTetrahydrate (DOT) and Zinc chloride (ZnCl2) as preservative chemicals	Wood Preservation Division	2019- 20 To 2021 –22
62	Characterization of ghora neem (Melia azadarach) wood for working and finishing properties	Wood Working and Timber Engineering Division	2021-22 To 2022-23
63	Potential uses of Toon (Toona ciliata) wood for furniture and construction materials	-	2020-21 To 2020-21

৬.২১ ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা

অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রকল্প নিম্নরূপ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল
০১.	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর অবকাঠামো উন্নয়ন ও গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধি	★ বন বিষয়ক বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বনজ সম্পদের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিকায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) এর গবেষণা সক্ষমতা বাড়ানো। ★ এফএমপি ২০১৬, এসডিজি ২০৩০, পিআরএসপি এবং ভিশন ২০২১ এর আলোকে চাহিদাভিত্তিক বন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা। ★ দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বন গবেষকদের সক্ষমতা গড়ে তোলা। ★ বিএফআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি অংশীজনের নিকট পৌঁছানো।	জুলাই ২০২২ - জুন ২০২৭

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম

৭.১. পরিচিতি

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম (বিএনএইচ) দেশের উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ, নমুনা সংগ্রহ, সনাক্তকরণ, ডকুমেন্টেশন ও শুষ্ক উদ্ভিদ নমুনা সংরক্ষণ এবং শ্রেণীবিদ্যা (Taxonomy) বিষয়ক একটি জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসমৃদ্ধ এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসকল নমুনাসমূহ দেশীয় উদ্ভিদ প্রজাতি ও বৈচিত্র্য সঠিকভাবে সনাক্তকরণের এবং মূল্যায়নের অন্যতম ভিত্তি। প্রতিষ্ঠানটি দেশের বিলুপ্তপ্রায় ও ভেষজ উদ্ভিদসহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ সম্পদের গবেষণা ও উন্নয়ন, এবং পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের যাত্রা শুরু হয় ১৯৭০ সালে 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইস্ট পাকিস্তান' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে প্রকল্পটি 'বোটানিক্যাল সার্ভে অব বাংলাদেশ' নামে প্রথমে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং পরে বন, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯৭৫ সালের ১ জুলাই থেকে প্রকল্পটি 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি ১ জুলাই ১৯৯৪ সালে তৎকালীন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০০ তারিখে মিরপুর জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যান প্রাঙ্গনে হারবেরিয়ামের নিজস্ব ভবনটির উদ্বোধন করেন।

৭.২. ভিশন

উদ্ভিদ সংক্রান্ত মৌলিক তথ্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করা এবং ভোক্তাদের মধ্যে ইহা ছড়িয়ে দেয়া।

৭.৩. মিশন

দেশের উদ্ভিদ সম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বর্ণনামূলক তালিকা প্রস্তুত করা।

৭.৪. জনবল

ক্রমিক নং	শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	কর্মরত পদ	শূন্যপদ
১.	প্রথম শ্রেণি (গ্রেড ১-৯)	১৯	১১	০৪
২.	দ্বিতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১০)	০৩	০৩	০০
৩.	তৃতীয় শ্রেণি (গ্রেড ১১-১৬)	১৮	১৬	০২
৪.	চতুর্থ শ্রেণি (গ্রেড ১৭-২০)	১২	১০	০২
	মোট =	**৫২**	**৪০**	**১২**

৭.৫. কার্যাবলী

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের কার্যাবলী মূলতঃ নিম্নোক্ত পাঁচটি সুনির্দিষ্ট ভাগে সম্পন্ন হয়ে থাকে ।

৭.৫.১. উদ্ভিদ জরিপ, নমুনা সংগ্রহ এবং হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ

উদ্ভিদ জরিপ কার্যক্রম ন্যাশনাল হারবেরিয়াম থেকে সম্পাদিত কর্মকাণ্ডের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। হারবেরিয়ামের গবেষকগণ সাধারণত ভাউচার হারবেরিয়াম শীট তৈরীর লক্ষ্যে নিয়মিত ভাবে দেশের পাহাড়ি এলাকা, সমতলভূমি, বনভূমি এবং জলাভূমিসহ বিভিন্ন ইকোসিস্টেমে জরিপের মাধ্যমে ছবি, তথ্য ও ফুল-ফল সমেত উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ করে থাকেন। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে গাছের ফল ও বীজ শুকিয়ে বোতলে অথবা রসালো ফুল, ফল, টিউবার বা অন্যান্য নরম অংশ স্পিরিটে সংরক্ষণ করে থাকেন। জরিপকালে বড় বৃক্ষ, গুল্ম ও লতা জাতীয় উদ্ভিদের ফুল-ফল, পাতা ও ডাল সমেত একটি অংশ এবং ছোট বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদের সমগ্র অংশ সংগ্রহ করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদ হতে সাধারণত ৩-৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে, তবে বিরল প্রজাতির ক্ষেত্রে এমনভাবে নমুনা সংগ্রহ করা হয় যেন সেগুলো পরবর্তীতে বংশবিস্তার করতে পারে। সংগৃহীত প্রতিটি উদ্ভিদ নমুনার জন্য একটি কালেকশন নাম্বার দিয়ে এদের বৈজ্ঞানিক নাম, স্থানীয় নাম, পরিবার, সংগ্রহ স্থান ও তারিখ, গাছের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, লোকজ ব্যবহার, বাস্তুসংস্থান, প্রাচুর্য ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি ফিল্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধ করা হয়।

পরবর্তীতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাগুলোর অতিরিক্ত অংশ ছাটাই করে একটি নির্দিষ্ট মাপে কেটে পুরাতন খবরের কাগজে স্থাপন করা হয়। উদ্ভিদ নমুনা সমেত প্রতিটি কাগজের ফাঁকে একটি করে খবরের কাগজ পর পর রেখে সজ্জিত করা হয়। সর্বশেষে সজ্জিত নমুনার স্তুপটি প্লান্ট প্রেস জোড়ের মধ্যে রেখে দড়ি দ্বারা শক্ত করে চেপে বাঁধা হয়। এভাবে সংগৃহীত নমুনা সমেত উদ্ভিদ চাপযন্ত্রটি সূর্যালোকে বা ইলেকট্রিক

ড্রায়ারে রেখে শুকানো হয়। উদ্ভিদ নমুনাগুলো পরিপূর্ণভাবে শুকানো হলে প্রতিটি উদ্ভিদের ১টি নমুনা নির্দিষ্ট মাপের সুইডিশ বোর্ড পেপারের উপর গাম দিয়ে লাগিয়ে হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করা হয়। অপরদিকে, প্রতিটি উদ্ভিদ হতে সংগৃহীত অবশিষ্ট দুই থেকে তিনটি নমুনা পৃথকভাবে ডুপ্লিকেট বক্সে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে, যা দেশের ও বিদেশের অন্যান্য হারবেরিয়ামের মধ্যে লোন (loan) এবং এক্সচেঞ্জ ম্যাটিরিয়্যাল (exchange material) হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওপরে বর্ণিত পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত হারবেরিয়াম শীটে ফিল্ড নোটবুকে লিপিবদ্ধকৃত তথ্য সম্বলিত লেবেল, পকেট খামে স্থাপিত নমুনার কিছু অংশ (পাতা, ফুল ও ফল) এবং সংগ্রহের স্থান চিহ্নিত ম্যাপ লাগিয়ে একটি তথ্যপূর্ণ হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুত করা হয়। এ সকল হারবেরিয়াম শীট সংরক্ষণের পূর্বে-২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৭২ ঘন্টা ফ্রিজিং করে ছত্রাক, এবং পোকা-মাকড়ের ডিম ও লার্ভা মুক্ত (নির্জীব করা) করা হয়।

৭.৫.২. উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণা

উদ্ভিদ শ্রেণীবিন্যাস সম্পর্কিত গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হল- উদ্ভিদ প্রজাতি সনাক্তকরণ, শ্রেণী বিন্যাসকরণ, নতুন উদ্ভিদ প্রজাতি আবিষ্কার ও নামকরণ, এবং বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়করণ। মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ সাধারণত হারবেরিয়াম কাপর্বোড-এ সংরক্ষিত ও সঠিকভাবে সনাক্তকৃত হারবেরিয়াম শীটের সাথে মিলিয়ে (match) সনাক্ত করে থাকেন। তবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিংবা জটিল নমুনা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ফুল-ফলসহ অন্যান্য অঙ্গসমূহ গবেষণাগারে ব্যবচ্ছেদপূর্বক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে বিভিন্ন দেশের নির্ভরযোগ্য ফ্লোরার সাথে পর্যবেক্ষণকৃত বৈশিষ্ট্যসমূহের তুলনা করে সংগৃহীত উদ্ভিদ প্রজাতিগুলো সনাক্ত করা হয়ে থাকে। যে সকল উদ্ভিদ প্রজাতির বৈশিষ্ট্য ট্যাক্সোনমিক্যাল (taxonomical) গবেষণার মাধ্যমে ইতোমধ্যে আবিষ্কৃত অন্য কোন উদ্ভিদ প্রজাতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় বলে প্রমাণিত হয়, সেগুলোকে নতুন প্রজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে গবেষণার মাধ্যমে কোন নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করা হলে আইসিবিএন অনুযায়ী উহার নামকরণ ও শ্রেণী বিন্যাসপূর্বক দেশি/বিদেশি জার্নালে প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে পারস্পরিক সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য ও সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য হারবেরিয়ামের গবেষণাগারে ট্যাক্সোনমিক্যাল (taxonomical) গবেষণার পাশাপাশি সাইটোলজিক্যাল (cytological) ও এনাটমিক্যাল (anatomical) গবেষণা পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

৭.৫.৩. নমুনা সংরক্ষণ ও হারবেরিয়াম ব্যবস্থাপনা

ট্যাক্সোনমিক (taxonomic) গবেষণার মাধ্যমে সনাক্তকৃত সকল উদ্ভিদ নমুনা ক্রনকুইস্টের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী হারবেরিয়াম কাপর্বোড-এ সংরক্ষণের পূর্বে প্রতিটি হারবেরিয়াম শীটে একটি একসেশন নম্বর প্রদান করা হয়। প্রতিটি উদ্ভিদ নমুনাকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে এই একসেশন নম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রতিটি প্রজাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র (প্রয়োজনে একাধিক) ফোল্ডার তৈরী করে উক্ত প্রজাতির সকল নমুনা উহার ভিতর স্থাপন করা হয়। কাপবোর্ডে সংরক্ষিত প্রতিটি পরিবারের অধীনস্থ গণ এবং প্রজাতি সমূহকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজিয়ে রাখা হয়। উদ্ভিদ নমুনাসমূহ শুষ্কাবস্থায় সংগ্রহের পাশাপাশি উদ্ভিদের ফল ও বীজ শুষ্কাবস্থায় এবং রসালো ফুল-ফল, টিউবার ও অন্যান্য নরম অংশসমূহ স্পিরিট সহযোগে কাচের জারে ইথনোবোটানী মিউজিয়ামে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। সংরক্ষিত নমুনাগুলো ছত্রাক ও কীট-প্রতঙ্গের আক্রমণ হতে সুরক্ষার জন্য হারবেরিয়াম কক্ষটি সর্বদা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রাখার পাশাপাশি কাপবোর্ডে সংরক্ষিত নমুনায় নিয়মিত ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক প্রয়োগ করা হয়। সংরক্ষিত নমুনা হতে কীট-প্রতঙ্গকে দূরে রাখতে কাপড়ের থলের মধ্যে ন্যাপথালিনও রাখা হয়। এসকল পদক্ষেপ নেয়ার পরও নষ্ট হয়ে যাওয়া নমুনাসমূহ নথিভুক্ত করে অপসারণ করা হয়। সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচর্যাকৃত তথ্যসমৃদ্ধ এ সকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

৭.৫.৪. ফ্লোরিস্টিক ডকুমেন্টেশন ও প্রকাশনা

হারবেরিয়াম কার্যক্রমের চতুর্থ পর্যায়ের কাজের আওতায় ইলেকট্রনিক ডাটাবেইজ (e-database) তৈরীর লক্ষ্যে হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার সাথে সংযুক্ত লেবেলে লিপিবদ্ধ তথ্যসমূহ কম্পিউটারে ডকুমেন্টেশন করা হয়ে থাকে। এই ই-ডাটাবেইজ হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত যে কোন প্রজাতির প্রাপ্তিস্থান, প্রাচুর্য, দুষ্প্রাপ্যতা, ফুল ও ফল ধারণের সময়, স্থানীয় নাম, লোকজ ব্যবহার ইত্যাদি তথ্য অনুসন্ধানে সহায়ক। হারবেরিয়াম শীটে লিপিবদ্ধ তথ্য এসব ফ্লোরিস্টিক রচনায় ব্যবহার করা হয়। হারবেরিয়ামের গবেষকগণ বিভিন্ন আঙ্গিকে তাঁদের কাজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরীতে নিয়মিতভাবে গবেষণা কাজ করে থাকেন। তাঁরা তাঁদের গবেষণা কাজের ফলাফল প্রধানতঃ ফ্লোরা অব বাংলাদেশ, বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম, অন্যান্য ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনাসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশ করে থাকেন। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে হারবেরিয়ামের আর্টিস্টগণ ফ্লোরিস্টিক প্রকাশনার জন্য হারবেরিয়াম শীটে রক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা থেকে বোটানিক্যাল ইলাস্ট্রেশন অংকন করে থাকেন।

৭.৫.৫. উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বিষয়ক কারিগরি সেবা প্রদান

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো দেশের উদ্ভিদ প্রজাতির সঠিক সনাক্তকরণ, পরিসংখ্যান এবং অস্তিত্ব রক্ষার টেকসই কৌশল বের করা। হারবেরিয়ামের বিজ্ঞানীগণ দেশের নীতি নির্ধারণী পর্যায় হতে শুরু করে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি হতে আগত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, চিকিৎসক, এনজিও কর্মীদের দেশীয় উদ্ভিদ

প্রজাতি সনাক্তকরণ, একসেশন (accession) নম্বর প্রদান, ভাউচার নমুনা সংরক্ষণ, দেশীয় উদ্ভিদ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে আসছে। উদ্ভিদ শ্রেণীতত্ত্ব বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা কাজেও ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সাহায্য প্রদান করে আসছে। দেশের বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদ প্রজাতির টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে থাকে। উদ্ভিদ উপাদান আমদানি অথবা রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম সঠিক প্রজাতি সনাক্ত করে সার্টিফিকেট প্রদান করতে পারে। কোন প্রকল্প, স্থাপনা, জলবায়ুর ক্ষতিকারক প্রভাব, প্রাকৃতিক দূর্যোগ বা মানব সৃষ্ট কারণে দেশের কোন ফরেস্ট/ ইকোসিস্টেম/ এলাকা/ অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্থ হলে উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের ওপর ইহার সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নির্ণয়ে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম ভূমিকা পালনে সক্ষম।

৭.৬. বিগত অর্থ বছরে (২০২১-২০২২) সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড

২০২১-২০২২ অর্থবছরে হারবেরিয়ামের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড নিম্নরুপ

কর্মকান্ডের বিবরণ	অর্থবছর (২০২১ -২০২২)
হারবেরিয়াম কর্তৃক নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা	৪ টি
উদ্ভিদ জরিপকার্য পরিচালিত হয়েছে এরূপ বনাঞ্চল/ ফ্লোরিস্টিক এলাকা/ প্রতিবেশ/জেলার ওপর রিপোর্ট প্রকাশ	৩ টি
মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত জরিপ তথা সিস্টেমেটিক ফ্লোরিস্টিক সার্ভের সংখ্যা	৭ টি
সমীক্ষার মাধ্যমে ফুল, ফল এবং তথ্যসমেত সংগৃহীত এবং প্রক্রিয়াজাতকৃত উদ্ভিদ নমুনার সংখ্যা	১৮০৬ টি
জরীপ পরিচালিত এলাকার পরিমাণ	২৫ বর্গ কিলোমিটার
ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে সনাক্তকৃত উদ্ভিদ নমুনার সংখ্যা	১৩৯৮ টি
লেবেল এবং অ্যাক্সেশন নম্বরযুক্ত সংরক্ষিত হারবেরিয়াম শীট সংখ্যা	১০,০৪৪ টি
কম্পিউটার ডাটাবেজকৃত হারবেরিয়াম নমুনার সংখ্যা	২৪৬০ টি
হারবেরিয়াম ও ল্যাবরেটরীতে পরিচালিত গবেষণার সংখ্যা	৪ টি
জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা/ প্রবন্ধের সংখ্যা	৪ টি
হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজ সংখ্যা	৩ টি
হারবেরিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' সিরিজ সংখ্যা	১ টি
ব্যবস্থাপনাকৃত হারবেরিয়াম নমুনার সংখ্যা	৬২১০ টি
আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী মূল্যায়নকৃত উদ্ভিদ প্রজাতির সংখ্যা	২৫০ টি
উপকারভোগী সংস্থার সংখ্যা	৪৭ টি
হারবেরিয়াম টেকনিকস বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির জন্য আগত গবেষক এবং দর্শনার্থীর সংখ্যা	৭৩০ জন
মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে হারবেরিয়ামের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিতকরণ আয়োজিত কর্মশালা	১ টি
নিয়োগকৃত জনবল সংখ্যা	০
মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা)	৩৬ জন
হারবেরিয়াম কর্তৃক গবেষণা (এমফিল/পিএইচডি) কাজে সহতত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সহায়তা প্রদানকৃত গবেষকের সংখ্যা	১ জন

৭.৭. অর্জনসমূহ

ন্যাশনাল হারবেরিয়ামের ২০২১-২০২২ অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন ইকোসিস্টেম যেমন: চর হিজলা, বরিশাল; চর আলেকজান্ডার, রামগতি, লক্ষিপুর; কাদিগড় ন্যাশনাল পার্ক, ময়মনসিংহ; রাতারগুল জল-জঙ্গল, সিলেট; নিঝুমদ্বীপ উপকূলীয় অঞ্চল, নোয়ায়ালী; মনপুরা, চর কুকড়ী-মুকড়ী, চর পাতিলা, ঢাল চর, ভোলা; সোনার চর, চরমোন্তাজ, কুয়াকাটা, পটুয়াখালী; বাশঁখালী উপকূলীয় অঞ্চল, চট্টগ্রাম এবং সোনাদিয়া দ্বীপ, মাতারবাড়ী, কক্সবাজার হতে পৃথকভাবে উদ্ভিদ জরিপ তথা সিস্টেমেটিক ফ্লোরিস্টিক সার্ভের মাধ্যমে ১৮০৬ টি উদ্ভিদ নমুনা তথ্য ও ছবিসহ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়েছে।

চিত্র-৭.১: চর হিজলা, বরিশাল হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

চিত্র-৭.২: চর ফ্যাশন, ভোলা হতে উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ

- হারবেরিয়ামের গবেষকগণ উদ্ভিদ শ্রেণীবিদ্যা (taxonomy) বিষয়ক গবেষণার মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থ-বছর সময়ে ৪ (চার)টি উদ্ভিদ প্রজাতিকে বাংলাদেশের জন্য নতুন হিসাবে আবিষ্কার করেছেন। নতুন আবিষ্কৃত উদ্ভিদ প্রজাতি গুলো হলো Asystasiella neesiana, Cissampelos glaberrima এবং Euonymus laxiflorus যারা যথাক্রমে, Acanthaceae, Menispermaceae এবং Celastraceae পরিবারভূক্ত। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের ফ্লোরাতে আরোও ৪টি নতুন উদ্ভিদ প্রজাতির নাম যুক্ত হলো যা দেশের ফ্লোরিস্টিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে ।

Asystasiella neesiana

Euonymus laxiflorus

Cissampelos glaberrima

চিত্র-৭.৩: হারবেরিয়ামের গবেষকগণ কর্তৃক বাংলাদেশের জন্য নতুন উদ্ভাবিত উদ্ভিদ প্রজাতি

- ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে হারবেরিয়ামের গবেষকগণ ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রম হিসাবে ১৩৯৮টি উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ করেন। সাধারণত পরিচিত উদ্ভিদের ক্ষেত্রে হারবেরিয়াম কাপর্বোড-এ সংরক্ষিত ও সঠিকভাবে সনাক্তকৃত হারবেরিয়াম শীটের সাথে মিলিয়ে (match) উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ করে থাকেন। তবে সম্পূর্ণ অপরিচিত কিংবা জটিল নমুনা সনাক্তকরণের ক্ষেত্রে ফুল-ফলসহ অন্যান্য অঙ্গসমূহ গবেষণাগারে ব্যবচ্ছেদপূর্বক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসমূহ পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দেশের ফ্লোরার সাথে মিলিয়ে উক্ত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ সনাক্ত করে থাকেন।

চিত্র-৭.৪: হারবেরিয়ামের গবেষকগণ কর্তৃক উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ

- দেশের উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে সকল ইকোসিস্টেম/ অঞ্চলে হারবেরিয়ামের গবেষকগণ কর্তৃক নিয়মিত উদ্ভিদ জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। উদ্ভিদ জরিপ কার্য পরিচালনা সম্পন্ন হলে এ সকল ইকোসিস্টেম/ অঞ্চলের ওপর প্রাপ্ত গবেষণা লব্ধ ফলাফল সমন্বয়ে নিয়মিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়ে থাকে। হারবেরিয়াম উক্ত সময়ে বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক, দিনাজপুর; খাদিম নগর ন্যাশনাল পার্ক, সিলেট এবং মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক, মৌলভীবাজার এর ওপর উদ্ভিদ জরিপ কার্য পরিচালনা সম্পন্ন করেন এরং প্রাপ্ত গবেষণা লব্ধ ফলাফল সমন্বয়ে পৃথকভাবে তিনটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এ রিপোর্ট এর মাধ্যমে উক্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত উদ্ভিদের ব্যবহার, বর্তমান স্ট্যাটাস, হুমকির কারণ এবং বিরল প্রজাতির উদ্ভিদের তালিকা প্রণয়নসহ তাদের সংরক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। জরিপকৃত রিপোর্টগুলো দেশের ফ্লোরিস্টিক গবেষণায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে ।

- বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রম হিসাবে Celastraceae (নং.৭৯) Rutaceae (নং. 80) এবং Sterculiaceae (নং. 81) নামক পরিবারের উপর ৩ (তিন)টি 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' নামক সিরিজ প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত ৩ (তিন) টি 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' নামক সিরিজে বাংলাদেশে প্রাপ্ত মোট ৮৮ (আটাশি) টি উদ্ভিদের ইলাস্ট্রেশন, শ্রেণীবিদ্যাগত বর্ণনা, ব্যবহার, বিস্তৃতি, সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। যারা উদ্ভিদ বিষয়ে জানতে চান, উদ্ভিদ সনাক্তকরণসহ এদের নিয়ে গবেষণা করতে চান সে সকল গবেষকগণদের জন্য উক্ত ফ্লোরা তিনটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে ।

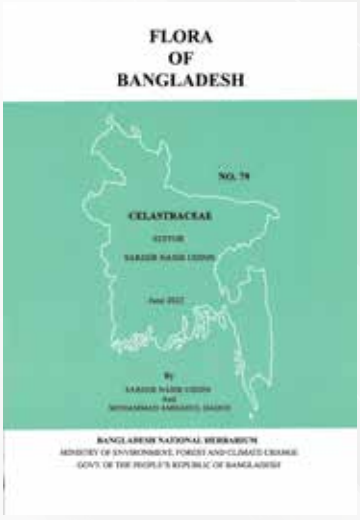

চিত্র-৭.৫: 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' Family: Celastraceae সিরিজ নং-৭৯

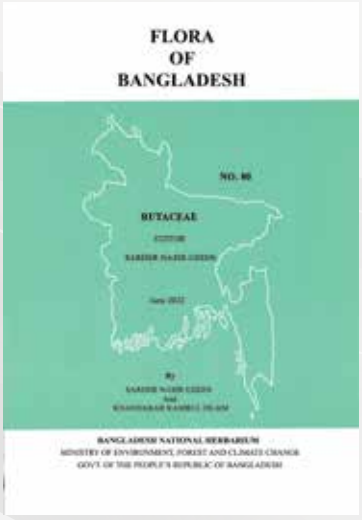

চিত্র-৭.৬: 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' Family: Rutaceae সিরিজ নং-৮০

চিত্র-৭.৭: 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' Family: Sterculiaceae সিরিজ নং-৮১

চিত্র-৭.৮: 'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজে ব্যবহারের জন্য উদ্ভিদ নমুনার ছবি অংকন

- দেশের ৪৭টি ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে আগত ৭৩০ জন শিক্ষার্থী/ গবেষককে হারবেরিয়ামের কর্মকাণ্ড ও কর্মকৌশল বিষয়ে (উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহকরণ, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শুষ্ককরণ, হারবেরিয়াম শীট প্রস্তুতকরণ, নির্জীবকরণ ও সংরক্ষণকরণ ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সেবা গ্রহীতাদের নিকট হতে প্রাপ্ত উদ্ভিদ নমুনাসমূহ সনাক্তকরণপূর্বক একসেশন নম্বর প্রদান করা হয়েছে ।

সারণী-৩: একনজরে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে আগত প্রতিষ্ঠান সমূহের তালিকা

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আগমনের উদ্দেশ্য	গবেষক/ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	আগমনের তারিখ
১.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ এবং একসেশন নং গ্রহণ	১	১৬.০৮.২০২১
২.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১৯.০৮.২০২১
৩.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	৩	২৪.০৮.২০২১
		-		
৪.	মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি	-	১	৩১.০৮.২০২১
৫.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	৩১.০৮.২০২১
৬.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১২.০৯.২০২১
৭.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১৬.০৯.২০২১
৮.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১৯.০৯.২০২১
৯.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস	-	১	২০.০৯.২০২১
১০.	মেসার্স জীনি ইউনানী ল্যাবরেটরীজ লি:	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ	১	০৩.১০.২০২১
১১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ এবং একসেশন নং গ্রহণ	১	০৪.১০.২০২১
১২.	ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এন্ড ফার্মাকোলজী বিভাগ	-	১	০৫.১০.২০২১
১৩.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	০৪.১০.২০২১
১৪.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	০৪.১০.২০২১
১৫.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	০৭.১০.২০২১
১৬.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	০৭.১০.২০২১
১৭.	বেলস ল্যাবটেটরীজ লি:	উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ	১	০৭.১০.২০২১
১৮.	কুড়িগ্রাম সরকারী কলেজ	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ এবং একসেশন নং প্রদান	১	১০.১০.২০২১

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আগমনের উদ্দেশ্য	গবেষক/ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	আগমনের তারিখ
১৯.	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ এবং একসেশন নং গ্রহণ	১	১০.১০.২০২১
২০.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	১২.১০.২০২১
২১.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	৩	১২.১০.২০২১
২২.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	১২.১০.২০২১
২৩.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	১২.১০.২০২১
২৪.	বাংলাদেশ গণ বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২১.১০.২০২১
২৫.	ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি	-	১	২৬.১০.২০২১
২৬.	এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটি	-	১	২৬.১০.২০২১
২৭.	সাউথইস্ট ইউনিভাসিটি	-	১	২৭.১০.২০২১
২৮.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২৭.১০.২০২১
২৯.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস	-	১	৩১.১০.২০২১
৩০.	ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	০৩.১১.২০২১
৩১.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	০৩.১১.২০২১
৩২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	০৪.১০.২০২১
৩৩.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১০.১১.২০২১
৩৪.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	১১.১১.২০২১
৩৫.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১১.১১.২০২১
৩৬.	শিক্ষার্থী	-	১	১১.১১.২০২১
৩৭.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১১.১১.২০২১
৩৮.	যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১১.১১.২০২১
৩৯.	কবি নজরুল সরকারি কলেজ, ঢাকা	হারবেরিয়াম পরিদর্শন টেকনিক প্রশিক্ষণ	২৫	১৪.১১.২০২১
৪০.	ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভ	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ এবং একসেশন নং প্রদান	১	২১.১১.২০২১
৪১.	ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি	-	১	২২.১১.২০২১
৪২.	শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজ	হারবেরিয়াম পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ	১	২৪.১১.২০২১
৪৩.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ এবং একসেশন নং প্রদান	১	২২.১১.২০২১
৪৪.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	২২.১১.২০২১
৪৫.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	২২.১১.২০২১
৪৬.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	২২.১১.২০২১
৪৭.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	২২.১১.২০২১
৪৮.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	২২.১১.২০২১
৪৯.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	২২.১১.২০২১
৫০.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	হারবেরিয়াম পরিদর্শন টেকনিক প্রশিক্ষণ	৬	২৫.১১.২০২১
৫১.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ এবং একসেশন নং প্রদান	১	০২.১২.২০২১
৫২.	শেখ বোরহানুদ্দীন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ	হারবেরিয়াম পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ	৬০	০১.১২.২০২১

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আগমনের উদ্দেশ্য	গবেষক/ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	আগমনের তারিখ
৫৩.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ এবং একসেশন নং গ্রহণ	১	০৫.১২.২০২১
৫৪.	জে সি আই বাংলাদেশ	-	১	০৯.১২.২০২১
৫৫.	ভাসানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা	-	১	১২.১২.২০২১
৫৬.	ইডেন মহিলা কলেজ	হারবেরিয়াম পরিদর্শন ও প্রশিক্ষণ	১৩০	০৬.১২.২০২১
৫৭.	মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ	উদ্ভিদ সনাক্তকরণ, একসেশন নং প্রদান	১	১৩.০১.২০২২
৫৮.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২২.১২.২০২১
৫৯.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২২.১২.২০২১
৬০.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২২.১২.২০২১
৬১.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২২.১২.২০২১
৬২.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২২.১২.২০২১
৬৩.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২২.১২.২০২১
৬৪.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	২২.১২.২০২১
৬৫.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২৬.১২.২০২১
৬৬.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২৬.১২.২০২১
৬৭.	ডীপলেড ফার্মাকো লিমিটেড	Red list assesment	১	২৬.১২.২০২১
৬৮.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২৭.১২.২০২১
৬৯.		-		
৭০.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	৩০.১২.২০২১
৭১.	শিক্ষার্থী	-	১	৩০.১২.২০২১
৭২.	বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট	-	১	০২.০১.২০২২
৭৩.	আল সাফা ল্যাবরেটরীজ ইউনানী	-	১	০৪.০১.২০২১
৭৪.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	০৪.০১.২০২১
৭৫.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২৩.০২.২০২২
৭৬.	বিসিএসআইআর	-	১	২৭.০২.২০২২
৭৭.	বিসিএসআইআর	-	১	২৭.০২.২০২২
৭৮.	বিসিএসআইআর	-	১	২৭.০২.২০২২
৭৯.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২৭.০২.২০২২
৮০.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২৭.০২.২০২২
৮১.	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভ	-	১	২৭.০২.২০২২
৮২.	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভ	-	১	২৭.০২.২০২২
৮৩.	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভ	-	১	০৯.০১.২০২২
৮৪.	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভ	-	১	০৯.০১.২০২২
৮৫.	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভ	পরিদর্শন ও টেকনিক প্রশিক্ষণ	৩	০৯.০১.২০২২
৮৬.	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভ	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং প্রাপ্তি	২	১২.০১.২০২২
৮৭.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১৩.০১.২০২২
৮৮.	সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি	-	১	১৩.০১.২০২২

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আগমনের উদ্দেশ্য	গবেষক/ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	আগমনের তারিখ
৮৯.	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ ও অকসেশন নং	১	১৩.০১.২০২২
৯০.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষণা	১	১৩.০১.২০২২
৯১.	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ ও অকসেশন নং প্রাপ্তি	১	১৩.০১.২০২২
৯২.	বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি	গবেষণা	১	১৬.০১.২০২২
৯৩.	ড্যাফোডিল ইন্টাঃ ইউনিভার্সিটি	গবেষণা	১	১৬.০১.২০২২
৯৪.	UDA	সনাক্তকরণ	২	১৬.০১.২০২২
৯৫.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ ও অকসেশন নং প্রাপ্তি	১	২০.০১.২০২২
৯৬.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২০.০১.২০২২
৯৭.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	০১.০২.২০২২
৯৮.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	০১.০২.২০২২
৯৯.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	Red list assesment	১	০২.০২.২০২২
১০০.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ ও অকসেশন নং প্রাপ্তি	১	০২.০২.২০২২
১০১.	ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটি	গবেষণা	১	০২.০২.২০২২
১০২.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ ও অকসেশন নং প্রাপ্তি	১	০২.০২.২০২২
১০৩.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	০২.০২.২০২২
১০৪.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	০৭.০২.২০২২
১০৫.	ড্যাফোডিল ইন্টাঃ ইউনিভার্সিটি	গবেষণা	১	০৭.০২.২০২২
১০৬.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	পরিদর্শন ও জবফ listing	১	২০.০২.২০২২
১০৭.	নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটি	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং প্রাপ্তি	২	১৬.০২.২০২২
১০৮.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	২০.০২.২০২২
১০৯.	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি	পরিদর্শন ও টেকনিক প্রশিক্ষণ	৪	২০.০২.২০২২
১১০.	চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ	১	২০.০২.২০২২
১১১.	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভ	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং প্রাপ্তি	১	২২.০২.২০২২
১১২.	ভাষানটেক সরকারি কলেজ, ঢাকা	তথ্য সংগ্রহ	১	২২.০২.২০২২
১১৩.	নোবেল ইউনানী, ল্যাবরেটরীজ, ঢাকা	পরিদর্শন ও টেকনিক প্রশিক্ষণ	১	২৭.০২.২০২২
১১৪.	জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং প্রাপ্তি	১	২৭.০২.২০২২
১১৫.	IUCN Bangladesh	Red listing	১	০১.০৩.২০২২
১১৬.	ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক	গবেষণা	১	০২.০৩.২০২২
১১৭.	প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি, বনানী, ঢাকা	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং প্রাপ্তি	১	০৯.০৩.২০২২
১১৮.	নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়	-	১	১৪.০৩.২০২২
১১৯.	কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং প্রাপ্তি	১	১৪.০৩.২০২২
১২০.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	গবেষণা	৩	১৬.০৩.২০২২
১২১.	জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	Red listing (IUCN)	৩	১৬.০৩.২০২২
১২২.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ	৩	২২.০৩.২০২২
১২৩.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং গ্রহণ	১	২৪.০৩.২০২২
১২৪.	ড্যাফোডিল ইন্টাঃ ইউনিভার্সিটি	-	১	২৪.০৩.২০২২
১২৫.	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স	-	১	২৪.০৩.২০২২
১২৬.	বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ	পরিদর্শন ও টেকনিক প্রশিক্ষণ	৪০	২৮.০৩.২০২২

ক্রঃ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	আগমনের উদ্দেশ্য	গবেষক/ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	আগমনের তারিখ
১২৭.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	-	৪৩	৩১.০৩.২০২২
১২৮.	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	IUCN Red listed plants (status determination)	১	১৩.০১.২০২২
১২৯.	ইউনিভার্সিটি অফ ডেভলপমেন্ট অলটারনেটিভস	পরিদর্শন ও টেকনিক প্রশিক্ষণ	১	১৮.০৫.২০২২
১৩০.	অপটিমাম ফার্মাসিউটিক্যালস	সনাক্তকরণ	১	২৪.০৫.২০২২
১৩১.	উদ্ভিদ চত্বর গ্রুপ	পরিদর্শন ও টেকনিক প্রশিক্ষণ	২৫	২৪.০৫.২০২২
১৩২.	সরকারি শাহ্ আব্দুর রউফ কলেজ, পীররগঞ্জ, রংপুর	সনাক্তকরণ	৪০	২৯.০৫.২০২২
১৩৩.	তিতুমীর কলেজ, ঢাকা	-	১৫০	১৫.০৬.২০২২
১৩৪.	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং গ্রহণ	১	১২.০৬.২০২২
১৩৫.	ঢাকা কলেজ, ঢাকা	সনাক্তকরণ ও একসেশন নং গ্রহণ	১	২৬.০৬.২০২২
১৩৬.	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ	সনাক্তকরণ	২	১৯.০৬.২০২২

চিত্র-৭.৯: হারবেরিয়ামে আগত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতিসহ এর গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান

- ট্যাক্সোনমিক গবেষণার মাধ্যমে ১৩৯৮টি উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণসহ ১০,০৮৮টি হারবেরিয়াম শীটে লেবেল এবং অ্যাক্সেশন নম্বরযুক্ত করে হারবেরিয়াম কাপবোর্ড-এ সংরক্ষণ করা হয়েছে । হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত তথ্যসমৃদ্ধ এসকল উদ্ভিদ নমুনা জাতীয় সম্পদ হিসেবে যুগ যুগ ধরে দেশের উদ্ভিদ বিজ্ঞান চর্চায় রেফারেন্স ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ব্যবহৃত হবে।
- হারবেরিয়াম হতে প্রতি বছর 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' নামক একটি সিরিজ প্রকাশ করা হয়ে থাকে । এখানে হারবেরিয়ামের গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়মিতভাবে প্রকাশ করা হয় । এর ধারাবাহিকতায় হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' এর ৮ নম্বর সংখ্যাটি প্রকাশ করা হয় যেখানে হারবেরিয়াম কর্তৃক আবিষ্কৃত বাংলাদেশের জন্য নতুন এমন ৪টি উদ্ভিদ প্রজাতিসহ এবং দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পার্ক, মৌলভীবাজার জেলার মাধবকুন্ড ইকো-পার্ক এবং সিলেট জেলার খাদিমনগর ন্যাশনাল পার্কের উদ্ভিদরাজির উপর ৪ (চার) টি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে ।

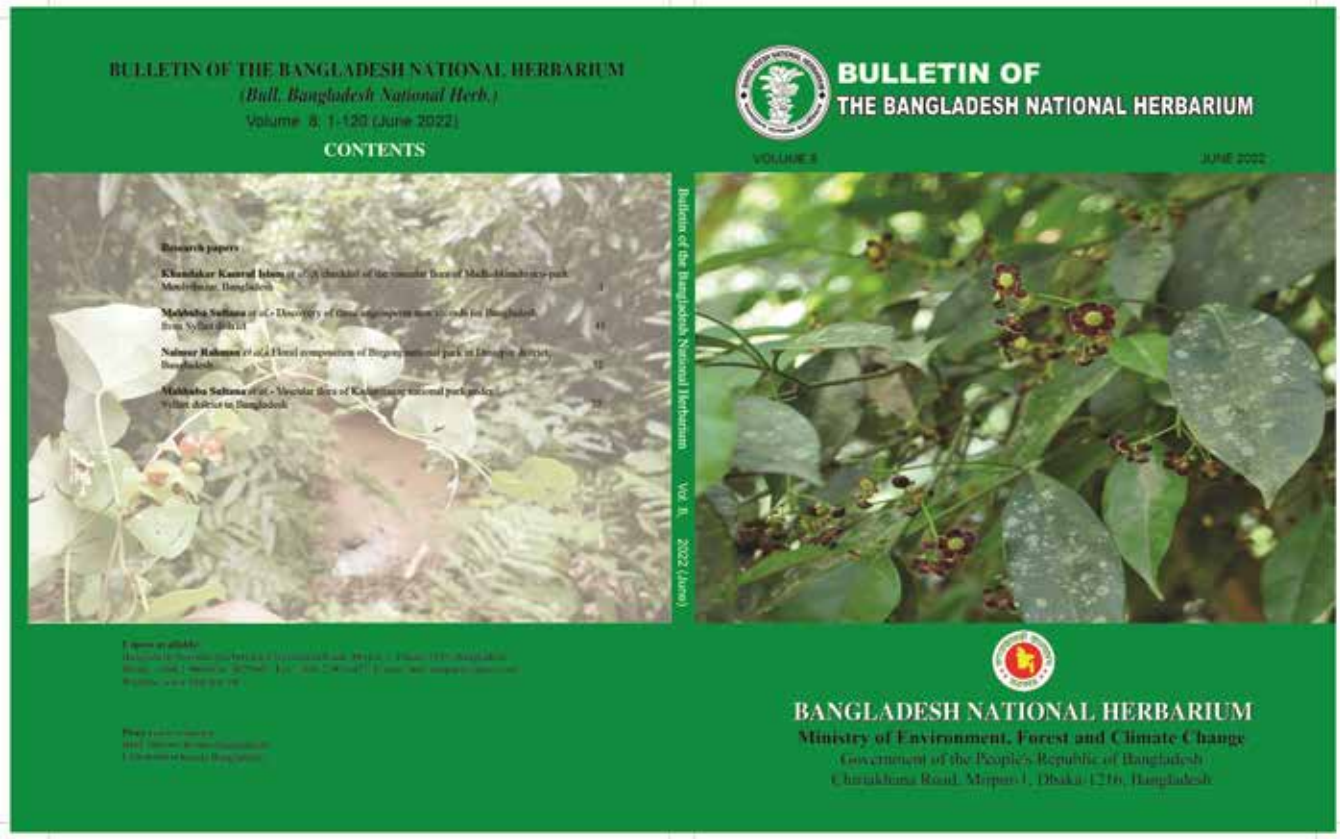

চিত্র-৭.১০: 'বুলেটিন অব দ্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম' এর ৮ নম্বর সংখ্যা

- ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কাপবোর্ড-এ ২.৫ লক্ষ উদ্ভিদ নমুনা ডুপ্লিকেটসহ সংরক্ষিত রয়েছে। সংরক্ষিত এ সকল উদ্ভিদ নমুনা সাধারণত গাম, টেপ ও সুঁই-সুতা দ্বারা সেলাই দিয়ে মোটা কাগজে স্থাপন করা হয় । সাধারণত পুরনো শীটসমূহ কাগজ হতে আলগা হয়ে যায় বিধায় তাদের যথাসময়ে কীট-নাশক প্রয়োগ, শীটের মেরামত, পরির্চযা, অপসারণ তথা ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করলে শত শত বছর ব্যাপী সংরক্ষণ করা সম্ভব। হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে মেরামত, পরির্চযা, অপসারণ করা তথা ব্যবস্থাপনাকৃত হারবেরিয়াম নমুনার সংখ্যা ৬ হাজার ২১০টি ।

- বাংলাদেশের উদ্ভিদ প্রজাতির জাতীয় রেড লিস্ট ইনডেক্স প্রণয়ন এবং পাঁচটি নির্বাচিত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদ নিয়ন্ত্রণে কৌশলপত্র উদ্ভাবন অংশ হিসাবে বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী ২৫০টি উদ্ভিদের এসেসমেন্ট সম্পন্ন হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতিগুলোকে ৭টি ক্যাটাগরিতে (Extinct (EX), Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near Threatened (NT), Least Concern (LC) Ges Data Deficient (DD) বিভাজন করা হয়েছে।
  অপরদিকে বাংলাদেশের পাঁচটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের (রেমা ক্যালেঙ্গা ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি, হবিগঞ্জ; মধুপুর ন্যাশনাল পার্ক, টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ; কাপ্তাই ন্যাশনাল পার্ক, রাঙ্গামাটি; হিমছড়ি ন্যাশনাল পার্ক, কক্সবাজার এবং সুন্দরবন ইস্ট ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংচুয়ারি, বাগেরহাট) ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ফরেস্ট ইকোসিস্টেম ও জীববৈচিত্র্য উপর ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদসমূহের প্রভাবের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে Environmental Impact Classification for Alien Taxa (EICAT) নামক সূচঁকের মাধ্যমে এদেরকে শ্রেণিবিন্যাসের কাজ চলমান রয়েছে যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ভিনদেশী আগ্রাসী উদ্ভিদসমূহ নিয়ন্ত্রনের কৌশলপত্র প্রণীত হবে।

চিত্র-৭.১১: *Aglaia chittagonga (Assessed as vulnerable-VU)*

চিত্র-৭.১২: *Sonneratia caseolaris (Assessed as Least Concern-LC)*

চিত্র-৭.১৩: *Podocarpus neriifolius (Assessed as Critically Endangered-CR)*

- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের হারবেরিয়ামের কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত ১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয় এবং উক্ত কর্মশালা আয়োজনের নোটিশ প্রদানপূর্বক কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতির স্বাক্ষরসহ ছবি নেয়া হয় ।
- জাতীয় শুদ্ধাচারের অংশ হিসাবে এবং হারবেরিয়ামের ইনোভেশন কার্যক্রমের আওতায় ভার্চুয়াল হারবেরিয়াম তৈরীর লক্ষ্যে ন্যাশনাল হারবেরিয়াম প্ল্যান্ট স্পেসিমেন ডাটাবেজ প্রোগ্রাম এবং পাবলিকেশন নামে একটি ডাটাবেজ সফটওয়্যার ডেভেলভড করেছে। হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার নানাবিধ প্রাকৃতিক/মানুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ হতে সুরক্ষা প্রদানের পাশাপাশি ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে উদ্ভিদ নমুনার তথ্যাদি ইমেজসহ ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে অর্থাৎ 'ডিজিটাল হারবেরিয়াম' প্রস্তুতপূর্বক অনলাইনভিত্তিক সেবা প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে 'Plant Specimen Database Program and Publication' শীর্ষক একটি অনলাইনভিত্তিক সফ্টওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে যার লিংক : https://plantsp-eflora.bnh.gov.bd। এই সফ্টওয়ারের মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ অনলাইনে হারবেরিয়ামে রক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার তথ্যাদি সহজেই পেতে পারেন। বর্তমানে এই সফ্টওয়ারের সাহায্যে হারবেরিয়াম কাপবোর্ডে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনার তথ্যাদি ইমেজসহ ইনপুট দেওয়া হচ্ছে। এ সফটওয়্যা ২০২১-২০২২ অর্থ-বছরে এপিএ-এর কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ২৪৬০টি হারবেরিয়াম নমুনার কম্পিউটার ডাটাবেজকৃত প্রস্তুত করা হয়েছে ।
- জাতীয় শুদ্ধাচারের অংশ হিসাবে হারবেরিয়াম হতে প্রদত্ত বিভিন্ন সেবাসমূহ সহজীকরণ করার লক্ষ্যে BNH ডেস্কটপ/মোবাইল ভিত্তিক সেবা অ্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। অ্যাপটির মাধ্যমে সেবাগ্রহীতাগণ উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরণ, এক্সেশন নম্বর প্রাপ্তি, হারবেরিয়াম ভিজিট ও গবেষণার অনুমতি প্রভৃতি অনলাইনভিত্তিক সেবাসমূহ স্বল্প সময়ে গ্রহণ করতে পারবেন। উক্ত অ্যাপটি গুগল প্লে-স্টোরে সংযোজন করা হয়েছে এবং BNH সার্চ লিংক দিয়ে বের করে মোবাইলে ডাউনলোড করা যাবে এবং বাংলা অথবা ইংরেজি ২ ভার্সনে এটি ব্যবহার করে সেবাগ্রহীতা সহজে নির্ধারিত তথ্য পূরণপূর্বক তাঁর কাঙ্খিত সেবা গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মো: মোস্তফা কামাল কর্তৃক গত ১লা ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে এই 'বিএনএইচ সেবা সহজীকরণ অ্যাপ' টির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

৭.৮. উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক ১০ জুন ২০২০ তারিখ হতে বন অধিদপ্তরের সুফল প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন 'Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invasive Plant Species (IAPs) Management Strategy for Selected Protected Area' নামক প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া 'বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ (এসভিএফবিএস)' নামক একটি প্রকল্পের কাজ ২০২১-২০২২ অর্থ বছর হতে শুরু করা হয়েছে।

সারণি-৩: উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়ন
১.	Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invasive plant Species (IAPs) Management Strategy For Selected Protected Areas	২০২০-২০২৩ (চলমান)	৬.৭৯	সুফল প্রকল্প
২.	বরিশাল এবং সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ (এসভিএফবিএস)	২০২১-২০২৪ (চলমান)	১৬.১০	জিওবি

৭.৯. ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা

কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ

(ক) স্বল্প মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০২২-২০২৪)	
১.	কাদিগড় ন্যাশনাল পার্ক, ময়মনসিংহ; জুড়ি ফরেস্ট, মৌলভীবাজার; টেংরাগিরি বনাঞ্চল, বরগুনা, মধুটিলা বনাঞ্চল, শেরপুর এবং বাংলাদেশের সকল উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ হতে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য মূল্যায়নের লক্ষ্যে জরিপ কার্য পরিচালনা সম্পন্ন করা এবং ৩টি পৃথক রিপোর্ট প্রকাশ করা।
২.	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ৭০,০০০ টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা এবং ৬৫,২৫০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সনাক্ত করা ।
৩.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ১৬,০০০ টি উদ্ভিদ নমুনার কম্পিউটার ডাটাবেস তৈরি করা ।
৪.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ১৩,৩০০ টি উদ্ভিদ নমুনার পরিচর্যা করা ।
৫.	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের ৪টি সংখ্যা প্রকাশ করা এবং ই-ফ্লোরা প্রস্তুত করা।
৬.	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী ২০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির মূল্যায়ন করা ।
৭.	দেশী-বিদেশী সায়েন্টিফিক জার্নালে ন্যূনতম ৬টি ফ্লোরিস্টিক প্রবন্ধ প্রকাশ করা ।

(খ) মধ্য মেয়াদী কর্ম পরিকল্পনার বিবরণ (২০২০-২০২৪)	
১.	বাংলাদেশের নির্বাচিত পাঁচটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের এলিয়েন এন্ড ইনভেসিভ (alien and invasive) উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং নিয়ন্ত্রণের কৌশলপত্র প্রণয়ন করা ।
২.	সুফল প্রকল্পের আওতাধীন 'Developing Bangladesh National Red List of plants' নামক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের ১০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট তৈরী করা ।
৩.	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা ।
৪.	বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতিসমূহের উপর ২টি সচিত্র ফ্লোরিস্টিক পস্তক প্রকাশ করা ।
৫.	ন্যাশনাল হারবেরিয়ামে সংরক্ষণের লক্ষ্যে ফুল-ফল, তথ্য এবং চিত্র সমেত ৭০,০০০টি উদ্ভিদ প্রজাতির নমুনা সংগ্রহ করা ।
৬.	হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত ৫০০০০টি উদ্ভিদ নমুনার ই-ডাটাবেস তৈরি করা ।

(গ) দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপরিকল্পনার বিবরণ (২০২০-২০৩০)	
১.	সমগ্র দেশের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতির জরিপ কার্য সম্পন্ন করা ।
২.	'ফ্লোরা অব বাংলাদেশ' সিরিজের অবশিষ্ট প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা ।
৩.	আইইউসিএন রেড লিস্ট ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী দেশের অবশিষ্ট উদ্ভিদ প্রজাতির রেড লিস্ট এসেসমেন্ট সম্পন্ন করা ।
৪.	ডিজিটাল হারবেরিয়াম প্রস্তুত করা ।

১ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রি. বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক বাস্তবায়িত 'হারবেরিয়ামের সেবা সহজীকরণ অ্যাপ'ও দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব মো: মোস্তফা কামাল। তিনি হারবেরিয়ামে সংরক্ষিত উদ্ভিদ নমুনা পর্যবেক্ষণ, হারবেরিয়াম লাইব্রেরী ও অফিস চত্বর পরিদর্শন করেন। এছাড়াও হারবেরিয়ামের উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের তাঁদের গবেষণার কাজে দেশী বিদেশী অন্যান্য সমধর্মী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে এমইউ করার মাধ্যমে দেশের উদ্ভিদরাজির উপর গবেষণা বিষয়ক কার্যপরিধি বৃদ্ধি করার পরামর্শ দেন।

২৮ জুলাই ২০২২ খ্রি. বাংলাদেশ ন্যাশনাল হারবেরিয়াম কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বরিশাল ও সিলেট বিভাগের ভাস্কুলার উদ্ভিদ প্রজাতি জরিপ শীর্ষক প্রকল্পের ইনসেপশন ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথি হিসেবে অন লাইন এর মাধ্যমে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: শাহাব উদ্দিন এম.পি.; উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ; এছাড়াও জনাব মোঃ মিজানুল হক চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, প্রধান বন সংরক্ষক, বন অধিদপ্তর উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড

৮.১ বাংলাদেশে রাবার চাষের ইতিবৃত্ত

রাবার একটি অত্যন্ত মূল্যবান অর্থকরী বনজ সম্পদ। রাবার গাছের কষ (ল্যাটেক্স) থেকে রাবার উৎপন্ন হয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বৃটিশদের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম রাবার চাষ শুরু হয়। ১৯৫২ সালে তৎকালীন বনবিভাগ মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকা হতে রাবার বীজ ও কয়েক হাজার রাবার চারা নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চট্টগ্রাম ও টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় কিছু গাছ রোপণ করে। ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) বাংলাদেশে রাবার চাষের সম্ভাব্যতা যাচাই করে এবং এদেশের জলবায়ু ও মাটি রাবার চাষের জন্য উপযোগী বিধায় বাণিজ্যিকভাবে রাবার চাষ করার সুপারিশ করে। ১৯৬১ সালে প্রথম সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় বাণিজ্যিকভাবে চট্টগ্রাম ও সিলেটের পার্বত্য এলাকায় রাবার চাষ শুরু করা হয়। বনবিভাগ ১৯৬০ সালে ২৮৭ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারের রামুতে ৩০ একর এবং চট্টগ্রামের রাউজানে ১০ একর মোট ৪০ একর বাগান সৃষ্টির মাধ্যমে এদেশে রাবার চাষের যাত্রা শুরু হয়। এটি বাস্তবায়নকালে প্রকল্প সংশোধন করে ১৯৬২ সালে ১২১৪ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী পুনঃপ্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ প্রকল্পের সাফল্যের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৬৫ সালে ৪২৫০ হেক্টর জমিতে ৫ বছর মেয়াদী আরেকটি প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৬০-৭৩ সালে বিএফআইডিসি চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার ৬১১৬ হেক্টর জমিতে রাবার চাষের প্রকল্প গ্রহণের জন্য নির্ধারণ করে। কিন্তু ঐ সময়ে মাত্র ৪০৯ হেক্টর জমিতে রাবার বাগান করা সম্ভব হয় এবং প্রকল্প মেয়াদে মাত্র ১৬২ হেক্টর জমির বাগান রাবার চাষের উপযোগী হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে সরকার অধিকতর বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সুবিধার মাধ্যমে পুনরায় রাবার বাগান সৃজন করে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সরকার ১৯৮০-৮১ সাল থেকে ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত ২৮,৩২৮ হেক্টর অনুর্বর, পতিত, অন্যান্য খাদ্যশস্য ও ফসল উৎপাদনে অনুপযোগী জমিতে রাবার চাষের জন্য ৫ বছর মেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করে যার মধ্যে ১৬,১৮৭ হেক্টর জমি সরকারি, অবশিষ্ট জমি ব্যক্তি মালিকানাধীন। বিএফআইডিসির মালিকানাধীন রাবার বাগান রয়েছে ১৮টি। বিএফআইডিসি ১৯৮০-৮১ সাল হতে উচ্চ ফলনশীল রাবার চারা রোপণ শুরু করে এবং ১৯৯৭ সালের মধ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট ও মধুপুরের ১৩,২০৭ হেক্টর জমিতে ১৬টি রাবার বাগান সৃজন করে। তার মধ্যে ৮% চারা মালয়েশিয়া হতে আনীত প্রিম ৬০০ এবং পিবি ২৩৫ ক্লোন হতে লাগানো হয়। প্রতিটি ক্লোন হতে উৎপন্ন চারা হতে বছরে তিন কেজি করে রাবার উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বিএফআইডিসির ১৮ টি বাগানে ৩,৮৬,০০০ টি রাবার গাছের মধ্যে ২ লক্ষাধিক গাছ উৎপাদনশীল। বিএফআইডিসি তাদের উৎপাদিত রাবার নিলামে বিক্রি করে। ২০০৮-০৯ সালে ১,১১,৬০০ মেট্রিক টন রাবার থেকে ২৫৫০ লক্ষ টাকা আয় হয়। একই বছরে প্রাইভেট সেক্টরে ৫৫০০ মেট্রিক টন রাবার উৎপন্ন হয়। রাবার উৎপাদন এবং বিপণনে বিএফআইডিসি ছাড়া বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় ১১টি রাবার বাগান রয়েছে। এছাড়া ইতোমধ্যে বান্দরবানের ৩২,৫৫০ একর জমি ১৩০২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইজারা দেওয়া হয়েছে (জন প্রতি ২৫ একর করে)। বিভাগীয় কমিশনারের সভাপতিত্বে ১৮ সদস্যের স্ট্যান্ডিং কমিটি কর্তৃক প্রকৃত রাবার চাষীদের মধ্যে উক্ত জমি লীজ দেওয়া হয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ৩,৩০০ একর জমিতে রাবার বাগান করেছে। এছাড়া বহুজাতিক কোম্পানি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তারা ২০,৮০০ একর জমিতে রাবার চাষ করেছে।

৮.২ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর পরিচিতি

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৯নং আইন) অনুযায়ী ২০১৩ সালের ৫ মে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ২০১৯ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (BFIDC) কে দায়িত্ব অর্পন করা হয়। পরবর্তীতে পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের একজন অতিরিক্ত সচিবকে বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং ২০১৯ সালের এপ্রিল হতে আগষ্ট পর্যন্ত বোর্ডের "সচিব" হিসেবে একজন নিয়মিত কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করেন। প্রাকৃতিক রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের বিকাশে ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ, উৎপাদিত রাবারের গুনগত মানোন্নয়ন, বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রে বাগান মালিক/চাষীদের সহযোগিতা প্রদান, সর্বোপরি রাবার চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের পরিত্যক্ত পতিত জমি, পাহাড় সবুজায়নের মাধ্যমে একটি পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় সক্ষম পরিস্থিতি তৈরির লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই রাবার চাষ এবং রাবার সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং অর্থনৈতিকসহ সকল সরকারি সহায়তা সহজলভ্য করার অঙ্গীকারে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কাজ করছে।

মাত্র তিন বছর আগে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড একটি নতুন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করেছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন স্থায়ী অফিস না থাকায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্ত গত সেপ্টেম্বর' ২০১৯ মাসে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলা হতে বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর পশ্চিম পাহাড়ের ই-১১ বাংলোয় স্থানান্তর করা হয়। আরো উল্লেখ্য, বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল না থাকায় বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের অস্থায়ী অফিসটি (বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, চান্দগাঁও, চট্টগ্রামের রেস্ট হাউজের নিচতলায় স্থাপিত) বেশিরভাগ সময়ই বন্ধ থাকত। এছাড়াও চট্টগ্রামের চান্দগাঁও এলাকাটি শহরের নিম্নাঞ্চল হওয়ায় ও খাল ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রতিদিনের জোয়ারের পানি এবং বর্ষা মৌসুমের ভারী বর্ষণের ফলে সৃষ্ট জলাবদ্ধতার কারণে অফিস এবং অফিসের আসবাবপত্র প্রায়ই এক ফুটেরও বেশি পানিতে নিমজ্জিত থাকায় অফিস এবং অফিসের অধিকাংশ আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে মার্চ/২০১৯ মাসে সচিব পদে পদায়নের পর অফিসের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অফিস বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাসে স্থানান্তরের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের নিজস্ব কোন ভবন/জমি/স্থাপনা নাই। দাপ্তরিক কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর চারটি পরিত্যক্ত ভবন বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে;

তন্মধ্যে প্রাথমিকভাবে একটি ভবন মেরামত করে রাবার বোর্ডের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বোর্ডের অত্যাবশ্যকীয় দৈনন্দিন রুটিন কার্যক্রম এ ভবন থেকে পরিচালিত হচ্ছে। বোর্ডের নিজস্ব কোন জনবল নেই। বর্তমানে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের আটজন কর্মকর্তা প্রেষণে বোর্ডের চেয়ারম্যান, উপপরিচালক ও সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছেন। দাপ্তরিক কাজ-কর্মে সহায়তা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ বন গবেষণা ইন্সটিটিউট এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পাঁচজন কর্মচারীকে এ অফিসে সংযুক্তি প্রদান করা হয়েছে। আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রিশিয়ান, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, বাবুর্চি, নিরাপত্তা প্রহরী ও ডেসপাস রাইডার পদে ০৯ (নয়) জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৮.৩ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের ভিশন

স্বয়ংসম্পূর্ণ টেকসই রাবার শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবেশ উন্নয়ন।

৮.৪ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের মিশন

১। আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নত মানের রাবার চাষ নিশ্চিত করা;

২। ইজারাকৃত জমির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি করা;

৩। রাবার চাষে ও শিল্পে বিরাজমান সমস্যার সমাধান করা;

৪। বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা;

৫। রাবার চাষে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীকে নিয়োজিত করে দরিদ্রতা নিরসন করা;

৬। রাবার শিল্পের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ।

৮.৫ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের পরিচালনা পর্ষদ

সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যূন অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা/নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে মনোনীত ব্যক্তি বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার প্রতিনিধির সমন্বয়ে রাবার বোর্ড এর ২০(বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে।

৮.৬ পরিচালনা পর্ষদের গঠন

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড নিম্নবর্ণিত সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত

- সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন চেয়ারম্যান
- সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব)
- উপ-সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
- উপ-সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
- উপ-সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
- বন সংরক্ষক কর্মকর্তা, বন অধিদপ্তর
- পরিচালক, বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
- পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট
- প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- প্রতিনিধি, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ/জেলা পরিষদ বা অন্যান্য পরিষদ
- সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার বাগান মালিক সমিতি
- সভাপতি/প্রতিনিধি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প মালিক সমিতি
- রাবার উৎপাদনকারী চা বাগানের একজন মালিক

৮.৭ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো

৮.৮ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের কার্যাবলি

- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সরকারকে সুপারিশ, পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প স্থাপনে ব্যক্তি উদ্যোক্তাগণকে বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, কারিগরী ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান;
- সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের সহযোগিতায় রাবার চাষ উপযোগী জমি চিহ্নিতকরণ;
- রাবার চাষে আগ্রহী উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাছাই এবং উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে জমি ইজারা বা বরাদ্দ প্রদানের নিমিত্ত সরকারের নিকট সুপারিশ প্রেরণ;
- ইজারা বা বরাদ্দ চুক্তির শর্ত ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ;
- রাবার বাগান সৃজনে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- রাবার বাগান সৃজন এবং রাবার শিল্প স্থাপন ও বিকাশে মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে ঋণ ও বীমা সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক বা ক্ষেত্রমত বরাদ্দ গ্রহীতাগণকে বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান;
- উৎপাদিত রাবার বিপণন ও রপ্তানীর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;
- রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- রাবার বাগান ও রাবার শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও শিল্পের উপর গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে রাবার গবেষণা ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্প সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে ডাটাবেজ তৈরী ও হালনাগাদ করণ;
- ক্ষতিকারক কৃত্রিম রাবার সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বিপণন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- রাবার চাষ ও রাবার শিল্পের সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ; এবং
- জীবনচক্র হারানো রাবার কাঠ আহরণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনে সহায়তা প্রদান।

৮.৯ বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অর্জন/সাফল্য

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবার শিল্পের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে অন্যান্য রাবার উৎপাদনকারী দেশ সমূহের সাথে সহযোগিতা জোরদার করতে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড গত অক্টোবর, ২০১৭ সালে Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC) এর সদস্য পদ গ্রহণ করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ রাবার বোর্ড International Rubber Research and Development Board (IRRDB) এর সদস্য পদ ও গ্রহণ করেছে।

IRRDB এর সদস্য রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MoU) "The Multilateral Clone Exchange among IRRDB Member Countries" অনুযায়ী চলতি বছরে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড ভারত ও শ্রীলংকা হতে উচ্চফলনশীল রাবার ক্লোন আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া উক্ত ক্লোনসমূহের জন্য অনুকূল হলে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদনশীলতা বাড়বে মর্মে আশা করা যায়। তবে এজন্যে অন্তত: ৮-১০ বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে। উচ্চ ফলনশীলজাত আমদানীর লক্ষ্যে ভারত ও শ্রীলংকার সাথে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয়েছে। ভারতের সাথে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ করে চূড়ান্ত করার পর্যায়ে রয়েছে। ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও চীনের সাথেও ই-মেইলে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী বর্ষা মৌসুম শুরুর পূর্বে উক্ত ক্লোনসমূহ বাংলাদেশে আনা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের সাথে ইতোমধ্যে মালয়েশিয়ান হাইকমিশনের যোগাযোগের ভিত্তিতে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের রাবার খাতে যৌথ বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে MoU স্বাক্ষরের লক্ষ্যে আনুসঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে। প্রতি হেক্টর রাবার বাগান (যেখানে প্রায় ৪১৫ টি উৎপাদনশীল রাবার গাছ রয়েছে) বায়ুমন্ডল থেকে বার্ষিক ৩৩.২৫ টন কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে যা পরিবেশের উষ্ণতা রোধে ও পরিবেশ রক্ষায় অতি গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত বাগানে বিরাজিত সমস্যা দূর করার জন্য রাবার বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া রাবার উৎপাদন পদ্ধতি আধুনিকায়নের লক্ষ্যেও রাবার বোর্ড কাজ করছে। এর মাধ্যমে আশা করা যায় যে, কাঁচা রাবার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। পরিবেশবান্ধব রাবার শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের উদ্যোগে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র রাবার চাষীদের সাথে মতবিনিময় সভার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করে রাবার চাষের বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের উদ্দেশ্যে খাগড়াছড়ি রাবার বাগান মালিক সমবায় সমিতি লিমিটেড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উন্নয়নের একই পাটফরমে নিয়ে আসা হয়েছে।

জিও ডাটাবেজ তৈরির জন্য উদ্যোগ নিয়ে ইতোমধ্যে বান্দরবানের লামা উপজেলাধীন একটি মৌজায় জিও ডাটাবেজের প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বিগত ২৯/১১/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জুম অ্যাপস এর মাধ্যম IRRDB-র উদ্যোগে "Good Agricultural Practices to Improve Small Holders Productivity and Quality of Life" বিষয়ের উপরে ওয়েবিনারে মূল পেপার উপস্থাপন করেছে।

৮.১০ প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য রাবার বাগানের মালিক, শ্রমিকদের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে কর্মরত কর্মচারীদের ইনহাউস প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বছর ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। "প্রশিক্ষণ বর্ষপঞ্জি" নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্র: নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১.	আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১১-১৩ জুলাই ২০২১(৩ দিন)	রাবার বাগান মালিক	১৫ জন
২.	রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু বাগান ব্যবস্থাপনা	২৩-২৫ আগষ্ট ২০২১(৩ দিন)	রাবার বাগানের ম্যানেজার	১৫ জন
৩.	টেপিং প্রশিক্ষণ	২৮-৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১(৩ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৩০ জন
৪.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	১১-১৩ অক্টোবর ২০২১(৩ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
৫.	ই-নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২০-২১ অক্টোবর ২০২১(২ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী	০৮ জন
৬.	রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু বাগান ব্যবস্থাপনা	২৫-২৭ অক্টোবর ২০২১(৩ দিন)	রাবার বাগানের ম্যানেজার	১৫ জন
৭.	আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৮-১০ নভেম্বর ২০২১(৩ দিন)	রাবার বাগানের মালিক	১৫ জন
৮.	রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু বাগান ব্যবস্থাপনা	২২-২৪ নভেম্বর ২০২১(৩ দিন)	রাবার বাগানের ম্যানেজার	১৫ জন
৯.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	০৬-০৮ ডিসেম্বর ২০২১(৩ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১০.	টেপিং প্রশিক্ষণ	১৩-১৪ ডিসেম্বর ২০২১(২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৩০ জন
১১.	রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু বাগান ব্যবস্থাপনা	০৩-০৫ জানুয়ারি ২০২২(৩ দিন)	রাবার বাগানের ম্যানেজার	১৫ জন
১২.	আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	২৪-২৬ জানুয়ারি ২০২২(৩ দিন)	রাবার বাগানের মালিক	১৫ জন
১৩.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	০৮-১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২(৩ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১৪.	টেপিং প্রশিক্ষণ	১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২(২ দিন)	রাবার বাগানের টেপার	৩০ জন

ক্রঃ নং	কোর্সের নাম	মেয়াদ	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১৫.	রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু বাগান ব্যবস্থাপনা	০৭-০৯ মার্চ ২০২২(৩ দিন)	রাবার বাগানের ম্যানেজার	১৫ জন
১৬.	নার্সারি সৃজন ও পরিচর্যা, গ্রাফটিং ল্যাটেক্স আহরণ, স্মোকিং, গ্রেডিং এবং বান্ডেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২২ মার্চ ২০২২(২ দিন)	রাবার বাগানের শ্রমিক কর্মচারী	৩০ জন
১৭.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	০৪-০৬ এপ্রিল ২০২২(৩ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
১৮.	রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু বাগান ব্যবস্থাপনা	২৬-২৮ এপ্রিল ২০২২(৩ দিন)	রাবার বাগানের ম্যানেজার	১৫ জন
১৯.	আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতমানের রাবার চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ	১৬-১৮ মে ২০২২(৩ দিন)	রাবার বাগানের মালিক	১৫ জন
২০.	রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সুষ্ঠু বাগান ব্যবস্থাপনা	২৩-২৫ মে ২০২২(৩ দিন)	রাবার বাগানের ম্যানেজার	১৫ জন
২১.	ইনহাউস প্রশিক্ষণ	০৬-০৮ জুন ২০২২ (২ দিন)	রাবার বোর্ডের কর্মচারী	১৪ জন
২২.	নার্সারি সৃজন ও পরিচর্যা, গ্রাফটিং ল্যাটেক্স আহরণ, স্মোকিং, গ্রেডিং এবং বান্ডেলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৩-১৫ জুন ২০২২ (২ দিন)	রাবার বাগানের শ্রমিক কর্মচারী	৩০ জন

৮.১১ চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ। অর্পিত দায়িত্ব পালন ও লক্ষ্য অর্জনে কিছু চ্যালেঞ্জ/প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হোল:

- অপর্যাপ্ত জনবল;
- নিজস্ব কোন ভবন/অবকাঠামো বা জমি না থাকা;
- বাংলাদেশে রাবার উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের অভাব;
- দৈনন্দিন কার্যক্রম ও গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় স্থানের অপ্রতুলতা;
- মানব সম্পদ উন্নয়নের সুযোগের অভাব;
- আধুনিক উপকরণ ও গবেষণাগারের অভাব;
- প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র রাবার চাষিদের সহায়তার জন্য প্রণোদনার অভাব;
- আমদানিকৃত রাবারের আমদানি শুল্ক কম হওয়া।

৮.১২ সুপারিশ

৮.১২.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ রাবার বোর্ডের অনুকূলে অনুমোদনকৃত ৭০ টি পদের বিপরীতে ৫৩ টি পদ বর্তমানে শূন্য রয়েছে। "বাংলাদেশ রাবার বোর্ড (কর্মচারী) চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০২০" গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। দাপ্তরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল শূন্যপদ পূরণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ডে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করেছে। এছাড়াও, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর জন্য নিজস্ব জমি ও অবকাঠামোসহ গবেষণালব্ধ জ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী ও নিজস্ব বাগান থাকা প্রয়োজন, যা প্রাকৃতিক রাবার নিয়ে কার্যকর গবেষণা ও প্রশিক্ষণের দ্বার উন্মুক্ত করবে।

৮.১২.২ বাংলাদশের রাবার শিল্প সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার চাষ, উৎপাদন, ব্যবহার, আমদানি ও রফতানির প্রকৃত তথ্য সম্বলিত কোন ডাটাবেস নেই। বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বাংলাদেশের প্রাকৃতিক রাবার সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্বলিত একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে এ অফিস ইতোমধ্যে স্থানীয় প্রশাসন ও রাবার বাগান মালিকদের সাথে যোগাযোগ করেছে এবং ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে।

৮.১২.৩ বহুজাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে রাবার সম্পর্কিত দুটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ANRPC I IRRDB এর সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। এর ফলে উক্ত সংস্থা দুটির সদস্য দেশসমূহের সাথে বাংলাদেশের সহযোগিতা ও সমন্বয়ের পথ প্রসারিত হবে। ফলে আন্তর্জাতিক মানের রাবার নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত উচ্চ ফলনশীল রাবারের জাত অনুসন্ধান, সংগ্রহ ও চাষের মাধ্যমে দেশে প্রাকৃতিক রাবারের মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

৮.১২.৪ বন্য প্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি

বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বান্দরবান জেলায় বন্য হাতির জন্য একটি অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু খাবারের অভাবে হাতি গুলো প্রায়ই লোকালয়ে এসে রাবার বাগানসহ অন্যান্য ফসলি জমির ক্ষতিসাধন করছে। এই সঙ্কট থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ রাবার বোর্ড বন বিভাগের সাথে সমন্বয় করে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্ধারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

৮.১২.৫ প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধি

বাংলাদেশ রাবার বোর্ড প্রাকৃতিক রাবারের উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক রাবার উৎপাদনে দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

৮.১৩ বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর তথ্যাবলী

(১) জনবল কাঠামো

ক) রাজস্ব

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	গ্রেড	জনবল কাঠামো অনুযায়ী পদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১.	চেয়ারম্যান	২	১	১	-	-
২.	পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ/অর্থ ও বিপণন)	৩	২	-	২	-
৩.	সচিব	৪	১	-	১	"সচিব" পদে পদায়ন করা হয়েছে। তবে এখনো যোগদান করেননি।
৪.	উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/বিপণন/ হিসাব ও নিরীক্ষা)	৬	৫	৩	২	নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া চলমান।
৫.	ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৬	১	-	১	
৬.	সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ/সেবা/ এমআইএস ও আইটি/আইন ও বোর্ড /পান্টেশন এন্ড প্রোডাকশন/পরিকল্পনা ও উন্নয়ন/প্রশাসন/মার্কেট প্রমোশন /হিসাব/নিরীক্ষা)	৯	১০	৪	০৬	৫১টি পদে জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
৭.	সহকারী প্রোগ্রামার	৯	১	-	১	
৮.	বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯	৪	-	৪	
৯.	একান্ত সচিব	১০	১	-	১	
১০.	ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা	১৪	১	-	১	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।
১১.	ভান্ডার কর্মকর্তা	১৪	১	-	১	
১২.	কম্পিউটার অপারেটর	১৩	১	-	১	
১৩.	ল্যাবরেটরি এসিসন্ট্যান্ট	১৫	২	-	২	
১৪.	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	১৬	১০	-	১০	গত ১৭ ও ১৮ জুন ২০২২ খ্রি. তারিখে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এবং মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি।
১৫.	গাড়ী চালক	১৬	৭	-	৭	নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।
১৬.	আমিন/সার্ভেয়ার	১৪	১	-	১	
১৭.	অফিস সহায়ক	২০	১২	-	১২	আগামী ২৬/০৮/২০২২ খ্রি. তারিখ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।
	মোট =		**৬১**	**৮**	**৫৩**	

খ) আউটসোর্সিং

ক্রমিক নম্বর	পদের নাম	জনবল কাঠামো অনুযায়ীপদ সংখ্যা	কর্মরত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১.	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১	-	
২.	বাবুর্চি	১	১	-	
৩.	নিরাপত্তা প্রহরী	৪	৪	-	
৪.	ডেসপাস রাইডার)	১	১	-	
৫.	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	-	
মোট =		৯	৯	-	

গ) সর্বমোট

বিবরণ	পদসংখ্যা	কর্মরত	শূন্যপদ
রাজস্ব	৬১	০৮	৫৩
আউটসোর্সিং	০৯	০৯	০০
মোট =	৭০	১৭	৫৩

(২) বোর্ড এর পরিচালনা পরিষদ

ক্রঃ নং	নাম ও ঠিকানা	পদবী	মন্তব্য
১.	চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	চেয়ারম্যান	
২.	সকল বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), পদাধিকারবলে	সদস্য	
৩.	উপসচিব (আইন-২ অধিশাখা), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য	
৪.	উপসচিব (খাস জমি-১), ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য	
৫.	উপসচিব (প্রশাসন), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	সদস্য	
৬.	বন সংরক্ষক, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম	সদস্য	
৭.	পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন	সদস্য	
৮.	পরিচালক, বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম	সদস্য	
৯.	সদস্য (বাস্তবায়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড	সদস্য	
১০.	মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, পার্বত্য জেলা পরিষদ, বান্দরবান	সদস্য	
১১.	জনাব ছলিমুল হক চৌধুরী (সেলিম চৌধুরী), সিনিয়র সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার গার্ডেনস্ ওনার এসোসিয়েশন	সদস্য	
১২.	জনাব শফিকুল ইসলাম (মিন্টু), সভাপতি, বাংলাদেশ রাবার শিল্প সমিতি	সদস্য	
১৩.	এম শাহ্ আলম, ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চা সংসদ	সদস্য	
১৪.	ড. মোঃ আবদুল হাই মজুমদার, প্রাক্তন জিএম, বিএফআইডিসি, রাবার বিশেষজ্ঞ	সদস্য	
১৫.	সচিব, বাংলাদেশ রাবার বোর্ড	সদস্য সচিব	

(৩) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর স্টেকহোল্ডার

- জেলা প্রশাসন (সংশ্লিষ্ট জেলা)
- বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন
- বাংলাদেশ রাবার গার্ডেনস্ ওনার্স এসোসিয়েশন
- বাংলাদেশ রাবার শিল্প সমিতি
- বাংলাদেশ চা সংসদ
- বন অধিদপ্তর
- বাংলাদেশ বন গবেষনা ইন্সটিটিউট
- পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড
- পার্বত্য জেলা পরিষদ

(৪) বাংলাদেশ রাবার বোর্ড সংক্রান্ত আইন, নীতিমালা ও প্রবিধানমালা

ক্রঃ নং	বিবরণ	মন্তব্য
১.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড আইন-২০১৩	
২.	বাংলাদেশ রাবার নীতি-২০১০	
৩.	বাংলাদেশ রাবার বোর্ড এর কর্মচারী (চাকুরি) প্রবিধানমালা-২০২০	

(৫) আন্তর্জাতিক সদস্যপদ

ক্রঃ নং	সংস্থার নাম	সাল	বাৎসরিক চাঁদা (US$)	মন্তব্য
১.	International Rubber Research & Development Board (IRRDB)	২০১৮	৫,৮০০.০০	
		২০১৯	৫,৮০০.০০	
		২০২০	৫,৮০০.০০	
		২০২১	৫,৮০০.০০	
২.	Association of Natural Rubber Producing Countries (ANRPC)	২০১৭	৮৮৬.৫১	
		২০১৮	৫,৫৫৬.৮৭	
		২০১৯	৫,৩৫৫.৬৬	
		২০২০	৫,৬০০.০০	
		২০২১	৫,২৬২.০০	
		২০২২	৫,৩৭২.০০	

(৬) অফিস সরঞ্জামাদি

(ক) যানবাহন

ক্রঃ নং	নাম ও ঠিকানা	TO&E অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয় করা হয়েছে	জরুরী ভিত্তিতে কেনা প্রয়োজন	মন্তব্য
১.	জীপ	০১ টি	০১ টি	-	
২.	কার	০৩ টি	০৩ টি	-	
৩.	মাইক্রোবাস	০২ টি	০১ টি	-	
৪.	পিক-আপ (ডাবল কেবিন)	০১ টি	-		
৫.	মটর সাইকেল	০১ টি	-		
	মোট =	**০৮ টি**	**০৫ টি**		

(খ) অফিস সরঞ্জামাদি

ক্রঃ নং	বিবরণ	ক্রয় করা হয়েছে	অবস্থান
১.	এয়ার কন্ডিশন	৬	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সম্মেলন কক্ষে-২টি ও নতুন ভবন ই-১২ তে ২টি
২.	ল্যাপটপ	৫	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও সহকারী পরিচালক মহোদয়ের ৩ জনের কাছে ৩টি
৩.	ডেক্সটপ কম্পিউটার	১০	সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও স্টাফ কক্ষে
৪.	লেজার প্রিন্টার (সাদা কালো)	৬	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে ১টি, সহকারী পরিচালক ও স্টাফ কক্ষে-৪টি
৫.	কালার প্রিন্টার	২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে ১টি ও উপপরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের কক্ষে
৬.	স্ক্যানার	৬	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও স্টাফ কক্ষে-৫টি
৭.	ফটোকপি মেশিন	২	সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, নতুন ভবন ই-১২ তে ১টি
৮.	ফ্রিজ	১	সচিব মহোদয়ের কক্ষে
৯.	সামসং টিভি ৩২”	২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি
১০.	ইনটারনেট রাউটার	৫	সচিব মহোদয়ের কক্ষে, নতুন ভবন ই-১২ তে
১১.	সিটিটিভি (১৬ লাইন বিশিষ্ট)	১	মনিটর সচিব মহোদয়ের কক্ষে (৮টি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে- অফিসের বাহিরে ৫টি ও অফিসের ভিতরে ৩টি। পরবর্তীতে অফিস সম্প্রসারনের পর বাকী ৮টি ক্যামেরা ক্রয় করা হবে)
১২.	ইন্টারকম (১৬ লাইন বিশিষ্ট)	১	বর্তমানে ৫টি লাইন নেয়া হয়েছে। চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে ১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে ১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে-১টি, কনফারেন্স কক্ষে ১টি এবং স্টাফ কক্ষে মাস্টার সেট-১টি ইন্টারকম সেট-আপ বক্স। আইটি সার্ভিস কক্ষে।
১৩.	ফ্যাক্স মেশিন	১	সচিব মহোদয়ের কক্ষে (অকেজো)
১৪.	আইপিএস	৩	আইটি সার্ভিস কক্ষে-০১টি, নতুন ভবন ই-১২ তে ১টি, এবং অকেজো-০১টি
১৫.	ডিজিটাল হাজিরা	১	স্টাফ কক্ষে
১৬.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১	সম্মেলন কক্ষে
১৭.	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর স্ক্রীন	১	সম্মেলন কক্ষে
১৮.	স্ট্যান্ড মাউথ স্পীকার	১৫	সম্মেলন কক্ষে
১৯.	চার্জার লাইট	৩	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষের জন্য-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষের জন্য-১টি ও স্টাফ কক্ষের জন্য-১টি
২০.	স্টীলের আলমিরা	১০	সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে-১ ও স্টাফ কক্ষে-২টি, নতুন ভবন ই-১২ তে ০৬টি
২১.	স্টীলের ফাইল ক্যাবিনেট	৯	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-১টি, সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে-১টি ও স্টাফ কক্ষে-১টি, নতুন ভবন ই-১২ তে ০৫টি
২২.	বড় ট্রাঙ্ক (মেটেল)	১০	নিয়োগের কাজে ব্যবহৃত
২৩.	জেনারেটর (ডিজেল)৫.৫KW	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
২৪.	প্রিজম ত্রিপায়াসহ	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
২৫.	ডিজিটাল স্কিন (ভিজুয়্যাল)	১	সম্মেলন কক্ষে
২৬.	ফাইল রেক (মেটেল)	৫	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
২৭.	ওভেন	২	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
২৮.	রুম হিটার	২	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষের জন্য-১টি, উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষের জন্য-১টি

ক্রঃ নং	বিবরণ	ক্রয় করা হয়েছে	অবস্থান
২৯.	ডিজিটাল এলইডি সাইনবোর্ড	২	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
৩০.	ওয়াটার ফিল্টার (ইলেট্রিক)	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
৩১.	ঘাস কাটার যান্ত্রিক মেশিন	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত
৩২.	এ্যলুমিনিয়াম সিড়ি (২৪ ফুট)	১	অফিসের কাজে ব্যবহৃত

গ) আসবাবপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১.	ফুল সেক্রেটারিয়েট টেবিল	০২ টি	চেয়ারম্যান ও সচিব মহোদয় এর কক্ষে
২.	হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল	১৮ টি	উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে ও স্টাফ কক্ষে
৩.	কাঠের কম্পিউটার টেবিল ও ফটোকপির টেবিল	১১ টি	সচিব মহোদয়ের কক্ষে ও স্টাফ কক্ষে
৪.	কাঠের কম্পিউটার টেবিল ও ফটোকপির টেবিল	১ টি	সম্মেলন কক্ষে
৫.	কাঠের করণিক টেবিল	১ টি	স্টাফ কক্ষে
৬.	এক্সিকিউটিভ কাঠের চেয়ার	২ টি	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে ও সম্মেলন কক্ষে
৭.	ভিজিটরস্ হাতলওয়ালা কাঠের কুশন চেয়ার	৬ টি	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে-৫টি ও সচিব মহোদয়ের কক্ষে-১টি
৮.	সভায় অংশগহণকারীদের হাতলওয়ালা কাঠের কুশন চেয়ার	৩০ টি	সম্মেলন কক্ষে
৯.	হাতলওয়ালা কাঠের ভিজিটর চেয়ার	২৬ টি	সচিব মহোদয়ের কক্ষে ও স্টাফ কক্ষে
১০.	হাতল ছাড়া কাঠের চেয়ার	৬ টি	উপপরিচালক মহোদয়ের কক্ষে-২টি,স্টাফ কক্ষে-৩টি ও রান্না ঘর-১টি
১১.	কাঠের ফাইল র‍্যাক	২ টি	স্টাফ কক্ষে
১২.	সোফা সেট	১ টি	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে
১৩.	নামায়ের জন্য কাঠের চেয়ার	১ টি	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে
১৪.	ইজি চেয়ার (কাঠের ও বেতের)	২ টি	চেয়ারম্যান মহোদয়ের কক্ষে
১৫.	অনার বোর্ড	৪ টি	চেয়ারম্যান, সচিব, পরিচালক ও উপপরিচালক
১৬.	বুক শেলফ ও বুক রেক	১২ টি	বঙ্গবন্ধু কর্ণার ও লাইব্রেরী
মন্তব্য: নতুন কর্মকর্তা কর্মচারী যোগদান করলে আরো আসবাবপত্র ক্রয় করতে হবে।			

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
www.moef.gov.bd